গোড়ীয়

বৈষ্ণবীয় রসের

অলৌকিকত্ব

তীরে। নামত যখন বর্ষা প্রেমের বেদনার মত, ছল্ ছল্ করত জল কূলে কূলে ফেনায়িত আবেগ-অভিমানের মত, তখন চঞ্চল হ'য়ে উঠত সেই গোপনচারিণীরা—গোপনচারিণী কবিকল্পনা যেমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে হৃদয়প্রতিমার আবির্ভাব-সম্ভাবনায়,—"কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।"

কবিতার পংক্তিগুলিতে উপমা-ধ্বনি সহজেই লক্ষণীয়। "হৃদয়-যমুনা" নামটি রূপক, কিন্তু সমস্ত কবিতাটিতে যে সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে সে সৌন্দর্য উপমাধ্বনির। উপমাটুকুর সৌন্দর্য হৃদয়ে প্রতিভাত না হ'লে কবিতাটির সমগ্র সৌন্দর্য কিছুতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে না। কিন্তু যমুনার সঙ্গে হৃদয়ের তুলনার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে যমুনার সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বিশেষ ভাব-সংস্কার থাকা চাই। উদ্দাম বসন্তে শান্ত শরতে বনমালী শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরে তীরে যে লীলা-বিহার করেছিলেন, তার মধুর কাহিনী কোন্ ভারতবর্ষীয়ের হৃদয় উদ্বেল করে না? যমুনা বলতে ভারতবর্ষের যে সংস্কার, সে সংস্কার শ্বেতদ্বীপের নাই। তাই "হৃদয়-যমুনা"র ঐ পংক্তিগুলি প'ড়ে আমাদের মনে যে সৌন্দর্য প্রতিভাত হবে, বিদেশীর মনে সে সৌন্দর্যের ছায়াপাতও হবে না। হৃদয়-যমুনায় উপমাটুকুর সৌন্দর্য যমুনা সম্বন্ধে একটি বিশেষ ভাব-সংস্কারের অপেক্ষা করে। তাই বলছিলাম, যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে রস পরিবেশিত হয়, সে রসের আস্বাদনে তদুচিত-বিভাবাদি-উদ্বোধিত স্থায়িভাব হয় তার উপাধি। উপাধির বৈচিত্র্যেই রসের আস্বাদ-বৈচিত্র্য। উপাধির বৈশিষ্ট্য যেখানে নাই, রস সেখানে অখণ্ড, অব্যয়, এক। তাই বৈষ্ণব-কাব্যের রস সম্বন্ধে আস্বাদেচ্ছু হ'তে হ'লে ঐ কাব্যে ব্যবহৃত বিভাবাদির উপযোগী সংস্কার থাকা চাই। উপযোগী সংস্কার থাকতে গেলে শুধুমাত্র বৈষ্ণব কাব্য পঠন-পাঠনেই চলবে না, বৈষ্ণব কাব্য-সরস্বতী যে বিচিত্র ভাবধারায় স্নাতা ও পরিশুদ্ধা, সেই ভাবধারাগুলির উৎসমুখ ও প্রগতির ইতিহাসও জানতে হবে। জানার

ব্যাপ্তি ও অনুভূতির গভীরতা দুইই চাই—চাই হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, অনুভূতি ও বিশ্লেষণী বুদ্ধি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কাব্য সম্বন্ধে এ কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য এইজন্য যে দর্শন-কাব্য-অলঙ্কার-তত্ত্ব-ধর্ম ইত্যাদির এমন বিচিত্র ও বিশেষ সমন্বয় আর কোনো কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। কবি যেখানে সাধক, ভক্ত যেখানে তত্ত্বান্বেষী এবং দার্শনিক যেখানে স্বমত সম্বন্ধে তর্ক-বিমুখ ও সাবধানী, সেখানে এরকম হওয়া আশ্চর্য নয়। বৈষ্ণব মহাজনেরা সকলেই সাধক, কাব্য তাঁদের লীলারসাস্বাদন-সাধনার ইতিহাস। বৈষ্ণব-তত্ত্বের গ্রন্থকার যাঁরা, তাঁরাও একান্তই ভক্তজন—যাঁরা বিধান দিয়েছেন—"বহু-গ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনম্।" দার্শনিক যাঁরা (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে বলছি) তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কাছে শ্রীমদ্‌ভাগবত শুধু যে দর্শনশাস্ত্র হিসাবেই সব চাইতে বড় প্রামাণিক গ্রন্থ তা নয়, তত্ত্বনির্ণয় ও কাব্যসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাও শ্রীমদ্‌ভাগবত। সুতরাং আদর্শস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত যেমন, প্রতিচ্ছবি-স্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কাব্যও তেমনি কাব্য-দর্শন-তত্ত্ব-সম্মেলন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের কাব্য-সম্পদ্ ধনী করেছে বৈষ্ণব-কাব্যকে, শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রামাণ্য গৃহীত হয়েছে দর্শনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে, শ্রীমদ্-ভাগবতের সিদ্ধান্তে বিধৃত আছে তত্ত্বনির্ণয়ের শেষ কথা। তত্ত্বদর্শন-কাব্যের ত্রিবেণীর জোয়ারে ভেসে এসেছে বৈষ্ণব-কাব্যের পুষ্পগুলি—পুণ্য হয়েছে ত্রিবেণীসঙ্গমে। তাই বৈষ্ণব-কাব্যের যথাযথ রসাস্বাদনেচ্ছুর উচিত হবে এই ত্রিবেণীর স্বাদু-নীর পান ক'রে জানার পিপাসা নিবারণ করা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ত্রিবেণীর তিনটি ধারা কি? দর্শনের ধারা, সাহিত্যের ধারা ও অলঙ্কারের ধারা। দর্শনের ধারার কথাই আগে উল্লেখ করা উচিত। বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্রের বহু

শ্রীমদ্‌ভাগবতের চরম প্রামাণ্য

ভাষ্য আছে কিন্তু তার কোনোটিই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন-বাদীর অভিমত নয়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেছেন—

"যদি সর্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং কৃতং, তদবলোকনেনৈব সর্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্ত-গূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্।"

—তত্ত্বসন্দর্ভ

—"সর্ব-বেদ-পুরাণের অর্থনির্ণয়ের জন্য ভগবান ব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেছেন, সুতরাং ব্রহ্মসূত্র দর্শনেই সমস্ত অর্থের নির্ণয় করা উচিত— এ কথা যদি কেউ বলেন, তাহ'লে সেকথা অন্য সূত্রকার মুনির অনুগত জনেরা মানবেন না। আর যদি মেনেই নেন, তাহ'লেও অত্যন্ত গূঢ়ার্থ ও অল্পাক্ষর সেই সূত্রগুলির অন্য কোনো অর্থ যদি আর কেউ উদ্ভাবিত করেন তাহ'লে সে ক্ষেত্রেই বা সমাধান কি?"

বলা বাহুল্য 'সর্ব-বেদ-পুরাণের অর্থ ব্রহ্মসূত্রে আছে' এমন কথা শ্রীজীবগোস্বামীর পক্ষেও অতিশয়োক্তিতে দাঁড়িয়েছে। জৈমিনির বারো অধ্যায়ে হাজার অধিকরণের গ্রন্থের কথা শ্রীজীবগোস্বামীর কেন মনে পড়েনি, আশ্চর্য! জৈমিনির এই গ্রন্থে কৃৎস্ন বেদার্থ বিচারিত হয়েছে—বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র অবশিষ্ট-বেদার্থ-নির্ণায়ক।

শ্রীজীবগোস্বামী-প্রমুখ বৈষ্ণব জনের মতানুসারে এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন, বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃতার্থ-প্রকাশক হিসাবে যার চরম প্রামাণ্য। সেই চরম প্রামাণ্য আছে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতে—

—"তদেব সমাধেয়ং যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়-সর্ব-বেদেতিহাসপুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ। সত্যমুক্তম্। যত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তি-ভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভবতা।" —তত্ত্বসন্দর্ভ

—"সমাধান আছে। যদি পুরাণলক্ষণ-সম্পন্ন, অপৌরুষেয়, সর্ব-বেদ-ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতির সারভূত-অর্থস্বরূপ কোনো একটি

মাত্র গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রকে উপজীব্য ক'রে সম্পূর্ণরূপে বিদিত থাকে, তাহ'লে! সত্যকথা—এইজন্যই আমাদের অভিমত সর্ব-প্রমাণের চক্রবর্তিভূত শ্রীমদ্‌ভাগবত উদ্ভাবিত হয়েছে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শব্দ-প্রামাণ্য এত বেশি যে, ভাগবতের কোনো শ্লোকের উদ্ধৃতির পরে যদি অন্য কোনো গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়, তাহ'লে জেনে রাখতে হবে যে পরবর্তী শ্লোকটি গ্রন্থকারের মতের সপক্ষে দেয়া হয়েছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রামাণ্যকে দৃঢ় করবার জন্য নয়—

"অত্র চ স্বদর্শিতার্থবিশেষপ্রামাণ্যায়ৈব, ন তু শ্রীমদ্‌ভাগবতবাক্য-প্রামাণ্যায় প্রমাণানি শ্রুতি-পুরাণাদিবচনানি যথাদৃষ্টমেবোদাহরণীয়ানি।" —তত্ত্বসন্দর্ভ

—"এস্থলে গ্রন্থকার কর্তৃক দর্শিত স্বীয় মতের অনুকূলে বিশেষভাবে প্রমাণ স্থাপনার জন্যই যথাদৃষ্ট শ্রুতিপুরাণাদিবচন উদাহর্তব্য, শ্রীমদ্‌ভাগবতের বাক্যকে প্রমাণিত করবার জন্য নয়।"

এমন কি ভাগবতের কোনো ভাষ্য যদি তাঁদের সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যাত না হয়, তাহ'লে সে ভাষ্যের কোনো প্রামাণ্য স্বীকৃত হবে না। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যে যে যে অংশে শুদ্ধ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নেই, সেই অংশগুলি ঠিক এই কারণেই পরিত্যাজ্য।

—"শ্রীধরস্বামিচরণানাং শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা চেত্তর্হি যথাবদেব বিলিখ্যতে।" —তত্ত্বসন্দর্ভ

—"শ্রীধরস্বামিপাদগণের ব্যাখ্যা যদি শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগতা হয় তাহ'লেই যথাবৎ লিখিত হবে।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত স্বয়ং বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য-স্থানীয়, সুতরাং যে ভাষ্য বেদান্তভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুগত তাই গ্রহণীয়, অন্য কিছু নয়।

"পূর্বং সূক্ষ্মত্বেন মনস্যাবির্ভূতং, তদেব সংক্ষিপ্য সূত্রত্বেন পুনঃ প্রকটিতং, পশ্চাদ্ বিস্তীর্ণত্বেন সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতম্। তস্মাৎ তদ্‌ভাষ্য-ভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং তদনুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে।" —তত্ত্বসন্দর্ভ

—"পূর্বে সূক্ষ্মরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত, পরে সংক্ষিপ্ত হ'য়ে সূত্ররূপে পুনরায় প্রকটিত, শেষে বিস্তীর্ণরূপে সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপে প্রকাশিত, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধভাষ্যরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতই যখন বর্তমান আছে তখন অন্য সকলের অর্বাচীন ও স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্য যদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুগত হয়, তাহ'লেই আদরণীয়, অন্যথায় নয়।"

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই চরম ও পরম গ্রন্থ। অন্য কোনো গ্রন্থ, ভাষ্য বা টীকা কিংবা গ্রন্থাদির অংশবিশেষ যদি শ্রীমদ্‌ভাগবতের পদানুসরণ করে, তাহ'লেই তার প্রামাণ্য স্বীকার্য। রূপ-সনাতন-কৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-সজ্জনের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে। বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য শ্রীজীবগোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে এই গ্রন্থে সুবিস্তীর্ণ আলোচনা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত যেখানে একমাত্র চরম প্রামাণিক গ্রন্থ, সেখানে প্রামাণিক হিসাবে অন্যান্য গ্রন্থের তেমন অপেক্ষা নেই। অন্যান্য গ্রন্থের অবস্থিতির তাৎপর্য শুধু শ্রীমদ্‌ভাগবতের দার্শনিকতার দুরূহ স্থান-গুলিকে ব্যাখ্যা ইত্যাদি দ্বারা প্রাঞ্জল-করণে। সুতরাং দর্শনের ধারা বলতে ব্রহ্মসূত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের কতখানি উপজীব্য তাই দেখানো এবং গৌড়ীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি—সেটুকু বলা।

দর্শনের এ তত্ত্বটুকু না জানলে বৈষ্ণব-কাব্যের দার্শনিকতা সম্বন্ধে মনের পক্ষে সচেতন থাকা সম্ভব নয়। পুরাণে আছে, ত্রিবিক্রমের প্রথম পদপাতে জিত হ'ল পৃথিবী ও পাতাল, দ্বিতীয় পদপাতে অধিকৃত হ'ল দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরীক্ষ, কিন্তু তৃতীয় পদের স্বীকৃতি কোথায়, দানবীর ভক্ত গ্রহণ করলেন স্বীয় মস্তকে। বৈষ্ণব-সাহিত্য-সরস্বতী যদি এসে মূর্ত হতেন বৈষ্ণব-কাব্য-রসিকের সামনে, তাহ'লে তাঁর কাব্যসুষমায় আমাদের নিত্যকার গৃহাঙ্গন হ'য়ে উঠত পদ্মবন, তাঁর ভক্তিরস-মধুরিমায় আমাদের মানস-মরাল পাখা ছড়াত

দিগন্ত-ব্যাপী আকাশে, আর দর্শনপুণ্যে জ্ঞানদীপ্তিতে উদ্ভাসিত হ'ত তাঁরই মহিমা বোদ্ধার চিত্তে।

বৈষ্ণব-কাব্যকে যদি প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহ'লে, বাস্তবিকই তার মেরুদণ্ড হবে এই দর্শন। এ মেরুদণ্ড যদি না থাকত, বৈষ্ণব-সাহিত্য তার সমস্ত কাব্য-সুষমা ও তত্ত্ব-সৌষ্ঠব নিয়ে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারত না। কাব্য তো শুধু কাব্য নয়, জীবনের গভীরতম সত্তার সুষমাময়ী বাণীর প্রতিমূর্তি সে। আর জীবনও এলোমেলো, খাপছাড়া খেয়াল নয়, অনন্তের সূত্রে গ্রথিত একটি মণিমাত্র সে। নিজের জ্যোতিটুকু নিয়েই তৃপ্ত বা পূর্ণ কোনো প্রাণ হ'তে পারে না, সমগ্র বিশ্ব-সুষমার সামঞ্জস্যের মধ্যে একটি স্থান নিয়েই সে পরিপূর্ণ। আর এই পরিপূর্ণতা কিছুতেই সম্পন্ন হ'তে পারে না, যদি না সকল প্রচেষ্টার তলে থাকে একটি সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তি। তাই কাব্যরসের সুষমা ও সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে আনতে হয় কাব্যকারের জীবনদর্শন।

দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব। অন্যান্য আলঙ্কারিকের রস 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর', কিন্তু বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের রস ব্রহ্মাস্বাদ স্বয়ং। বৈষ্ণবের কাব্য ও দর্শন দুটি সমান্তরাল রেখা নয় বরঞ্চ দুটি রেখার অন্তরাল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে কালে লোপ পেয়েছে রসতত্ত্বের মিলনবিন্দুতে। বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব যেমন বৈষ্ণব-কাব্যের, তেমনি বৈষ্ণব-দর্শনেরও প্রাণবস্তু।

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব

বৈষ্ণব-দর্শনের পরম-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, পরমপুরুষার্থ বা প্রয়োজন তৎপ্রেমসুখ, পরম অভিধেয় লীলাদিশ্রবণলক্ষণ-ভজন—

"ইহ সম্বন্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মানন্দাদপি প্রকৃষ্টো রুচির-লীলা-বিশিষ্টঃ শ্রীমান্ অজিত এব। স চ পূর্ণত্বেন মুখ্যতয়া শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞ এবেতি শ্রীবাদরায়ণ-সমাধৌ ব্যক্তীভবিষ্যতি। তথা প্রয়োজনাখ্যঃ পুরুষার্থশ্চ তাদৃশ-তদাসক্তিজনকং তৎপ্রেমসুখমেব। ততোঽভিধেয়মপি তাদৃশ-তৎপ্রেম-জনকং তল্লীলাশ্রবণাদিলক্ষণং তদ্‌ভজনমিত্যায়াতম্।" —তত্ত্বসন্দর্ভ

—"ব্রহ্মানন্দ থেকেও প্রকৃষ্ট রুচিরলীলাবিশিষ্ট শ্রীমান্ অজিত বিষ্ণু এস্থলে সম্বন্ধি-তত্ত্ব, পূর্ণ ও মুখ্যরূপে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ-সংজ্ঞ—একথা বাদরায়ণ-সমাধিতে ব্যক্ত হবে। প্রয়োজনাখ্য পুরুষার্থও সেই প্রকার ভগবদাসক্তিজনক ভগবৎপ্রেমসুখ। অভিধেয়ও সেই প্রকারই ভগবৎপ্রেমজনক ভগবল্লীলাদিশ্রবণলক্ষণ ভগবদ্ভজন।"

বৈষ্ণব-কাব্যেরও পরম উপজীব্য শ্রীকৃষ্ণ, পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম-সুখ, পরম অভিধেয় কৃষ্ণলীলাদিশ্রবণরূপ ভজন। বৈষ্ণব-দর্শনের রসবস্তু একটি তত্ত্ববিশেষ, বৈষ্ণব-কাব্যের তত্ত্ব-বস্তুই রস। বৈষ্ণবীয় রস-তত্ত্বের তুলাদণ্ডের দুটি কোটি বৈষ্ণব-দর্শন ও কাব্য। রসতত্ত্বের সূত্র অনুস্যূত হ'য়ে আছে কাব্যে ও দর্শনে সমানভাবে। বৈষ্ণবের রস-রসাল-তরুচ্ছায়ায় বামে সুন্দরী কবিতা, দক্ষিণে সৌম্য দর্শন। সুতরাং রসতত্ত্বই বৈষ্ণব-কাব্যদর্শনের গোড়ার কথা, প্রধান বস্তু। বৈষ্ণবীয় রসের স্বরূপ না জানলে বৈষ্ণব-কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব কি, অন্যান্য আলঙ্কারিকের রস-লক্ষণের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় রস-লক্ষণের পার্থক্য কি, বৈষ্ণবীয় রস-নির্বাহ-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে কিনা, থাকলে সে অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কি—জানা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব-কাব্যের দার্শনিক ভিত্তি

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের সঙ্গে বৈষ্ণবেতর আলঙ্কারিকগণের প্রধান যে প্রভেদ—অর্থাৎ অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা রসকে যেখানে বলেছেন ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর, বৈষ্ণবেরা রসকে সেখানে বলেছেন ব্রহ্মাস্বাদ স্বয়ং—এই যে মানস দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য—এই পার্থক্য বৈষ্ণব-কাব্যের অন্তঃস্ফূর্তি বা rhythm-কে একটি স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। ভোগ-রন্ধনের উপকরণ ও দৈনন্দিন রন্ধনের উপকরণ যে স্থলে এক, সে স্থলেও প্রসাদের গন্ধে ও স্বাদে এক অননুভূত বৈলক্ষণ্য থাকে। এ বৈলক্ষণ্যকে অস্বীকার করা চলে না, কারণ স্বপক্ষে আছে অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে এই বৈলক্ষণ্য বা স্বাতন্ত্র্য

অনেকটাই মানস-গম্য। কামিনীর কবরীতে অর্পিত কুসুমের সৌন্দর্য ও দেবতার পাদপীঠে অর্পিত কুসুমের সৌন্দর্য তুল্য নয়। কোন্ সৌন্দর্য রমণীয় বা মহীয়ান্ সে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু দুটি সৌন্দর্যের আবেদন যে বিভিন্ন, এ কথা অনস্বীকার্য। বিভিন্নতার কারণ পূর্ব সংস্কার। রমণী-কেশের কুসুমে যে সংস্কার উদ্দীপিত হয়, দেবচরণার্পিত-কুসুম-দর্শনে সে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় না। সহৃদয়-হৃদয়-ঘটিত বিবিধ-সংস্কারবশত একই বহির্বস্তু বিচিত্রভাবে প্রতিভাত হ'য়ে বিচিত্র সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই বৈষ্ণব-কাব্যের প্রেমের কবিতা সাধারণ কাব্যের প্রেমের কবিতা থেকে ভিন্নধর্মা। সুতরাং তার rhythm বা অন্তঃস্ফূর্তিও স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।

বৈষ্ণব-কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য সমতানতা (harmony)। বিভিন্ন পদকার বিভিন্ন সময়ে জন্মেছেন, বিভিন্ন পদ রচনা করেছেন; কিন্তু সমস্ত পদকারের পদাবলীই এমন একটি ভাবধারার সমসূত্রে গ্রথিত যে কোনো পদকেই সম্পূর্ণ পৃথক্ ক'রে ফেলা যায় না, সমগ্র পদাবলীর একটি সুষমাময় সৌন্দর্যে একটি পদ বা পদাংশের যথার্থ সৌন্দর্য প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে। সমুদ্রের বীচিভঙ্গ যেমন একের পর একটি, একটির পর আরেকটি—এমনিভাবে এসে বিরাট্ ও গম্ভীর সমুদ্রের সমগ্র রূপকে প্রকাশিত করে, পদাবলীর বিরাট্ ও গম্ভীর রূপও তেমনি ধরা পড়ে সমশ্রেণীর পদ ও ভাবের একের পর আরেকটির আরোহ ও অবরোহে। বিরাট্ মহীরুহের সমগ্র সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে কোটি কোটি শাখা-উপশাখা-পত্রাবলী। শতলক্ষ-কিরণ-সূচীর দীপ্তিতে চিন্তামণি সুদীপ্ত। পুষ্প-মালার মাধুরী একটি পুষ্পে থাকে না। পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি, পদামৃত-মাধুরী ইত্যাদি নামগুলিও তাই সার্থক।

পদাবলীর সমতানতা

বৈষ্ণব-কাব্য সম্বন্ধে আরেকটি কথা—সংস্কৃত সাহিত্য থেকে

উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া তার অজস্র ঐশ্বর্য। সংস্কৃত সাহিত্যের মণি-মাণিক্য বৈষ্ণব-কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে দীপ্যমান। এগুলি লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন গ্রাম্য বা চল্‌তি প্রবাদ যেগুলি বৈষ্ণব-কাব্যে স্থান পেয়েছে। বৈষ্ণব-কবিতার ছন্দে যে বৈচিত্র্য ও চমকপ্রদ নূতনত্ব আছে তাও লক্ষ্য করা উচিত। বৈষ্ণব-পদকারেরা অনেকেই গায়ক ছিলেন, সুতরাং কীর্তনের তালের প্রভাব ছন্দো-বিন্যাসে পড়েছে কতখানি, তাও বিচার্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব

দর্শন, অলঙ্কার ও সাহিত্য—এই ত্রি-ধারার মধ্যে মধ্যধারা, অর্থাৎ রসতত্ত্ব বা অলঙ্কারের ধারা সর্বাগ্রে আলোচ্য। রসতত্ত্বই গভীর হ'য়ে নেমেছে দর্শনের গহনতায়, আর মধুর হ'য়ে ফুটেছে কাব্যের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যে। সুতরাং বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্বের কথাই আগে আলোচনা করা উচিত।

বর্তমান নিবন্ধে সমীক্ষার রীতি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমত, বর্তমান প্রবন্ধে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবৈষ্ণবের পক্ষে এটি কঠিন কাজ। বিংশ শতাব্দীর সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে ভারতীয় সনাতন অধ্যাত্মবিদ্যা বা ধর্মের স্থান নাই। বর্তমান যুগের রুচি ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য-বোধ আছে, সে বোধ নিয়ে বৈষ্ণব-সাহিত্য বিচার করা চলে না। আধুনিক যুগের মানুষ চায় নীতিবোধ নিয়ে ধর্ম-বিচার করতে, সামাজিক উপযোগিতা নিয়ে বাঁধতে চায় অধ্যাত্ম-প্রেরণাকে। নীতি এবং সামাজিক উপযোগিতার মানদণ্ডে মাপা হয় মহাপুরুষের উচ্চতা। অথচ একথা অনস্বীকার্য যে অধ্যাত্ম-প্রেরণার গভীরতায় পৌঁছতে পারে না নৈতিক ঘটিযন্ত্র, সামাজিক উপকারিতার তুচ্ছতায় পর্যবসিত হয় না মহাপুরুষ-চরিত্র। মহাপুরুষ-চরিত্রের তাৎপর্য সামাজিক উপকারিতায় নয়। সমাজ হয়তো উপকৃত হ'তে পারে

সমীক্ষারীতি

তাঁদের কাছ থেকে, কিন্তু মহাপুরুষ-জনের আত্ম-বিকাশ বা আত্মোপলব্ধির প্রেরণা অন্য। প্রেরণার গভীরতা ও আন্তরিকতাই তাঁদের চরিত্র নির্ণয়ের মানদণ্ড, অন্য আর কোনো কিছু নয়। সুতরাং বিচারের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গেলে তাঁদের ভাবে অনুপ্রাণিত হ'তে হবে। তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হ'লে তাঁদেরই পন্থা অনুসরণ করতে হবে। শৈলভূমির উচ্চতা নির্ধারণ করতে হ'লে জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে অঙ্ক ক'যে সঠিক সিদ্ধান্তে হয়তো পৌঁছনো যায়, কিন্তু তাতে বুদ্ধিই গর্বিত হয় মাত্র, হৃদয় তৃপ্ত হয় না। শৈলভূমির উচ্চতার মহত্তা জানতে হ'লে সেখানে পৌঁছনো প্রয়োজন। অনুমান নয়, অনুভূতির প্রত্যক্ষ দৃঢ়তা চাই। এই জন্য বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যান ব্যাপারে যথাসাধ্য বৈষ্ণব-গ্রন্থেরই সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং যেহেতু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই চরম প্রামাণিক গ্রন্থ, সেহেতু শ্রীমদ্‌ভাগবত-ধৃত শ্লোকেরই চরম প্রামাণ্য স্বীকার করেছি। অন্যান্য যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে, সেগুলিও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুগামী। উচিত বিবেচনায় কোনো কোনো স্থানে আপন মনোমত ব্যাখ্যাও করেছি। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের রসনির্বাহণ-প্রণালী ব্যাখ্যানকালে নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি এবং সেগুলির সাহায্য গ্রহণ করেছি বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন-প্রসঙ্গেই।

আলোচ্য বিষয়বস্তু

বৈষ্ণবীয় রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যার অংশকে প্রথমত দু' অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশের নাম পূর্বকল্প। এই অংশে প্রাচীন সংস্কৃত রসতত্ত্ববাদী আলঙ্কারিকগণের রস-বাদে—বিশেষ ক'রে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের একটি পংক্তিকে কেন্দ্র ক'রে যে চারটি রসবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে—রসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যার যে বৈশিষ্ট্য, তাই আলোচিত হয়েছে।

উত্তর-কল্পে বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে প্রথমেই ভক্তিরসের স্থাপনা এবং ভক্তিভাবের ও ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। ভক্তির দুটি দিক্ আছে—একটি রাগানুগা, আরেকটি রাগাত্মিকা। রাগানুগা ভক্তি-রসিক কবি যাঁরা, তাঁরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে রেখে গেছেন তাঁদের সাধনানুভূতির বিচিত্র সুন্দর অভিব্যক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি শুধ্ ব্রজজনের, যাঁরা সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীভগবানের লীলাকালের সঙ্গি-সঙ্গিনী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যে এই উভয় ভক্তিই দৃঢ় আশ্রয় পেয়েছে; একদিকে যেমন তিনি ভক্তরূপে প্রতীত হন, আরেকদিকে তেমনি তিনি ভগবান্‌রূপে অঙ্গীকৃত হ'য়ে থাকেন। তাই চৈতন্যোত্তরকালে বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপর তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। শেষের দুটি অধ্যায়ে রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির মূলস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়-বস্তুর আলোচনা করতে হয়েছে। বৈষ্ণবীয় রসস্বরূপের অলৌকিকত্বের বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব-কাব্য-রসাস্বাদনেও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে; এই বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে কিভাবে স্ফূর্তিলাভ করেছে এবং তুলনায় সাধারণ কাব্য-রসাস্বাদনার তারতম্য কিভাবে প্রকটিত হয়েছে,—তারই বিবরণ শেষপূর্ব অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

শেষের অধ্যায় সম্বন্ধে একটি কথা এই যে প্রেমরস সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যম-লীলার অষ্টম অধ্যায়ের রায়-রামানন্দ-চৈতন্য-সংবাদের অংশটুকু ভিত্তি-স্বরূপ নিয়েছি। তার কারণ প্রথমত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" বৈষ্ণবের একটি অতি উপাদেয় প্রামাণিক গ্রন্থ, দ্বিতীয়ত এতে রসের ক্রমটি চমৎকার দেখানো হয়েছে। রায়-রামানন্দ-চৈতন্য-সংবাদকে ভিত্তি ক'রে এবং আরো বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছি এবং পরিশেষে প্রেমবিলাস-বিবর্তের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অনুপন্থী একটি সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে

অধ্যায়টি শেষ করেছি। শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গানুরোধে প্রকট-অপ্রকট-লীলাবিষয়ে শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতদ্বৈধ নিয়ে আলোচনা করেছি।

বৈষ্ণবীয় প্রেমরস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই তদুচিত প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। রামানন্দ-চৈতন্যের সংবাদের ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে বিচার বর্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত, আমি শুধু তার তাত্ত্বিক সত্যতা নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রেমরস সিদ্ধরস, সুতরাং সিদ্ধরসের আলোচনাই এই অধ্যায়ে আছে।

প্রসঙ্গের অবতারণার পর যথাক্রমে উত্তরোত্তর মহিমা-জ্ঞাপিনী ভক্তির বিভিন্ন স্তরগুলি দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভক্তিরস সাধ্যরস, তদাস্বাদ্য বস্তু সিদ্ধবস্তু, সেই সিদ্ধবস্তু রস-স্বরূপ। সাধকের সাধনা ও শক্তির তারতম্যের উপরে ভক্তিরসাস্বাদের তারতম্য নির্ভর করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধ্যরসের আলোচনা করা হয়েছে। যে যে স্থলে সাধ্যবস্তুর তারতম্য উক্ত হয়নি, সে সে স্থলে তারতম্য উহ্য আছে এ কথা মনে ক'রে নিতে হবে—কেননা সাধকের বৈশিষ্ট্য বা সাধনার বৈশিষ্ট্য উক্ত হ'লেই সাধ্য রস বা বস্তুর বৈশিষ্ট্যও ব্যঞ্জিত হ'য়ে থাকে। যথোত্তর উত্তমা ভক্তির বিবিধ সংজ্ঞা যথাক্রমে—সকাম বৈধী ভক্তি, নিষ্কাম বৈধী ভক্তি, স্বধর্মত্যাগিনী ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও জ্ঞানশূন্যা ভক্তি। বৈধী ভক্তির সীমা এই পর্যন্ত। তারপরেই এসে পড়ে প্রেমভক্তি যার উত্তরোত্তর উত্তম স্তর যথাক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর প্রেমভক্তিরও তারতম্য আছে, গোপীপ্রেম শ্রেষ্ঠ প্রেম। প্রেম শব্দটি বৈষ্ণবেরা একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন—তাই গোপীপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রেম-শব্দটির ব্যাখ্যা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে প্রেমের গভীরতার উপর সাধারণী-সমঞ্জসা-সমর্থা নামক প্রেমিকার শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হয়েছে। সমর্থা রতিই গোপীপ্রেম।

গোপীপ্রেমের আলোচনাকালে স্বকীয়াত্ব ও পরকীয়াত্ব-বাদ,

পরকীয়াত্ব-সিদ্ধান্ত, বিবিধ ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য এবং রাধাপ্রেমের পরকাষ্ঠা ও তত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

রাধাপ্রেমের পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণগত। রাধাকৃষ্ণগত প্রেমকে বলা হয় প্রেমরস। এই প্রেমরস ভগবৎস্বরূপ দিব্যরস বা অপ্রাকৃত রস। কিন্তু অপ্রাকৃতরসেও প্রাকৃতরসের প্রতিফলন ঘটেছিল মর্ত্ত্য-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণলীলায়। এরই নাম প্রেমবিলাস-বিবর্ত। প্রেমরসের সঙ্গে প্রেমবিলাসবিবর্তের পার্থক্য এবং পরিশেষে দিব্য প্রেম ও মর্ত্ত্য প্রেমের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়ে উত্তরকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

রসের উপকরণ

রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব—এ দুটি বিভাগের সৃষ্টি করেছেন বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা। অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা এ কথা বলেননি। তাঁদের মতে অলৌকিকত্ব রসের স্বরূপ, বহিরাবরণ বা পরিচ্ছদ নয়। রসনির্বাহপ্রণালীই তার প্রমাণ। প্রশ্ন উঠতে পারে ভাগবত প্রেমরসকে অলৌকিক আখ্যা দিয়ে, তথাকথিত মানবীয় প্রেমরসকে লৌকিক আখ্যা দিয়ে আলঙ্কারিকেরা রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব নামে এই যে দুটি বিভাগের সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে কতখানি যৌক্তিকতা আছে। ভেঙে বলতে গেলে প্রশ্ন এই যে অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের রসলক্ষণ থেকে বৈষ্ণবীয় রসলক্ষণের পার্থক্য কি এবং বৈষ্ণবীয় রস-ব্যাখ্যায় নূতনত্ব আছে কিনা, থাকলেও কি ভঙ্গিতে তার অভিব্যক্তি? কিন্তু তারও আগে কিছু কথা আছে।

রসের বিচার-প্রসঙ্গে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হবে; শব্দগুলি—বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব। শব্দগুলির যথার্থ শক্তি ও অর্থ, অর্থাৎ শব্দগুলি কতখানি অর্থ প্রকাশ করতে পারে এবং কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে—জানানো আবশ্যক। যদিও প্রত্যেক অলঙ্কারগ্রন্থেই এ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা আছে, তবু বিচার্য বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এখানেও শব্দগুলির পারিভাষিক অর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

বিভাব

হৃদয়ের ভাবগুলি বিকশিত হ'য়ে ওঠে কোনো একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে, এ তো স্বসংবেদ্য সত্য। প্রায় সর্বত্র বস্তু বা ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বাহ্য। আন্তর-প্রতিমা যেখানে ধ্যানে মূর্ত হ'য়ে চিত্তকে বিকশিত ক'রে তোলে, সেখানেও ধ্যান-প্রতিমা চিত্ত থেকে বিভিন্ন। পূর্বানুভূত কত সূক্ষ্ম

অনুভূতি মানুষের মনে অবচেতনের বা স্তিমিতচেতনের স্তরে স্তরে গোপন হ'য়ে থাকে, নির্বাপিত থাকে তাদের দীপ্তি। আগুন যেমন দীপ্তি পেতে থাকে ইন্ধনকে আশ্রয় ক'রে, উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে নিশীথের অন্ধকার পরিবেশে, তেমনি সুপ্ত অনুভূতিগুলিও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে কিছুকে অবলম্বন ক'রে, উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে বিশেষ পরিবেশে। সেই অবলম্বিত বস্তু বা ব্যক্তির এবং উদ্দীপক বিশেষ পরিবেশেরই পারিভাষিক সংজ্ঞা "বিভাব"। বিভাবই সুপ্তকে করে জাগ্রত, লুপ্তকে করে উদ্ধৃত, মুদ্রিতকে করে বিকশিত, গোপনকে করে প্রকাশিত, সূক্ষ্মকে করে ব্যক্ত। 'বিভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। নিরাকার যার বলে হ'য়ে ওঠে সাকার প্রত্যক্ষ, অবিশেষ হ'য়ে ওঠে বিশিষ্ট ভাবায়িত —তারই নাম বিভাব।

"বিভাবয়ন্তীতি বিভাবাঃ"—অর্থাৎ স্তিমিত বা সূক্ষ্ম বাসনা যার বলে প্রখর বা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—তারই নাম বিভাব। অগ্নিপুরাণে আছে—

"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে ;
বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥"

—রতি প্রভৃতি ভাব যাকে অবলম্বন ক'রে এবং যে পরিবেশে উদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপিত হয়, তারই নাম যথাক্রমে আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাব।

স্বর্ণহার সুন্দর, মণিমালাও সুন্দর, সোনাতে মণিতে মেলানো হার আরো সুন্দর, এবং গঠন-কারুকার্যে স্বর্ণহারও মণিমালার দ্যুতি বিকিরণ করে। অনুরূপভাবে শুদ্ধ আলম্ব বিভাব নিয়ে রচিত কাব্য সুন্দর, শুদ্ধ উদ্দীপনবিভাব নিয়ে রচিত কাব্যও সুন্দর, আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাব যে কাব্যে সমান, সে কাব্যের সৌন্দর্য আরো অপূর্ব। কবির শক্তি-নৈপুণ্যে একটি বিভাবেও অন্য-বিভাবের সৌন্দর্য বাঞ্ছিত হ'য়ে ওঠে।

যথাক্রমে উদাহরণ—

প্রথমে—শুদ্ধ আলম্বন-বিভাবের—

"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো—
তোমা ছাড়া এ জগতে মোর
কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও—
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝারে
আর কিছু নাহি চাই গো"

মায়ার খেলা—রবীন্দ্রনাথ

—এ স্থলে আলম্বন-বিভাব প্রিয়তম।

শুদ্ধ উদ্দীপন-বিভাবের—

"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়।
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়,
কোন কুসুমের আশে কোন ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।"

গান—রবীন্দ্রনাথ

এ স্থলে উদ্দীপন-বিভাব শরত-তপন প্রভৃতি। আলম্বন-বিভাবের কোনো রূপ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। যদিও অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে উপরে উদ্ধৃত কাব্যাংশটি কোনো রস-পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, কারণ এস্থলে ঔৎসুক্যরূপ সঞ্চারিভাবের ব্যঞ্জনা আছে মাত্র, তাহ'লেও প্রত্যক্ষীভূত কাব্য-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাবের মিশ্রণ—

"হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা
মিনতি বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায় ক্ষণে
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।"

গান—রবীন্দ্রনাথ

এ স্থলে উদ্দীপন বর্ষা, আলম্বন প্রিয়া।

আলম্বনে উদ্দীপনের ব্যঞ্জনা—

"সুখে আছি সুখে আছি। সখা আপন মনে।
মন চেয়োনা শুধু চেয়ে থাক শুধু
ঘিরে থাক কাছাকাছি।
মধুর জীবন মধুর রজনী মধুর মলয় বায়,
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রেম
আপনারে সঁপিয়াছি।"

মায়ার খেলা—রবীন্দ্রনাথ

এখানে আলম্বন-বিভাব নায়ক আত্মপ্রেমমত্তা নায়িকার কাছে উদ্দীপন-বিভাবে রূপান্তর পেয়েছে। অন্যভাষায় বলতে হ'লে—নায়কের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নায়িকার মানস-আকুলতা, গহনে মিশে গেছে।

উদ্দীপনে আলম্বনের ব্যঞ্জনা—

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়
আকুল করেছে শ্যাম-সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"

ক্ষণিকা—রবীন্দ্রনাথ

এখানে উদ্দীপনবিভাব রূপান্তরিত হয়েছে আলম্বনবিভাবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে ঋতু-পরিবেশের উদ্দীপনবিভাব কবির কল্পনা-সংহতিতে এক অখণ্ড মানব-সত্তাতে ঘনীভূত হয়েছে, উদ্দীপনের ভাব-বাষ্প আলম্বনের দৃঢ় আশ্রয়ে পরিণত মূর্তি গ্রহণ করেছে।

অনুভাব

বিভাবের পরেই আসে অনুভাবের কথা। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে দেহ আর মনের বিকাশই হচ্ছে জীবন। দেহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি অনুযায়ী মনও বিকশিত হ'য়ে ওঠে। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাবসংঘাতের বৈচিত্র্য ও সৌক্ষ্ম্য দেখা দেয়। সেই বিচিত্র ভাবৈশ্বর্য নিয়ে আত্ম-সমাহিত হ'য়ে থাকতে কেউই পারে না। চিত্ত সংক্রামিত হয় দেহে, অঙ্গে অঙ্গে হ'তে থাকে হৃদয়াবেগ-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি। এই ভাবকে লক্ষ্য ক'রে কবি বলেন—

"আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি',
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে
পড়ে ঠিকরি'।"

উৎসর্গ—রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণব-কাব্যের নবানুরাগিণীও আপনাকে গোপন রাখতে পারে না—

"মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন বাধা॥

ভাবে ভরল তনু পুন পুন কম্পিত
পুন পুন শ্যামরী গোবি।
পূছত পুন পুন দীগ নেহারত
ভূমে শুতয়ে পুন বেরি।"

—পদামৃতমাধুরী (প্রথম খণ্ড)

"চৌদিগে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি কহই না পারিয়ে
কাঁপে বিগলিত হই বন্ধ।
সুন্দরি কী ফল পরিহরি বাড়ি।
শ্যাম সুনাগর গোপত প্রেমধন
তুহুঁ লুঁ ছিন মহা ঝাঁড়ি
এ তুয়া হাস বদন পরকাশই
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাজি।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ আজি"।

—পদামৃতমাধুরী (প্রথম খণ্ড)

আত্মসমাহিত হ'য়ে থাকতে পারে না কেন—এ এক রহস্য! যেন এক অন্তর্লীনা দৈবী নির্দেশনায় প্রত্যেক বস্তুই চায় স্ব-ভাবের প্রকাশ—

" 'কেন এ কে জানে'—এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে;
তাইতো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে,
বসন্তের নানা ফুলে গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণ গানে,
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে॥
কেন এ কে জানে এত বর্ণ-গন্ধ রসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমা ছাবি রূপের গৌরবে পরকাশ।"

বনবাণী—রবীন্দ্রনাথ

আত্ম-ভাবের এই বিপুল প্রকাশে—"অন্যের দৃষ্টির গোচরীভূত হোক, অন্যের অনুভবের বিষয়ীভূত হোক"—এমন একটি প্রত্যক্ষ ও প্রকট ইচ্ছা হয়তো থাকে না, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এই বিপুল প্রকাশের ঐশ্বর্য অন্যেও ভোগ করে, তৃপ্ত হয় তার মাধুর্যে, বিদীর্ণ হয় তার প্রাখর্যে, ডোবে তার অতল গাম্ভীর্যে, লীলায়িত হ'য়ে ওঠে অসংখ্য বৈচিত্র্যে। স্বভাবের এই পর-স্বীকরণী শক্তির রূপায়ণকে বলা হয় 'অনুভাব'। সহজ ভাষায় চিত্তভাবের অনুযায়ী যে দেহের বিকার, তারই নাম অনুভাব—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ।"

—অনুভাবগুলি চিত্তস্থ ভাবগুলিকে বুঝিয়ে দেয়।—

"তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত
গোপনে মরে কত বাসনা॥······
পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পাবে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে মানে 'এও কি প্রেম জানে,
আমি তো এর পানে চাহিনি'॥"

গুপ্ত প্রেম—রবীন্দ্রনাথ

অনুভাবের কাজই এই—চিত্তস্থ ভাবগুলিকে প্রত্যক্ষ-গোচর করা। অতি সামান্য দেহ-বিক্রিয়া থেকে সুরু ক'রে দেহ-বিপর্যয় পর্যন্ত সমস্তই অনুভাবের সীমানার মধ্যে পড়ে। এক কথায় অনুভাবের স্বরূপই হচ্ছে ক্রিয়া বা গতি, মন থেকে দেহে তার চলাচল। মৃদু কম্পন থেকে তাণ্ডব নর্তন পর্যন্ত সমস্তই অনুভাব। অনুভাবেরও আছে নানান রূপ, নানান ছন্দ, নানান স্তর। কোনো কোনো আলঙ্কারিক এই সূক্ষ্ম ভেদগুলিকে আশ্রয় ক'রে সেগুলিকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করেছেন। রসার্ণব-সুধাকর, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, উজ্জ্বল-নীলমণি

ইত্যাদিতে অনুভাবের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট ক'রে দেখানো হয়েছে। উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব ত্রিবিধ—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। রসার্ণবসুধাকরের অনুভাব চতুর্বিধ—চিত্তজ, গাত্রজ, বাগারম্ভ ও সাত্ত্বিক। সরস্বতীকণ্ঠাভরণের অনুভাব পূর্বোক্ত সবগুলিকেই গ্রহণ করেছে। সাহিত্যদর্পণে অঙ্গজাদি অলঙ্কার, সাত্ত্বিক ভাব ও অন্যান্য চেষ্টা—অনুভাবের এই ত্রিবিধ বিভাগ। কাব্যপ্রকাশে অনুভাব এক —ভাবের বহির্বিকাশ মাত্র, তার কোনো বিশেষ বিশেষ বিভাগ নেই।

সাত্ত্বিক ভাবগুলি সংখ্যায় আট—

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

—সাত্ত্বিক ভাব আটটি—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, বেপথু, অশ্রু ও প্রলয়।

সাত্ত্বিক ভাবকে যাঁরা অনুভাবের মধ্যে ধরেন তাঁরা অন্যান্য অনুভাবের মত সাত্ত্বিক ভাবগুলিকেও "চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ" ব'লে মনে করেন। বাস্তবিকই এ হিসাবে সাত্ত্বিক ভাবগুলি অনুভাবেরই অবান্তর ভেদ।

কিন্তু যাঁরা সাত্ত্বিক ভাবগুলিকে অনুভাব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন, তাঁদের যুক্তি কি? শ্রীরূপগোস্বামী "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে বলছেন—চিত্ত যখন সত্ত্বভাবাপন্ন হ'য়ে নিজেকে প্রাণে অর্পণ করে, তখন প্রাণও বিকারপ্রাপ্ত হ'য়ে দেহকে বিক্ষুব্ধ করে। এইভাবে সঞ্জাত দেহ-বিক্ষোভগুলিকে সাত্ত্বিক ভাব বলে—

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মা- মুদ্ভটম্।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্॥"

—দক্ষিণ-নামক দ্বিতীয় বিভাগ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

সুতরাং সাত্ত্বিক ভাবগুলিতে চিত্ত ব্যবহিতভাবে দেহের বিকার জন্মায়, অনুভাবে জন্মায় সাক্ষাৎভাবে—এই প্রভেদ। তা ছাড়া

সাত্ত্বিক ভাবে একমাত্র সত্ত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না, অনুভাবে তা নয়—এও আর এক প্রভেদ।

লীলাদি স্বভাবজ ক্রিয়ার পিছনে যদিও সাধারণত কোনো বিশেষ কারণ থাকে না, তবু বয়োগুণাদি কারণ-বশত চিত্তের প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাবের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ ঘটে দেহে, লীলাবিলাস ইত্যাদি রূপে। অকারণ-খুসিতে আপনা হ'তেই যেন তাদের উৎপত্তি, মধুপান-বিমুখ নতুন প্রজাপতির সোনালি রৌদ্রে অকারণ-খুসিতে উড়ে বেড়াবার মত!

অঙ্গজ অলঙ্কারগুলির মধ্যে হাব ও হেলাকে অনুভাবে অন্তর্ভুক্ত করায় কোনো সংশয় জাগে না, কারণ স্পষ্টতই তারা প্রত্যক্ষ দেহ-বিকার। সংশয় আসে ভাব সম্বন্ধে। ভাবকে উজ্জ্বলনীলমণিকার অঙ্গজ অলঙ্কার নামক অনুভাবের অবান্তর ভেদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ভাবের লক্ষণ আছে—

"নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"

—নির্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া তারই নাম ভাব।

অর্থাৎ ভাব চিত্তবিক্রিয়ার প্রথম অবস্থা। অনুভাব কিন্তু "বহির্বিক্রিয়াপ্রায়ঃ"—সুতরাং মনের বিক্রিয়া অনুভাবের এলাকায় পড়ে না। অথচ ভাবকে অনুভাবের অবান্তর ভেদ অঙ্গজ-অলঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কি ক'রে সম্ভব? এর উত্তরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রশ্নের উল্লেখ ক'রে বলছেন—

"ননু তর্হি কথমস্যানুভাবত্বং বহির্বিকারস্যৈব ভাববোধকত্বে সম্ভবাৎ। যদুক্তম্—"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ"—ইতি সত্যম্। সাত্ত্বিকানাং স্তম্ভস্বেদাদীনামনুভাবত্বমিবৈষাং ভাবহাবাদীনামপি যুগপদন্তর্বহির্বিকাররূপত্বমনুভাবত্বং চ। চিত্তে নির্বিকারাত্মকে সতি রত্যাখ্যভাবোদয়াদ্যা প্রথমবিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্তস্য যথাসম্ভবং তনোশ্চ…।"

—বহির্বিকার অন্তর্ভাবকে বুঝিয়ে দেয়, সুতরাং যে ভাব বহির্বিকার

নয় সে ভাব কখনো অনুভাব হ'তে পারে না ; এ বিষয়ে প্রাজ্ঞবচনও আছে—"অনুভাবগুলি চিত্তস্থ ভাবগুলির অববোধক।"—সত্য কথা, কিন্তু স্তম্ভ-স্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলির মতই ভাবহাবাদি অঙ্গজাদি অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অন্তর্বহির্বিকার ঘটায় ব'লে অনুভাবপদবাচ্য। ...নির্বিকারাত্মক চিত্তে রতিভাব উদিত হ'লে চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া ঘটে, তা যথাসম্ভব দেহেরও বিকার ঘটায়।

"তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ"—অনুভাব সম্বন্ধে বলেছেন রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণনামক দ্বিতীয় বিভাগে, দ্বিতীয় লহরীতে। এখানে "প্রায়" —শব্দটিকে প্রাচুর্যার্থে নিলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়— "যে ক্ষেত্রে বহির্বিক্রিয়াই অধিকাংশ স্থলে বা প্রচুরভাবে দেখা যায়।" এ অর্থ নিলে ক্ষেত্রবিশেষে অন্তর্বিক্রিয়াও অনুভাবের মধ্যে আসে বটে, কিন্তু অন্তর্বিক্রিয়াস্বরূপ ব্যভিচারিভাবগুলিতেও অতিব্যাপ্তি-প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

"প্রায়" শব্দের সূচনার্থেও প্রয়োগ আছে—("setting out or starting......entering"—Monier Williams)। এই অর্থে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়—"বহির্বিক্রিয়া থেকে যার সূচনা"—এ অর্থ নিলে "অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ"—এই লক্ষণবাক্যের অর্থের সঙ্গে কোনো বিরোধ আসে না। কিন্তু "নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া"—ভাবের এই লক্ষণকে অনুভাব-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিভাবে? এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার আশ্রয় নিতে হবে। তিনি বলছেন—

—"চিত্তস্য...যথাসম্ভবং তনোশ্চ।" চিত্তের অতি সামান্য বিকৃতিরও প্রতিফলন এসে পড়ে দেহে, সেই প্রতিফলনকে ঠিক দেহের বিকার বলা যায় না, আবার চিত্তক্ষেত্রের সীমানার মধ্যেও আটকে রাখা যায় না। আলোটা জ্বলে চিত্তে, প্রতিফলিত হয় দেহে। মনের আলো দেহে এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের নিবেদন হ'য়ে ওঠে সুন্দর। অসুন্দরের মর্ত থেকে সুন্দরের স্বর্গে প্রগতি—এও এক শ্রেণীর

অনির্বচনীয় ক্রিয়া। তাই ভাবকে স্বচ্ছন্দেই অনুভাবের মধ্যে ফেলা যায়। ভাব হচ্ছে দেহ-মনের প্রান্ত-সীমায় লগ্ন বহির্বিকারের প্রথম স্ফুরণ।

প্রেমিক যখন বলে—

"কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি, নয়নপাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি' পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধু ভাসে
গুঞ্জর তান করিয়াছি পান জ্যোৎস্না রাতে,
যা-কিছু মধুর দিয়েছিনু তার দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে॥"

—স্খলন—সোনার তরী

তখন সোহাগ, চুম্বন, সঙ্গীত ইত্যাদি অনুভাব পরাণ-বধূর প্রতি প্রেমিকের চিত্তভাবের নিগূঢ় সৌন্দর্য প্রত্যক্ষগোচর ক'রে তোলে।

যৌবন-লীলায় উচ্ছলিত সুন্দরীকে যখন প্রেমিক বলে—

"হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বন-সরসীর তীরে
ভীরু কাঠ-বিড়ালীরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।"

—শেষ বসন্ত—পূরবী

তখন তারুণ্য-মদ-বিহ্বলা তরুণীর লীলা ও বিলাসে স্বত-উচ্ছলিত দেহোন্মাদনার কারণ যে ঐ প্রেমিক নয়—এটা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

আর, যখন কুরূপা নারী বলে—

"লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে॥

যত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি,
পরাণ ভরি' ওঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী ওঠে জেগে প্রভাতে।"

—গুপ্তপ্রেম—মানসী

তখন কি সহৃদয়ের চোখে ভেসে ওঠে না প্রেমের ভাবময় অরুণ-আলো-সম্পাত কুরূপার কালো দেহেও ?

ব্যভিচারিভাব

অনুভাবের পরেই আসে ব্যভিচারিভাবের কথা। ব্যভিচারি-ভাবের লক্ষণ-শ্লোক—

"যে তূপকর্তুমায়ান্তি স্থায়িনং রসমুত্তমম্।
উপকৃত্য চ গচ্ছন্তি তে মতা ব্যভিচারিণঃ॥"

যে সকল ভাব স্থায়িভাবকে উপকৃত করার জন্য আসে এবং উপকার ক'রেই চ'লে যায়, তারাই ব্যভিচারিভাব। প্রত্যেকেই অনুভব ক'রে থাকে যে অনুভূতি কখনো অবিমিশ্রভাবে আসে না। মানুষ যত মহীয়ান্ হয়, যত উদীয়মান হয়, ততই তার সহচর ও অনুচরের সংখ্যা যেমন বেড়ে ওঠে, তেমনই অনুভূতি যত তীব্র হয়, যত গভীর হয়, ততই সঙ্গে সঙ্গে অধিকসংখ্যক প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক ভাবের অবতারণা ঘটে। উপরের শ্লোকের বক্তব্য ভাঙলে মোট দাঁড়ায় তিনটি কথা। প্রথমত—উত্তম বা সর্বাধিক স্ফূর্তিশালী ভাবটি স্থায়ী। দ্বিতীয়ত—ব্যভিচারীগুলি অস্থায়ী। তৃতীয়ত—ব্যভিচারি-ভাব স্থায়িভাবের উপকার সাধন করার জন্য উদিত হয়, এবং উপকার সাধন ক'রেই অস্তমিত হয়। বক্তব্য স্পষ্ট, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এইখানে এমন একটা সংশয় মনে আসা অসম্ভব নয় যে সত্যিই কি ব্যভিচারিভাবগুলি সর্বদাই স্থায়িভাবের উপকার সাধন করতে আসে? চিত্তভাবগুলির মধ্যে স্থায়িভাবটিকে কেন্দ্র ক'রে অপরগুলিকে সজাতীয় ও বিজাতীয় এই দুই শ্রেণীতে ফেলে যথাক্রমে

অনুকূল ও প্রতিকূল আখ্যা কি দেয়া যায় না? যেগুলি স্পষ্টতই প্রতিকূল সেগুলিকে কি অপকারক ব'লে চিহ্নিত করা যায় না? আর অপকার কি শুধু প্রত্যক্ষভাবেই সাধিত হয়, পরোক্ষভাবে হয় না? স্রোত বন্ধ ক'রে দেয়া বা অন্য খাতে চালিয়ে দেয়া—দুই‌ই নদীর পক্ষে ভালো নয়। একটি মূল স্রোতকে একশো খাতে চালিয়ে দিলে স্রোতের সে বেগও আর থাকে না, সে গভীরতাও থাকে না। অনুকূল ভাবগুলিকে এই খাতের সঙ্গে তুলনা করা চলে না কি? রসের মূলপ্রবাহটি যদি সহস্র ধারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সে মনোহারিত্ব তার থাকে কি? এ হিসাবে আপাতভাবে অনুকূল-রূপে প্রতীয়মান ভাবগুলিকেও পরোক্ষভাবে অপকারক বলা যায় না কি? ধ্বংস বা অন্যথাকরণ দুই‌ই কি অপকারের পর্যায়ে পড়ে না? কথাটা আলোচনা করা দরকার।

ব্যভিচারিভাবসমূহের উল্লেখ আছে লক্ষণ-শ্লোকে—

"নির্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়ামদশ্রমাঃ।
আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ॥ ৩১ ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ ॥ ৩২ ॥
সুপ্তং প্রবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।
মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ ॥ ৩৩ ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ ॥" ৩৪ ॥

—কাব্যপ্রকাশ—চতুর্থ উল্লাস

নামোল্লেখপূর্বক তেত্রিশটি ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হয়েছে,—সেগুলি যথাক্রমে নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, প্রবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক। স্থায়ী রতিভাবের

সঙ্গে ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের যে আনুকূল্য আছে—সে আনুকূল্য কি নির্বেদ, ত্রাস, বিতর্ক ইত্যাদির সঙ্গে আছে? বীররসের স্থায়ী উৎসাহ-ভাবের সঙ্গে মদ, গর্ব, ধৃতি, ঔৎসুক্য ইত্যাদি ব্যভিচারিভাবের যে আনুকূল্য আছে সে আনুকূল্য কি আলস্য, দৈন্য, গ্লানি ইত্যাদির সঙ্গে আছে? এর থেকে কি এই কথাই স্পষ্ট হচ্ছে না যে কতকগুলি ভাব স্বরূপতই অন্য কতকগুলি ভাবের হয় অনুকূল নয় প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ?

এই সব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে সংশয়িত চিত্তের এক ধূমাচ্ছন্ন অবস্থাতেই এই সব প্রশ্ন বুদ্ধিকে আক্রান্ত করে। ভাবের প্রাতিকূল্য বা বিরুদ্ধ ভাব বলতে কি বোঝা যায়? যে কোন দুটি বস্তু স্বরূপত বিরুদ্ধভাবাপন্ন কিভাবে হ'তে পারে? আগুন ও জলকে আমরা ব'লে থাকি বিরুদ্ধ বস্তু, কারণ জলে আগুন নেভে এবং আগুনে জল শুকায়। আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক—আগুনকে জল নিভায় কখন? যখন জলের পরিমাণ বেশি। আগুন জলকে শুকায় কখন? আগুন যখন থাকে অধিকতর স্থানব্যাপী হ'য়ে, কিংবা অধিকতর কালব্যাপী হ'য়ে। অগ্নিকুণ্ডে একবিন্দু জল দিলে আগুন নেভে না, জলকুণ্ডে একটি বহ্নিশলাকা ফেললে জল শুকিয়ে যায় না। উষ্ণজলে অগ্নিপরমাণু জলপরমাণুর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে থাকে।

এর থেকে এইটেই জানা যাচ্ছে যে আগুন ও জলের বিরুদ্ধভাব বা বিরোধ একেকটি বিশেষ অবস্থাগত। প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাব বা বিরোধ ব'লে যে বস্তু—তার অস্তিত্বটিই তর্কগোচর মাত্র। বিরোধ হ'তে পারে কখন? একাশ্রয়ে এ কালে তুল্যবলশালীর মধ্যেই বিরোধ সম্ভব। একাশ্রয় না থাকলে বিরোধ হয় না। আগুন রইল মালসায় আর জল রইল কলসীতে, কিংবা আগুন জ্বাললাম সকালে আর জল আনলাম বৈকালে—বিরোধ হবে কার সঙ্গে? বিরোধ ঘটাতে হ'লে দুটি বস্তুর তুল্যবলশালী হওয়া

এবং সামানাধিকরণ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে গুণপ্রধান ভাব থাকে না। অর্থাৎ গুণপ্রধান ভাব থাকলে বিরোধ ঘটে না। আগুনে ও জলে যেখানে মাতামাতি চলেছে, কখনো বাষ্প হ'য়ে জল উড়ে চলেছে, কখনো বা ধোঁয়া হ'য়ে আগুন নিভে যাচ্ছে—সেখানেও তুল্য বলশালিতা এককালে নেই, কখনো আগুন কখনো বা জল বলবত্তর। সুতরাং বিরোধ বস্তুটি একটি তর্কগোচর বস্তুমাত্র, তার অস্তিত্ব বুদ্ধিতে।

আলো ও ছায়াকে বিরুদ্ধ বস্তু বলি, এ পর্যন্ত কি আলো ও ছায়াকে এককালে একাশ্রয়ে দেখা গেছে? ঠিক এইভাবেই চিত্তবৃত্তিগুলিও স্বরূপত পরস্পর-বিরুদ্ধ হ'তে পারে না। স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব যখন একাশ্রয়ে থাকে তখন ব্যভিচারিভাব থাকে গৌণ-ভাবে এবং স্থায়িভাব থাকে প্রধান-ভাবে, সুতরাং স্থায়িভাবের সঙ্গে ব্যভিচারিভাবের কোনো বিরোধ থাকা সম্ভব নয়: বিরোধ যখন নেই, তখন অপকার-সম্ভাবনাও নেই। অপকার-সম্ভাবনা না থাকায় পূর্বেকার প্রশ্নগুলিও হ'য়ে পড়ে নিরর্থক। সুতরাং রতিস্থায়িভাবের সঙ্গে শঙ্কা-ত্রাস-বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের স্বরূপত কোনো বিরোধিতা তো নেইই, গৌণ-প্রধানভাবে থাকার জন্য অবস্থাগত বিরোধও নেই। উদাহরণ—

"ক্বাকার্যং শশলক্ষ্মণঃ ক্ব চ কুলং ভূয়োঽপি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় নঃ শ্রুতমহো কোপেঽপি কান্তং মুখম্।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোঽধরং ধাস্যতি॥"

—বিক্রমোর্বশী, চতুর্থ অঙ্ক

—এই অকার্য আর চন্দ্রবংশ!—আবার যদি তাকে দেখি! প্রমাদ-আবেশ ইত্যাদি দোষের আত্যন্তিক নাশের জন্যই আমরা শাস্ত্র শ্রবণ করেছি—আহা! কোপেও মুখখানি সুন্দর! পুণ্যবান্

ও মহামতিজনেরা কি বলবেন—স্বপ্নেও সে দুর্লভা। হৃদয়! সুস্থ হও, কে সেই ধন্য যুবা—যে সেই অধর পান করবে!

শ্লোকটিতে চারিটি পংক্তির প্রথম অংশে যথাক্রমে বিতর্ক, মতি, শঙ্কা ও ধৃতি, দ্বিতীয় অংশে যথাক্রমে ঔৎসুক্য, স্মরণ, দৈন্য ও চিন্তা।

আরেকটি উদাহরণ—

"অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ॥"

—মহাভারত, স্ত্রীপর্ব ; চব্বিশ অধ্যায়

—"এই [illegible] কর, যা রশনাকে আকর্ষণ করেছে, পীনস্তন বিমর্দন করেছে, নাভি-উরু-জঘনকে স্পর্শ করেছে ও নীবিমোচন করেছে।"

এখন প্রশ্ন—শ্লোকটিতে বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ হয়েছে কিনা? কারণ আলঙ্কারিকে ব'লে থাকেন—"করুণো হাস্যশৃঙ্গাররসাভ্যামপি তাদৃশঃ"—অর্থাৎ হাস্য ও শৃঙ্গাররসের বিরুদ্ধ করুণরস। রস-শব্দের অর্থ এস্থলে ভাব—কারণ এস্থলে শৃঙ্গার ও করুণ দুটি রস পাওয়া যাচ্ছে। রস মাত্রেই বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য, সুতরাং একটি রসের আস্বাদকালে আরেকটি রসের উৎপত্তিই সম্ভব নয়—বিরোধ বা অঙ্গাঙ্গিভাবের কথা দূরে থাক। তাই সমবেত বহু রসের মধ্যে বহুলরূপসম্পন্ন একটি রসকেই বলতে হয় স্থায়ী ভাব, অন্যান্যগুলি ব্যভিচারীতে পর্যবসিত হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আছে—

"বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসস্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥"

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের শৃঙ্গাররসের সম্বন্ধে উদ্দ্যোতে মন্তব্য আছে—"অয়ং স রশনোৎকর্ষী ইত্যাদৌ রত্যাদেঃ স্থায়িত্বমপি নাস্তি তথাপি কিঞ্চিৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়া স্থায়িত্বব্যপদেশঃ।"—'রশনোৎকর্ষী ইত্যাদিতে রত্যাদির স্থায়িত্বই নাই, তবুও কিছু প্রাধান্য আছে দেখে স্থায়ী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।'

তাহ'লে নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটির স্থায়িভাব শোক, সঞ্চারিভাব রতি। ব্যভিচারী ও সঞ্চারী পর্যায়। একটি স্থায়িভাব ও অন্যটি সঞ্চারিভাব—সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ গৌণপ্রধানরূপে। গৌণপ্রধানরূপে আছে ব'লে কোনো বিরোধ নাই।

শুধু যে বিরোধ নাই—তাই নয়, মূল করুণরসটিকে ঐ রতিভাব পরিপুষ্ট করেছে। কেউ হয়তো এমন কথা বলতে পারেন যে—"নায়কের জীবিতকালের শৃঙ্গারবিলাসপ্রবণতা কি সত্যই তার মৃত্যুর শোচনীয়তাকে ঘনীভূত করে? নায়ক-বধূদের যে স্মৃতি পূর্ববিলাসের রোমন্থনে এত ব্যগ্র, তার মধ্যে করুণরসের মর্মস্পর্শিতা কি ঠিক ফুটে ওঠে?" এস্থলে একটি কথা বলবার আছে এই যে, শৃঙ্গারবিলাস-প্রবণতা মৃত্যুর শোচনীয়তাকে কোনো অবস্থাতেই ঘনীভূত করে না, প্রিয়বিয়োগে প্রেমিকজনের যে বেদনা, সে বেদনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা নির্ভর করে প্রেমেরই ব্যাপ্তি ও গভীরতার উপরে। পূর্ববিলাসের স্মৃতিরোমন্থনে করুণরসের মর্মস্পর্শিতা নির্ভর করে না এটা ঠিক, কিন্তু বেদনা যখন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তখন কি সে বর্তমান ঘটনার ক্ষেত্রটুকুই তার চলাচলের সীমানা ক'রে রাখে? অরুন্তুদ বেদনার তরঙ্গ কি অতীত ও ভবিষ্যৎকেও পরিপ্লাবিত ক'রে দেয় না? বর্তমানের পিচ্ছিল যে সোপান ভবিষ্যতের অন্ধকার গুহায় নেমে গেছে, সে পথে চলতে গিয়ে চিত্ত কি অতীতের দু'-একটি স্মরণের স্খলিত মণিমুক্তার আলোক-পাথেয় কুড়িয়ে নেয় না? প্রিয়বিয়োগ-বিধুরা যখন অতীতের কোনো ঘটনার উল্লেখ করে তখন কি তার অর্থ এই যে চিত্ত তার পূর্ববিলাসের রোমন্থনে ব্যগ্র? তা নিশ্চয়ই নয়। শোকাগ্নি যে অতীত থেকেও ইন্ধন যোগাড় করে, সে শুধু অধিকক্ষণ জ্বলবার জন্যই। সমুদ্রের যে তরঙ্গ যত পিছু হটে, তীরের উপর আছড়ে পড়ে সে তরঙ্গ ততই জোরে। সুতরাং এখানেও রতি করুণের পরিপোষণ করেছে।

আরেকটি উদাহরণ অমরুশতক থেকে—

"সা পত্যুঃ প্রথমাপরাধসময়ে সখ্যুপদেশং বিনা
নো জানাতি সবিভ্রমাঙ্গবলনাবক্রোক্তিসংসূচনম্।
স্বচ্ছৈরচ্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্যস্তনেত্রোৎপলা
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ॥"

—"সেই মুগ্ধা বালা প্রিয়ের প্রথম অপরাধকালে সখীর উপদেশ না পেয়ে জানে না কি ক'রে সবিভ্রম অঙ্গচালনা করে, বক্রোক্তিই বা কি ক'রে প্রয়োগ করে। জানে সে শুধু অশ্রুবর্ষণ করতে—নেত্রোৎপল যাতে হয় বিপর্যস্ত, স্বচ্ছ নির্মল-কপোলমূলগলিত অশ্রুতে দোলায়মান অলকগুলি সিক্ত হ'য়ে ওঠে।"

স্নেহ-প্রেমের ধর্ম চিত্তকে বিকশিত ক'রে তোলা,—"বিকাশস্তু প্রীত্যাদিষ্বপি পঞ্চসু"—কিন্তু দৈন্য, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি ভাব চিত্তকে সঙ্কুচিত ক'রে রাখে। অত্যধিক স্বার্থকেন্দ্রিকতার চাপে সুন্দর চিত্তবৃত্তিগুলি যখন নিষ্পেষিত হ'তে থাকে, তখনই দৈন্যের হীনতা, ঈর্ষ্যার জ্বালা, অসূয়ার অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ভাব অন্তরাত্মাকে পীড়িত ক'রে তোলে। তাই এই শ্রেণীর ভাবগুলি স্বীয় স্বাধীন-সত্তায় রুচিকর বা স্পৃহণীয় হয় না। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটির সঞ্চারিভাবটি অসূয়া। স্বামীর অন্য দয়িতার রূপৈশ্বর্যাদিজনিত সৌভাগ্য ঐ মুগ্ধা নবোঢ়ার অসূয়ার কারণ,—তাই এত অশ্রুপাত! এস্থলে অসূয়া ভাবটি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গাররসের পরিপোষণ করেছে, কেননা অসূয়া একটি অস্থায়ী বা ক্ষণিকস্থায়ী পরাধীন চিত্তবৃত্তি, শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতিপ্রধান এবং প্রধানের আনুকূল্যেই অপ্রধানের সার্থকতা।

পাশ্চাত্ত্য-সঙ্গীত-শাস্ত্রবিদেরা discord বা অ-সুরের মধ্যেও মূল সুরের সাহচর্য আবিষ্কার করেছিলেন, আমাদের কাব্যে ব্যভিচারি-ভাবগুলিই সেই discord। যেমন চিত্রে মূল রূপকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে সম-বিষম বর্ণপাতে চিত্রকরকে দেখাতে হয় কৌশল, তেমনই কাব্যেও মূলরসকে জীবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে

অস্থায়ী চিত্তবৃত্তিগুলিকে নানাভাবে সঞ্চারিত করতে হয়। এইজন্য অস্থায়ী চিত্তবৃত্তিগুলিকে সঞ্চারী ভাবও বলে।

—"সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে।"—স্থায়িভাবের গতিসঞ্চারণের দায়িত্ব এদেরই—এজন্যও সঞ্চারী নামে উল্লিখিত হ'য়ে থাকে। ব্যভিচারী সঞ্চারীর পর্যায়। বিশেষভাবে এবং অভিমুখী হ'য়ে স্থায়িভাবের আনুকূল্যে প্রবৃত্ত হয় যে ভাবগুলি, তারাই ব্যভিচারিসংজ্ঞক।

"বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ॥"

—বাক্যে, অঙ্গে ও সত্ত্বে রতি প্রভৃতি স্থায়ীকে যারা সঞ্চারিত করে বা মুহুর্মুহু অভিব্যঞ্জিত করে, তারাই ব্যভিচারী।

স্থায়িভাবের স্থিতির পটভূমিকায় সঞ্চারিভাব, অর্থাৎ ব্যভিচারিভাবের ক্ষণপরিবর্তনশীল আবেগই স্থায়িভাবকে গতিশীল-রূপে প্রমাণিত করে।

একটি উদাহরণ—

সুপ্তিমগ্না সুন্দরীর গলার রত্নহারে কনক-সূতায় গাঁথা ভূর্জপাতায় লেখা প্রেমলিপি রেখে গেল নায়ক। ঘুম ভেঙে নায়িকা বলল—"কে পরালে মালা?"

তারপরেই পেলাম নূতন-প্রেমালোক-দীপ্ত এক নবীন মনের পরিচয়। একটির পর একটি সঞ্চারিভাবের তরঙ্গে পূর্বরাগের রসসমুদ্র উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে—

(প্রবোধ)— নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে শুধাল রাজবালা—
কে পরালে মালা?

(ব্রীড়া)— খসিয়া পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি নিল।
আপন-পানে নেহারি, চেয়ে সরমে শিহরিল।

(শঙ্কা)— ত্রস্ত হ'য়ে চকিত চোখে চাহিল চারিদিকে,
বিজন গৃহ, রতন দীপ জলিছে অনিমিখে।

(ঔৎসুক্য)— গলার মালা খুলিয়া ল'য়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সূতে যতনে গাঁথা লিখনখানি পড়ে।

(চিন্তা)— পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তা'র,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার।
শয়ন-শেষে রহিল ব'সে ভাবিল রাজবালা,—
—আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিনু নিতান্ত নিরালা
কে পরালে মালা?

(চপলতা)— বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি',
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি'।

(মোহ)— শয়ন 'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়।

(স্মৃতি)— স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়।

(হর্ষ)— পার্শ্বে যেন বসিয়াছিল ধরিয়াছিল কর,
এখনো তা'র পরশে যেন সরস কলেবর।

সোনার তরী—'সুপ্তোত্থিতা'

স্থায়িভাব

এ বড় সুন্দর রহস্য। স্থায়িভাব নিজেই রসে পরিণত হয় কিনা—যেমন দুধ পরিণত হয় দধিতে, কিংবা স্থায়িভাব রসের উপাধিমাত্র হয় কিনা—যেমন দেহ হয় জীবের, সে আলোচনা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু স্থায়িভাবের প্রগতির স্বরূপটি প্রকাশিত হয় সঞ্চারিভাবের চকিত সঞ্চারণশীল-দ্যুতিতে—এতেই সঞ্চারিভাবের সার্থকতা। স্থায়িভাবের প্রগতির কথায় বোঝা যাচ্ছে স্থায়িভাব স্থায়ী বটে, কিন্তু স্থির নয়।

স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের অস্থিরতা বা চাঞ্চল্যের স্বরূপ কিন্তু ভিন্ন। ঘন-ঘোর মেঘ-ঘটায় আকাশ আচ্ছন্ন হ'লে মনে হয় নিরবচ্ছিন্ন মেঘ-মণ্ডল যেন স্থির। আসলে কিন্তু সমজাতীয় মেঘ-খণ্ডের নিরন্তর বহমানতায় ঐজাতীয় উৎপ্রেক্ষা হয় মাত্র। স্থায়িভাবের স্থিরত্ব এই দৃষ্টান্তের অনুযায়ী। সমশ্রেণীর সংস্কারের সন্ততি-প্রবাহে (continuity) স্থায়িভাবকে মনে হয় যেন স্থির, আসলে কিন্তু স্থির নয়। নিস্তরঙ্গ নদী-স্রোতকে যেমন মনে হয় স্থির, আসলে কিন্তু স্থির নয়, কারণ প্রবাহ চিরবহমান, ঠিক তেমনি স্থায়িভাবও সন্ততি-প্রবাহে বহমান, স্থির নয় অথচ মনে হয় স্থির। সঞ্চারিভাবগুলি বিদ্যুৎ-শিখার মত, ঊর্মিমালার মত, অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবেই চঞ্চল। তাদের উৎপত্তি আছে, ধ্বংস আছে কিন্তু স্থায়িভাব-সন্ততির কোনো বিচ্ছেদ নেই।

স্থায়িভাব সম্বন্ধে আলঙ্কারিকেরা ব'লে থাকেন, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি-গুলির মধ্যে যেগুলিকে ঘিরে বা উপজীব্য ক'রে অন্যান্য চিত্তবৃত্তিগুলির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘ'টে থাকে, সেইগুলিই স্থায়িভাব, অন্যগুলি সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাব।

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়িভাব উচ্যতে॥"

—অবিরুদ্ধ ও বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে স্ববশে এনে সুরাজার মত বিরাজ করে যে ভাব সেইটিই স্থায়িভাব।

এস্থলে বিরুদ্ধ কথাটির অর্থ—বিশেষ অবস্থায় যে চিত্তভাব বিরুদ্ধ হ'তে পারে। বশতাপন্ন হ'লে কোনো ভাবই আর বিরুদ্ধ থাকে না।

বিভিন্ন উপজীব্য চিত্তবৃত্তিগুলির সংখ্যা সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতামত দেখা যায়—এক থেকে অনেক।

রসবাদী আলঙ্কারিকেরা বলেন—বিভাব-প্রভৃতিদ্বারা লৌকিক স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হ'য়ে অলৌকিক রসকে ব্যঞ্জিত করে। রসমাত্রেই অলৌকিক। একথা বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা ঠিক সর্বাংশে স্বীকার

করেন না ; বলেন—সব রসই যে অলৌকিক তা নয়, লৌকিক রসও আছে। তথাকথিত অলৌকিক রসগুলি সবই লৌকিক রস, একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধীয় রসই অলৌকিক। এই সব বাদানুবাদ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, "অলৌকিক" বলতে এঁরা সবাই এক কথা বলেননি। অর্থাৎ একটি মাত্র অর্থে অলৌকিক শব্দের প্রয়োগ করেননি। অলৌকিক বলতে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা যা বলতে চান, অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা তা বলেন না।

অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা কি বলেন তা জানতে হ'লে প্রথমেই ভরতের নাট্যসূত্রের একটি বিশেষ পংক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। পংক্তিটি—

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

এই পংক্তিটির উপরে চারটি প্রধান মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলি ক্রমান্বয়ে—

(১) উৎপত্তিবাদ—ভট্টলোল্লটপ্রমুখ-প্রতিষ্ঠিত ;

(২) অনুমিতিবাদ—শ্রীশঙ্কুকপ্রমুখ-প্রতিষ্ঠিত ;

(৩) ভুক্তিবাদ—ভট্টনায়কপ্রমুখ-প্রতিষ্ঠিত ;

(৪) অভিব্যক্তিবাদ—অভিনবগুপ্তপ্রমুখ-প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যেকটি মতেই "অলৌকিক" আখ্যার যুক্তি বিভিন্ন। পংক্তির দুটি শব্দকে কেন্দ্র ক'রে যুক্তিজাল গ্রথিত হয়েছে। সেই শব্দগ্রন্থি দুটি—"সংযোগ" এবং "নিষ্পত্তি"।

উৎপত্তিবাদ

রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভট্টলোল্লটের মত সংক্ষেপে এই :—

বিভাবাদিদ্বারা অভূতপূর্ব বা অপূর্ব স্থায়িভাব ও রস জনিত হ'য়ে কটাক্ষ-প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য হয় এবং সহকারী নির্বেদ-প্রভৃতি দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। এই রস যদিও প্রধানভাবে নায়কাদি অনুকার্যেই থাকে, তবু অনুকার্যের মতন বেশ-ভূষা-চেষ্টানিযুক্ত অনুকর্তায় অনুকার্যের আরোপ হওয়ায়, অনুকর্তাতেও প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ অনুকার্যের আরোপ ঘটে অনুকর্তায় এবং এই আরোপ উভয়ের এমন একটি অভেদ-প্রতীতি এনে থাকে যার ফলে অনুকর্তায় সহৃদয় কর্তৃক অনুকার্যগত রসেরও প্রত্যক্ষ ঘটে।

—"বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ। অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ। ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদৌ অনুকার্যে তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্তকেঽপি প্রতীয়মানো রসঃ—ইতি ভট্টলোল্লটাদয়ঃ।" —কাব্যপ্রকাশ

যেমন সর্পের অনবস্থিতিসত্ত্বেও সর্পের মতন প্রত্যক্ষ হ'লে রজ্জু থেকেও ভীতির উদয় হয়, তেমনি সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতি অবিদ্যমানা হ'লেও, নর্তকের নাট্যনৈপুণ্যে নর্তকে আছে ব'লে প্রতীয়মান হ'য়ে সহৃদয়হৃদয়ে চমৎকারিতা অর্পণ ক'রে রসপদবী অধিরোহণ করে।

—"যথা অসত্যপি সর্পে সর্পতয়াবলোকিতাৎ দাম্নোঽপি ভীতিরুদেতি, তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাপি নর্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়হৃদয়ে চমৎকার-মর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরোহতীতি।" টীকা—ঝাল্‌কিকার

এই সব উক্তি থেকে ভট্টলোল্লটের মত বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি পাওয়া যায়—

(১) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্থায়িভাব ও রস পর্যায়।

(২) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্থায়িভাব বা রস বিভাবাদি দ্বারা জনিত হয়।

(৩) প্রকৃতপক্ষে রস থাকে অনুকার্যে।

(৪) সামাজিক কর্তৃক অনুকর্তায় অনুকার্যের আরোপ হয়, যার ফল উভয়ের অভেদ-প্রতীতি। আরোপের কারণ অনুকর্তাকর্তৃক অনুকার্যরূপতানুসন্ধান।

(৫) সামাজিক কর্তৃক অনুকর্তায় অনুকার্যের এবং অনুকার্যগত রসের প্রত্যক্ষ ঘটে।

এই কয়েকটি বক্তব্য বস্তুকে ভেঙে আরো সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—

(১) প্রকর্ষপ্রাপ্ত স্থায়িভাব বা রস বিভাবাদি দ্বারা অনুকার্যে জনিত হয়।

(২) পরে অনুকর্তা যখন অনুকার্যের হাবভাব-চেষ্টাদির অনুকরণ করে, তখন সহৃদয়-কর্তৃক অনুকর্তায় অনুকার্যের আরোপ ঘটে এবং অনুকার্যগত রসেরও প্রত্যক্ষ হয়।

আরো সংক্ষিপ্ত ক'রে বলতে হ'লে—

(১) প্রকৃত বিভাবাদি-জনিত-রসের আশ্রয় অনুকার্যনায়কাদি সামাজিককর্তৃক তদ্রূপতানুসন্ধানপর অনুকর্তায় আরোপিত হ'লে, অনুকার্যগত রসেরও প্রত্যক্ষীকরণ ঘটে।

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভট্টলোল্লটের মতে—

(১) রস পূর্বে থাকে না, পরে হয়, অর্থাৎ নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উৎপত্তি।

যা ছিল না তা হওয়ার নাম উৎপত্তি বা অভূত-প্রাদুর্ভাব। রস ছিল না, বিভাবাদিবশত উৎপন্ন হ'ল—অতএব রস অভূতপ্রাদুর্ভূত। বিভাবাদির সঙ্গে, এস্থলে রসের সম্বন্ধ কার্যকারণ সম্বন্ধ। বিভাবাদি

কারণ, রস কার্য। বিভাবাদিরূপ কারণ উৎপাদক, রসরূপ কার্য. উৎপাদ্য। এটি নায়কের পক্ষে, অর্থাৎ নায়কের দিক্ দিয়ে বিচার করলে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব—তিনটিই উৎপাদক কারণ। কিন্তু সামাজিকের দিক্ দিয়ে বিচার করলে বিভাব উৎপাদক কারণ, অনুভাব গমক বা জ্ঞাপক কারণ, এবং ব্যভিচারিভাব পোষক কারণ। সুতরাং রসও যথাক্রমে উৎপাদ্য, গম্য বা জ্ঞাপ্য এবং পোষ্য।

—"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাব-রূপাদ্, অনুভাবেন গম্য-গমক-ভাব-রূপাদ্, ব্যভিচারিণা পোষ্য-পোষক-ভাব-রূপাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিঃ অভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ।"

কাব্যপ্রদীপ—গোবিন্দঠক্কুর

(২) সংযোগ শব্দটি সাধারণ "সম্বন্ধ" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে দুটি সমকালীন দ্রব্যের মধ্যেই সংযোগ সম্ভব। বিভাব বা অনুভাব ইত্যাদি বস্তু দ্রব্য নয়, সুতরাং শব্দটির সম্বন্ধ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, "উৎপত্তি" ও "সংযোগ" এই দুটি ব্যাপারের মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়? অনুকার্য প্রকৃত নায়কাদিতে যখন বিভাবাদি থেকে রস জনিত হয়, তখন সে রস লৌকিক না অলৌকিক? অলৌকিক যদি হয়, অলৌকিকত্বের কোনো লক্ষণ সেখানে আছে? রসের উৎপত্তিবাদ মেনে নিলে রসকে না হয় অপূর্ব, অর্থাৎ অভূতপূর্ব এই আখ্যা দিতে পারা যায়, কিন্তু অলৌকিক সংজ্ঞা কি ক'রে দেয়া যায়? তবে কি ভট্টলোল্লটের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে প্রকৃত নায়কাদিস্থলে রসের লৌকিকত্ব এবং সহৃদয় কর্তৃক রসের ব্যবহিত সাক্ষাৎকারে অলৌকিকত্ব—এই দুটি বিভাগ এসে পড়ছে না? প্রকৃত রস অনুকার্য প্রকৃত নায়কে আছে, ভট্টলোল্লট তো এই কথাই বলেছেন।

যে রস সহৃদয় অনুভব করেন, সে রসের অলৌকিকত্বই বা কোথায়? ভট্টলোল্লট বলেন—"অলৌকিক প্রত্যক্ষে।" অলৌকিক

প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষেরই অবান্তর ভেদ। নৈয়ায়িক বলেন—প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ,—লৌকিক ও অলৌকিক। বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-সমবায়াদি সন্নিকর্ষ যেখানে আছে, প্রত্যক্ষ সেখানে লৌকিক। বিষয় বর্তমান না থেকেও যেখানে অতীত-অনাগত-বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটে, প্রত্যক্ষ সেখানে অলৌকিক। সহৃদয়ের অন্তরিন্দ্রিয় ও রামাদি প্রকৃত-নায়কাদিগত রসের সন্নিকর্ষ হ'তে পারে না, কেননা প্রকৃত নায়কাদি তখন বর্তমান নাই। সুতরাং সহৃদয়-কর্তৃক নায়িকাদিগতরসের প্রত্যক্ষ সেখানে অলৌকিক প্রত্যক্ষ মাত্র। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষের কারণ অনুকর্তায় অনুকার্যের আরোপ।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। "সীতার বনবাস" নাটক সহৃদয় দর্শকেরা নিবিষ্টচিত্তে দেখছেন। সীতার বনবাসের আজ্ঞা দিয়ে রামচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েছেন। তাঁকে শোকাকুল দেখে দর্শকজনও শোকে সমাকুল হয়েছেন এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি তাঁরা অনুভব করছেন। এখন কথা এই যে, দর্শকজন কি সত্যই ঐ নটকে রামচন্দ্র ব'লে মনে করেছেন? রামচন্দ্রের বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সমস্ত মাধুর্য কি সেইখানেই রসরূপে পরিণত হয়েছে? না—তা নয়। রঙ্গমঞ্চে যে অভিনেতা দাঁড়িয়ে আছে, সে রাম নয় বা তার অশ্রুপাত প্রভৃতিও প্রকৃতের অনুকরণ মাত্র, সত্য নয়। এ সত্ত্বেও যে সহৃদয় দর্শকজন এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন, তার কারণ নটে প্রকৃত-নায়ককে আরোপিত করা হয়েছে, যে আরোপের ফল নায়ক ও নটের অভেদ-প্রতীতি। যেমন শুক্তিতে রজতের আরোপজনিত অভেদ-প্রতীতির জন্য শুক্তিকে আর শুক্তি ব'লে মনে হয় না, রজত ব'লেই মনে হয়, তেমনি নটে নায়কের আরোপজনিত অভেদ-প্রতীতির জন্য নটকে আর নট ব'লে মনে হয় না, নায়ক ব'লেই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুক্তির চাকচিক্যকে যেমন রজতের চাকচিক্য ব'লে মনে হয়, তেমনি নটের বিভাবাদিকে নায়কের বিভাবাদি ব'লেই মনে

হয়। যেমন নিকৃষ্ট শুক্তি পায় উৎকৃষ্ট রজতের মূল্য, তেমনি নটের অনুকরণ পায় নায়কের সত্যের মূল্য, অর্থাৎ কৃত্রিম বিভাবাদির মূল্যে ক্রীত হয় সত্যকার রসানুভূতি। সহৃদয় প্রত্যক্ষ করেন প্রকৃত নায়ককে, অনুভব করেন তদ্‌গত রসকে। সহৃদয়কর্তৃক রসের এই ব্যবহিত সাক্ষাৎকারেই রসের অলৌকিক চমৎকারিতা—ভট্টলোল্লটের অলৌকিকত্ব এই শ্রেণীর। রসের অলৌকিকত্ব বলতে ভট্টলোল্লট রসের অলৌকিক প্রত্যক্ষই বোঝেন।

শুধু এই অংশেই ভট্টলোল্লটের রসের অলৌকিকত্বের বোধ যদি বা সম্ভব হয়, প্রকৃত নায়িকাদিগত অংশে কিছুতেই সে বোধ সম্ভব হয় না। এইজন্য রসগঙ্গাধরকার জগন্নাথ পণ্ডিতও বলেন—

"মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়-বিভাবাদ্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনুকর্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেঽস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোঽয়ং শকুন্তলাদিবিষয়করতিমান্ ইত্যাদিঃ প্রাগ্‌বদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিক আরোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ।" —রসগঙ্গাধর

—মুখ্যভাবে দুষ্যন্তাদিগত রত্যাদি রসকে কমনীয়-বিভাবাদির অভিনয়-প্রদর্শন-পণ্ডিত দুষ্যন্তাদির অনুকর্তা নটে সমারোপণ ক'রে প্রত্যক্ষ করা হয়,—এমন কথা একদল ব'লে থাকেন। এই মতে —"এই দুষ্যন্ত শকুন্তলাদিবিষয়ক রতিমান্"—এরূপ যে একটি সাক্ষাৎকার ঘটে, তাতেও রসটি ধর্মী অংশে লৌকিক, আরোপ্যাংশে অলৌকিক।

সুতরাং রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ভট্টলোল্লটের মত বিশ্লেষণ ক'রে আমরা পাচ্ছি—

(১) উৎপত্তির অলৌকিকত্ব—

সহৃদয়ের যে চমৎকারিতাবোধ, যার নামান্তর রসানুভূতি তার কারণগুলি সবই মিথ্যা। মরুভূমির মরীচিকায় কূলে কূলে টলমল্ দীঘির শীতল জল দেখে মৃগ ভ্রান্তই হ'তে পারে মাত্র, তৃষ্ণা নিবারণ

করতে পারে না, কিন্তু এস্থলে বিভাবাদি সবই মিথ্যা হ'লেও সেগুলি সত্যকার রসানুভূতির জনক, সহৃদয়ের রসতৃষ্ণা এতে মেটে। তাই এই রসোৎপত্তি অলৌকিক, লৌকিকে এটা ঘটে না।

(২) সংযোগের অলৌকিকত্ব—জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের একটি ব্যবহিত বিশেষ সংযোগ—যা এস্থলে অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

অনুমিতিবাদ

শ্রীশঙ্কুক রসের অলৌকিকত্বের অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি ভট্টলোল্লটের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। শ্রীশঙ্কুক ন্যায়ের পরিভাষায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে—নায়ক বা অনুকার্যগত সাধ্য (Major Term) স্থায়িভাবের অনুমিতিই রসানুভূতি, নট পক্ষ (Minor Term) এবং নটগত বিভাবাদি সাধন, হেতু বা লিঙ্গ (Middle Term)। নৈয়ায়িকের অনুমিতিজ্ঞানের অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের অবস্থিতিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয় এই রসজ্ঞান। স্থায়িভাব সাধ্য, বিভাবাদি সাধন, নট পক্ষ। নটের অভিনয়-নৈপুণ্যবশত কৃত্রিম বিভাবাদি অকৃত্রিমরূপে প্রতিভাত হ'য়ে নটে নায়কের তাদাত্ম্য-জ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ নটকে নায়ক ব'লে ভ্রম হয়। সঙ্গে সঙ্গে নটেতেই সহৃদয়কর্তৃক নায়কগত-স্থায়িভাবের অনুমিতিও ঘ'টে যায়। নটে স্থায়িভাবের অনুমিতি বা পক্ষে সাধ্যের জ্ঞান, এইটেই হচ্ছে শ্রীশঙ্কুকের মতে রসানুভূতি বা রসানুমিতি।

—"অনুমানাকারাস্তু রামোঽয়ং সীতাবিষয়করতিমান্ সীতাদ্যালম্বন-বিভাব-বর্ষর্তুরূপোদ্দীপনবিভাব-রোমাঞ্চাদ্যনুভাবৌৎসুক্যাদিসঞ্চারিভাব-সম্বন্ধিত্বাৎ—'যো যদাত্মকবিভাবত্বে সতি অনুভাবসঞ্চারিভাববান্ স তদ্রতিমান্'—ইতি যৎতদ্‌ভ্যাং সামান্যতো ব্যাপ্তিঃ। 'যো নৈবং স নৈবম্' ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তির্বেতি। সৈব চানুমিতিঃ স চমৎকার-প্রতীতিরূপা চর্বণা। অতস্তয়া বিষয়ীক্রিয়মাণঃ স্থায়ী রস ইত্যুচ্যতে। চর্বণা চ সামাজিকানামিতি তেষ্বেব রস ইতি ব্যবহারঃ।"

—বিবৃতিপূর্তি টীকা—সাহিত্যদর্পণ।

অর্থাৎ অনুমান হয় নিম্নলিখিতভাবে—

সীতাদি আলম্বনবিভাব, বর্ষা-ঋতুরূপ উদ্দীপন-বিভাব, রোমাঞ্চাদি অনুভাব ও ঔৎসুক্যাদিসঞ্চারিভাবের সম্বন্ধহেতু—'এই রাম সীতা-

.বিষয়ক রতিমান্'—"যে যদাত্মক-বিভাবাদি সত্ত্বে অনুভাব-সঞ্চারিবান্ সে তদাত্মক-রতিমান্"—এই প্রকার যৎ-তৎ-শব্দদ্বারা সামান্য-রূপে ব্যাপ্তি। "যা এ প্রকার নয়, তা সে প্রকার নয়"—এই প্রকার ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। এই যে অনুমিতি, একেই চমৎকার-প্রতীতিরূপা চর্বণা বলা হয়। সেই চর্বণা কর্তৃক বিষয়ীক্রিয়মাণ স্থায়িভাবকে রস বলা হয়। চর্বণা সামাজিকের, অতএব রসও সামাজিকের।

নাট্যশাস্ত্রের "সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" বাক্যের সংযোগ ও নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ নৈয়ায়িক শ্রীশঙ্কুকের মতে যথাক্রমে অনুমাপ্য-অনুমাপক ভাব ও অনুমিতি। অনুমাপ্য—স্থায়িভাব, অনুমাপক—বিভাবাদি এবং অনুমিতি—রসপ্রতীতি। স্থায়িভাবটি অনুকার্য-গত, বিভাবাদি অনুকর্তৃ-গত এবং রস সামাজিক-গত। পরকীয় স্থায়িভাবের সঙ্গে স্বকীয় বিভাবাদির সম্বন্ধ অত্যন্ত বিলক্ষণ, অর্থাৎ অনুকার্যের স্থায়িভাবের সঙ্গে অনুকর্তার বিভাবাদির সম্বন্ধ-প্রতীতি অন্য সমস্ত সম্বন্ধ-প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ। অন্য সমস্ত সম্বন্ধ-প্রতীতি লৌকিক প্রতীতি, লৌকিক প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ ব'লেই এই বিশেষ সংযোগ-প্রতীতিকে বলা হয় অলৌকিক। প্রতীতি অলৌকিক ব'লে প্রতীত বস্তুও অলৌকিক—উপায় যেখানে অলৌকিক, উপেয়ও সেখানে অলৌকিক।

এখন প্রশ্ন—এই বিলক্ষণ সংযোগ-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য কোথায় এবং কিসে? বৈলক্ষণ্য ব্যাখ্যানের পূর্বে সংযোগ-প্রতীতির অর্থ বলা প্রয়োজন। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ বা সংযোগের প্রতীতি চতুর্ধা।

একটি অতি-পুরাতন উদাহরণ দেয়া যাক—

অন্ধকার রাত্রে দূরের একটি স্তম্ভ দেখে স্পষ্ট ধারণা হ'ল একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। একটু কাছে এগিয়ে আসতে সন্দেহ হ'ল 'মানুষ না থাম?' আর একটু এগোতেই দেখা গেল, মানুষের মতই যেন মনে হচ্ছে, কিন্তু কাছে পৌছতেই বোঝা গেল

মানুষ নয় একটা থাম মাত্র। থামকে দেখে যতক্ষণ মানুষ ব'লে মনে হয়েছিল, ততক্ষণ ছিল মিথ্যাজ্ঞান। যখন মনে হ'ল মানুষ কি, না থাম? তখন এল সংশয়, যাতে থাকে বিতর্ক-বুদ্ধি। সংশয়ের কারণ মানুষ ও স্তম্ভের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য। 'মানুষের মতন' এই সাদৃশ্য-জ্ঞানের পর—'মানুষ নয়, একটা থাম' এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই সম্যক্ জ্ঞান।

এখন দেখা যাক—এই চতুর্ধা প্রতীতির মধ্যে সহৃদয়ের অনুকার্য-অনুকর্তা-ঘটিত-প্রতীতি স্থান পায় কিনা।

ধরা যাক শকুন্তলা-নাটকের কথা। ধীবর-আহৃত শকুন্তলার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় দুষ্মন্তের কাছে এসে পৌঁছেছে, পূর্বস্মৃতির সংবেদনায় তিনি অধীর হ'য়ে পড়েছেন। দুষ্মন্তের অভিনয় করছে যে নট, অপূর্ব তার কলা-কৌশল, সে যে সত্যই নট, দুষ্মন্ত নয়, একথা লোকে যেন ভুলে গেছে—তন্ময়তার এমন প্রগাঢ়তা এসেছে। অভিনেতাকে মনে হচ্ছে অভিনেয় নায়ক।

এখন প্রশ্ন এই যে কেন মনে হচ্ছে?

এ ধারণার স্বরূপ কি? এ কি সম্যক্ প্রতীতি, অর্থাৎ সহৃদয় কি মনে করেন—"এই ব্যক্তি নট মাত্র, কখনই দুষ্মন্ত নয়?" কোনো কিছু সম্বন্ধে অবধারণ বা নিষেধের নিশ্চয় জ্ঞানকে বলে সম্যক্ প্রতীতি। সহৃদয় দর্শক যেমন নিপুণ নটকে দেখে মনে করেন না "এই ব্যক্তি নট মাত্র" (নিশ্চয় অবধারণ) তেমনই "কখনই দুষ্মন্ত নয়" (নিশ্চয় নিষেধ) এমন কথাও মনে করেন না!

তবে কি অভিনেতা ও অভিনেয়ের সম্বন্ধ-প্রতীতিকে বলব মিথ্যা প্রতীতি? যেমন শুক্তিতে ঘটে রজতভ্রম? কেননা অভিনয়-কলা-কুশল নটকে দেখে যে অভিনেয় প্রকৃত নায়ক ব'লে ভ্রম হয় এ কথা তো ঠিক? কিন্তু পূর্বোক্ত প্রতীতিকে মিথ্যা প্রতীতি বলাও চলবে না, কারণ মিথ্যা প্রতীতি নির্বাধ নয়। শুক্তিতে যে রজতভ্রম হ'য়ে থাকে, সে ভ্রমটি শাশ্বত নয়। শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান হ'লেই রজতজ্ঞানটি

"রসনির্যাসস্বাদঃ প্রকটলীলায়ামপ্রকটলীলায়াং সদৈব বর্তত এব, তা এব জন্মাদিলীলাঃ প্রপঞ্চজনেষু কৃপয়া দর্শিতাশ্চেৎ প্রকটাঃ। তচ্চক্ষুর্ভ্যস্তিরোহিতাঃ পিহিতাশ্চেদপ্রকটা উচ্যন্তে ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষ্যমস্তীতি।"

—রস-নির্যাসের আস্বাদ প্রকটলীলায় যেমন আছে, অপ্রকটলীলাতেও তেমনি আছে। সেই জন্মাদিলীলা কৃপাবশত প্রাপঞ্চিক জনের চক্ষুগোচর হ'লে প্রকটা, তিরোহিতা হ'লে অপ্রকটা রূপে কথিত হয়। স্বরূপত প্রকট ও অপ্রকট লীলার কোনো পার্থক্য নেই।

"ন চাপ্রকটলীলায়াং সদা দাম্পত্যমেব, তথা তস্যা এব লীলায়া নিত্যত্বং চ, পরোঢ়োপপতিত্বং প্রকটলীলায়ামেব কিয়ন্তি দিনানি মায়িকমেব ন তু বাস্তবমিতি বক্তুং শক্যম্। সর্বলীলামুকুটমণিভূতায়া রাসলীলায়া অপি আদিমধ্যাবসানেষু পরোঢ়োপ্পতিভাবময্যা মায়িকত্বে অনুপাদেয়ত্বপ্রসক্তেঃ।"

"তস্যা মায়িকত্বেন 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ' ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতো ব্রজসুন্দরীণাং লক্ষ্ম্যাদিতোঽপ্যুৎকর্ষোঽপ্যবাস্তব এব স্যাৎ।"

অপ্রকটলীলায় সর্বদাই দাম্পত্য এবং দাম্পত্যেরই নিত্যত্ব, পরোঢ়ার উপপতিত্ব যা জ্ঞাত আছে তা শুধু প্রকটলীলায় কিছুদিনের জন্য মায়িক মাত্র—বাস্তব নয়—এমন কথা বলা উচিত নয়। সর্বলীলার মুকুটমণিভূত রাসলীলার মায়িকত্বে অনুপাদেয়তাপ্রসঙ্গবশতই আরো বলা উচিত নয় কারণ রাসলীলার আদিতেও ঔপপত্য, মধ্যেও ঔপপত্য, অবসানেও ঔপপত্যভাব।...

তাছাড়া মায়িকত্ব স্বীকার করলে 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ'—ইত্যাদি শ্লোক-প্রতিপাদিত লক্ষ্মীপ্রভৃতি থেকে ব্রজসুন্দরীদের উৎকর্ষ অবাস্তব ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়ে পড়ে।

বাধিত হয়। নটে দুষ্মন্ত-জ্ঞান যদি মিথ্যা হ'ত, তাহ'লে নটে নটজ্ঞান হ'লেই দুষ্মন্ত-জ্ঞান বাধিত হ'ত। কিন্তু তা হয় না। সহৃদয় জানে যে নট দুষ্মন্ত নয়, তবুও দুষ্মন্ত ব'লেই মনে ক'রে থাকে। সুতরাং এ প্রতীতি যে মিথ্যা প্রতীতি নয়, এ কথা নিশ্চিত।

এই প্রতীতিকে সাদৃশ্য-প্রতীতিও বলা যায় না। কেউই এ কথা ভাবে না, বা ভেবে রসানুভব করে না যে, প্রাক্তন দুষ্মন্ত ও বর্তমান নটের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে সেই সাদৃশ্যই চমৎকারিতার কারণ। নটের কতকগুলি মাত্র বাহ্যক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃত-নায়কগত-রসাদি-ব্যঞ্জক অনুভাবাদির সাদৃশ্যই বা কি ক'রে সম্ভব ?

সংশয়-প্রতীতির কথা তো উঠতেই পারে না। রসানুভূতির ঠিক মুহূর্তটিতে চিত্ত থাকে স্থির, অন্তর্মুখী। সংশয়িত চিত্তের দোদুল্যমান অবস্থায় স্থৈর্য আসা সম্ভবই নয়। তা ছাড়া, "এ কি দুষ্মন্ত, এ কি নট"—অনবরত দর্শকেরা এই কথাই ভাবছেন, অথচ রসানুভূতিও হচ্ছে, এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। অখণ্ড চিত্ত-সন্তান-প্রবাহে রসের স্বর্ণকমল ফুটে ওঠে, অখণ্ডসূত্রের সাহায্যেই মালা গাঁথা যায়। সংশয় ঘটায় চিত্ত-চাঞ্চল্য, সুতরাং তা রসানুভূতির অনুকূল কোন অবস্থায় চিত্তকে স্থাপিত করতে পারে না।

তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে সহৃদয়ের অনুকর্তা-অনুকার্য-ঘটিত সংযোগ-প্রতীতি সম্যক্, মিথ্যা, সাদৃশ্য ও সংশয় এই চারটি প্রতীতির কোনোটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। অর্থাৎ নট অভিনয়-কৌশলে নায়কের যে অনুকরণ করে, তাতে নটকে নায়ক থেকে ভিন্ন ব'লে মনে হয় না। এই ভেদ-প্রতীতির অভাব অর্থাৎ অভেদবোধ মিথ্যা সংশয়, সাদৃশ্য বা সম্যক্ প্রতীতির কোনো শ্রেণীতেই অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। লৌকিক সম্যগাদি-প্রতীতি থেকে বিলক্ষণ ব'লেই এই সংযোগপ্রতীতি অলৌকিক। বিলক্ষণ কেন ? এই অলৌকিক প্রতীতি যদি সম্যক্ প্রতীতি হ'ত, তাহ'লে মনে হ'ত 'এই ব্যক্তি নট মাত্র, দুষ্মন্তই নয়'। যদি মিথ্যা প্রতীতি হ'ত তাহ'লে কোনো না কোনো

সময়ে সে প্রতীতি বাধিত হ'তই অর্থাৎ নটে দুষ্মন্ত-জ্ঞানের বাধ (contradiction) হ'ত এবং নটকে নট ব'লেই মনে হ'ত। যদি সাদৃশ্য-প্রতীতি হ'ত তাহ'লে নটকে দুষ্মন্ত ব'লে কোনো সময়েই মনে হ'ত না, মনে হ'ত দুষ্মন্তের মত। যদি সংশয়-প্রতীতি হ'ত, তাহ'লে অনবরতই নটে দুষ্যন্ত-বোধের অর্থাৎ দুষ্যন্ত কি দুষ্যন্ত নয় এরূপ বোধের নিরন্তর অনিশ্চয়তায় চিত্ত দোলায়মান হ'তে থাকলে, রসবোধই সম্ভব হ'ত না।

প্রকৃত নায়কের স্থায়িভাবের ও সঞ্চারিভাবের সঙ্গে নটের অনুভাবের সংযোগপ্রতীতিতে যখন উপরে ব্যাখ্যাত সম্যগাদি কোনো প্রতীতিরই সাদৃশ্য নেই, তখন ঐ লৌকিক প্রতীতিগুলি থেকে যে এই প্রতীতি অত্যন্ত বিলক্ষণ ব'লেই অলৌকিক, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই প্রতীতি চিত্রের তুরগ-প্রতীতির সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীশঙ্কুকের সংযোগ-প্রতীতির অর্থাৎ অনুমাপ্য-অনুমাপকরূপ সম্বন্ধ-প্রতীতির অলৌকিকত্ব এইখানেই।

এবার 'নিষ্পত্তি'র অলৌকিকত্ব বিচার্য। শ্রীশঙ্কুকের মতে নিষ্পত্তির অর্থ অনুমিতি। অনুমিতির কারণ অনুমান। অনুমান লৌকিক প্রমাণ। ব্যাপ্তি, পক্ষ ও হেতুর সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর অনুমানের প্রামাণ্য নির্ভর করে। অবিনাভাব-সম্বন্ধের অপর নাম ব্যাপ্তি, যার অর্থ হেতু ও সাধ্যের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থাকা। ব্যাপ্তির অর্থ সাধ্যশূন্য স্থলে ব্যাপ্তির না থাকা। যে ধর্মীতে সাধ্যের অনুমান হয় তার নাম পক্ষ। হেতু পক্ষে থাকে, এবং সাধ্যের গমক হয়। পক্ষে সাধ্য-ব্যাপী হেতু জ্ঞানের নাম পরামর্শজ্ঞান। পরামর্শজ্ঞানের পরেই অনুমিতি হ'য়ে থাকে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

—"পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—"পর্বত বহ্নিমান্ ধূম আছে ব'লে।" এখানে ব্যাপ্তিবাক্য—'যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি।' 'সাধ্য'. কি? অগ্নি, অর্থাৎ প্রমাণ করা হবে যে 'পাহাড়ে আগুন আছে'। পর্বত

এ স্থলে পক্ষ, কারণ পক্ষেই সাধ্যের জ্ঞান হ'য়ে থাকে। পর্বতে অগ্নি আছে কারণ সেখানে ধূম দৃশ্যমান। ধূম যখন দৃশ্যমান তখন আগুনও নিশ্চয়ই আছে, এই জ্ঞান অনুমিতি। অনুমিতির পূর্বে পক্ষে সাধ্য-ব্যাপ্য হেতু জ্ঞান হয়। এখানে পর্বতে অগ্নি-ব্যাপ্য ধূম-জ্ঞান হয়েছে। এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ। পরামর্শের পরেই অনুমিতি হয়, 'পর্বতো বহ্নিমান্'—পাহাড়ে আগুন আছে। এই অনুমিতি লৌকিক অনুমিতি।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতি কিন্তু লৌকিক নয়, অলৌকিক, তার কারণ লৌকিক অনুমিতিতে যতগুলি ঘটক বা প্রযোজক থাকে, সেগুলি এতে নাই। তবুও এই অনুমিতি অনুমিতির আভাস নয়, সত্যকারের অনুমিতিই।

লৌকিক অনুমিতির একটি প্রধান ঘটক এই যে, পক্ষে হেতুর অবস্থিতি অপরিহার্য—পর্বতে যদি ধূম না থাকে তাহ'লে অগ্নির অনুমিতিই হ'তে পারে না। এ স্থলে কিন্তু তা নয়, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিতে পক্ষে বা নটে প্রকৃত অনুভাবাদি হেতুর অবস্থিতি না থাকলেও কিছুই আসে যায় না। কথাটা আর একটু প... স্কার ক'রে বলছি।

ভট্টলোল্লটের মতে রসবস্তুটি প্রকৃতনায়কাদিগত। শ্রীশঙ্কুকের মতে স্থায়িভাবটিই প্রকৃতনায়কাদিগত, রস নয়: কারণ রস আছে সামাজিকের অনুমিতিতে। স্থায়িভাব নায়কনিষ্ঠ, অভিনেতৃগত নয়, —একথা গৃহীত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার্য যে নটে অনবস্থিত স্থায়িভাবেরই অনুমান করা হয়। এমন প্রশ্ন করা স্বাভাবিক—"যে বস্তু যে স্থলে নেই সে বস্তু সেই স্থলে আছে"—..ই অনুমান কি ক'রে সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রথমত এই শ্রেণীর অনুমানের কোনো বিসংবাদ নেই, দ্বিতীয়ত বস্তুসৌন্দর্যবলে যে এই শ্রেণীর অনুমান হ'য়েই থাকে এও অনুভবগ্রাহ্য। নটে দুষ্মন্ত-জ্ঞান অর্থাৎ নটকে দুষ্মন্ত মনে করা সত্য নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়! রসিকের

রসানুমিতির অনুকূল জ্ঞান যদি ভ্রম হ'য়েও সংবাদী ভ্রম হয়, তাহ'লে সর্বদাই সে স্বীকার্য, আদরণীয়। ভ্রমের দ্বারা যদি অর্থক্রিয়াকারিত্ব ব্যাহত না হয় তাহ'লে ভ্রমও তো প্রমাতুল্য। নটে দুষ্মন্তের তাদাত্ম্য-বোধনিবন্ধন রতির অনুমিতির অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ রস-সৃষ্টি আছে। নটে দুষ্মন্ত-জ্ঞান ভ্রম কিন্তু রসসৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধবশত এই ভ্রমও প্রমাপদবাচ্য—"ভ্রান্তিরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা।"

প্রসঙ্গত জ্ঞানের মিথ্যাত্ব-সত্যত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। মিথ্যা জ্ঞান ভ্রম, সত্য জ্ঞান প্রমা। জ্ঞান-মাত্রেই বিশিষ্ট, কারণ জ্ঞানের বিষয়কে বর্জন ক'রে কোনো জ্ঞান হয় না। জ্ঞান যদি যথার্থ হয় অর্থাৎ অর্থ (object) যেরূপ, জ্ঞানও যদি সেরূপ হয় তাহ'লেই জ্ঞান হয় প্রমা। যদি অযথার্থ হয় অর্থাৎ অর্থ বা বিষয় এক, জ্ঞান হয় অতদ্‌বিষয়ক তাহ'লে জ্ঞান হয় ভ্রম। এই জন্য নব্য-নৈয়ায়িকগণের লক্ষণ—"তদ্‌বতি যৎপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা, তদভাববতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রমঃ।"

বিশিষ্ট জ্ঞানে (judgment) একটি বিশেষ্য আর অপর অংশ বিশেষণ (subject and predicate)। এই বিশেষণ (predicate) যদি সত্যই বিশেষ্যে বর্তমান থাকে তবে সে জ্ঞান প্রমা হয়। যদি না থাকে তবে ভ্রম হয়। "তদ্‌বতি"—এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ বিশেষণ বা ধর্ম। রজতত্বরূপ ধর্ম যেখানে আছে সেখানে 'ইহা রজত' এই জ্ঞান যথার্থ, কারণ 'ইহা রজত' এই বাক্যের অর্থ 'ইহাতে রজতত্ব আছে।' যেখানে রজতত্বের অভাব সেখানে 'ইহা রজত' এই জ্ঞান ভ্রম। প্রকার-শব্দের অর্থ বিশেষণ।

সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব জ্ঞানের ধর্ম, বস্তুর সাক্ষাৎ ধর্ম হ'তে পারে না। উপচারবশত আমরা বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা বলি।

অনুমান-মাত্রেই যে সুন্দর তা নয়। অনুমেয় বস্তুর সৌন্দর্যের উপর অনুমানের সৌন্দর্য নির্ভর করে। বস্তু-সৌন্দর্য-বলেই বস্তুর অনুমিতি হয় রসের অনুমিতি। শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতির অলৌকিকত্বও এইখানে,

অর্থাৎ অন্যান্য অনুমিতি থেকে এর মূলেও আছে বৈলক্ষণ্য ফলেও আছে বৈলক্ষণ্য। অন্যান্য অনুমিতির মূলে আছে পক্ষে হেতুর সদ্‌ভাব, এই অনুমিতির মূলে আছে নটে বাস্তব অনুভাবাদি হেতুর অসদ্‌ভাব। অন্যান্য অনুমিতির ফল বস্তুজ্ঞান মাত্র, এই অনুমিতির ফল বস্তু-সৌন্দর্য-জনিত রস। অন্যান্য অনুমিতি যদি লৌকিক হয়, এই অনুমিতি তাহ'লে অলৌকিক।

কিছু আসে যায় না অবাস্তবতায়, কারণ রসানুমিতি প্রতীতি মাত্র, বহির্জগতের সুখ-সুবিধার কষ্টিপাথরে একে ক'ষে নিতে হয় না, সুতরাং বাস্তব কি অবাস্তব এমন প্রশ্ন মনেই আসে না। আর অবাস্তব হ'লেই বা ক্ষতি কি—যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে বাস্তব হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন, অবাস্তব অখণ্ড ও সুন্দর। অবাস্তব অলৌকিক অনুমিতির রসোচ্ছ্বাসে হৃদয় যদি পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে, কাজ কি তার সত্য-মিথ্যা বিচারে—"অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বম্ অপ্রযোজকম্। উভয়থা চমৎকারলক্ষণার্থ-ক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে —ইতি কাব্যানুমিতেরেষানুমানান্তরবিলক্ষণতা—ইতি অনুমানবাদি-নোঽয়মভিপ্রায়ঃ।" ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান—রুয্যক

ভুক্তিবাদ

ভট্টনায়কের মতে রসের অলৌকিকত্ব অন্যত্র। তিনি বলেন সংযোগের অর্থ ভোগ্যভোজক ভাব এবং নিষ্পত্তির অর্থ ভুক্তি। বিভাবাদির সাধারণ্য ঘটার ফলে সাধারণীকৃত স্থায়িভাবের আনন্দচৈতন্য দ্বারা যে সাক্ষাৎকার হয় তারই নাম ভুক্তি (enjoyment)।

এখন প্রশ্ন, সাধারণীকরণ সম্ভব হয় কি ক'রে? ভট্টনায়ক বলেন শব্দের তিনটি ব্যাপার আছে। প্রথম ব্যাপার অভিধা। ভট্টনায়ক লক্ষণাকে অভিধার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ লক্ষণা অভিধেয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ অর্থকে প্রতিপাদন করে। এ ছাড়া তিনি কাব্যে শব্দের আরো দুটি ব্যাপার স্বীকার করেছেন—একটি ভাবকত্ব, অপরটি ভোজকত্ব। ভাবকত্ব ব্যাপারের মহিমায় অসাধারণ বিভাবাদি সাধারণ বিভাবাদিরূপে প্রতীত হয়। প্রত্যক্ষে শকুন্তলা বা দুষ্মন্ত ব্যক্তি-বিশেষ- রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু কাব্যে ও নাট্যে শকুন্তলাদি ব্যক্তিবিশেষ নয়—সাধারণ নায়িকা (a universal woman)। ভোজকত্ব ব্যাপারকে বলা হয় সাক্ষাৎকার (intuition—direct realization)।

ভাবকত্ব ব্যাপার-বলে স্থায়িভাব রতি ইত্যাদি সাধারণীকৃত হ'য়ে যায়। রতি এখন দুটি ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রসানুভূতির বিষয়ীভূত রতি ব্যক্তি-সম্বন্ধকে অতিক্রম ক'রে সাধারণীভূত হ'য়ে যায়। কাজেই সহৃদয় এই রতিকে নিজের ব'লে গ্রহণ করতে পারে, এবং রতি প্রভৃতি যেহেতু আলম্বন ছাড়া থাকতে পারে না—তাই আলম্বনও এর সঙ্গে যুক্ত হ'তে বাধ্য হয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—এ আলম্বন ব্যক্তি-বিশেষ নয়। ব্যক্তি-বিশেষের হ'লে সহৃদয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ঘটতে পারত না।

সাধারণীকরণের পর শব্দের ভোজকত্ব-ব্যাপার সহৃদয়ের চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করে এবং শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিয়ে দেয়, যাতে চিত্ত হয় স্থির, অচঞ্চল, সমাহিত এবং বিষয়-গ্রহণ-পটু (sensitive).। মন যখন ভারাক্রান্ত থাকে এবং সূক্ষ্ম বা সুকুমার বিষয়ে আবিষ্ট হ'তে পারে না তখন চলে তমোগুণের ব্যাপার। মন যখন চঞ্চল, কোনো বিষয়েই লেগে থাকতে পারে না, তখন চলে রজোগুণের ক্রিয়া। সত্ত্বের উদ্রেক হলে চিত্ত রজোগুণের ও তমোগুণের দোষ পরিহার করে।

এই অনাবৃত আনন্দময় চৈতন্য যখন সাধারণীকৃত স্থায়িভাবকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করে তখন হয় রস। বস্তুত এই আনন্দের দ্বারা স্থায়িভাবের সাক্ষাৎকারই রসানুভূতি। এই রসানুভূতিতেই চিত্ত স্থির বিশ্রাম লাভ করে, অন্যত্র তার গতি হয় রুদ্ধ; কারণ গতির আর কোনো প্রকার চেষ্টা থাকে না। মন ভ'রে ওঠে এবং অন্য কোনো বিষয়ের স্থান আর সেখানে থাকে না।

বিভাব অনুভাব সঞ্চারিভাব ও স্থায়িভাব বলতে যা বোঝায়—সবই অভিধা-শক্তির জন্য। নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি আলম্বন-বিভাবের, চাঁদ-তারা-ফুল ইত্যাদি উদ্দীপন-বিভাবের, হর্ষ-বিষাদ-প্রভৃতি সঞ্চারিভাবের এবং শোক-রতি ইত্যাদি স্থায়িভাবের সমস্ত অর্থই শব্দের অভিধাবৃত্তিলভ্য এবং প্রত্যেকটি অর্থই বিশিষ্ট। শব্দের ভাবনাবৃত্তি এই সব বিশিষ্ট বস্তুকে করে অবিশিষ্ট, অসাধারণকে করে সাধারণ, স্থান-কাল-পাত্রকে করে নিরবচ্ছিন্ন। রাম-সীতা প্রভৃতি নায়ক-নায়িকা তাঁদের রামত্ব-সীতাত্ব-রূপ বিশেষ অংশ পরিত্যাগ ক'রে সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রতীক বা প্রতিভূরূপে আবির্ভূত হন। একে পাত্র-পাত্রী-প্রভৃতির সাধারণীকৃতি বলা যায়। বনস্থলী-সৈকত-শৈলশিখর-প্রভৃতি স্থান, সন্ধ্যা-উষা-প্রভৃতি কাল তাদের বিশেষ অংশ পরিহার ক'রে সাধারণ স্থান-কাল-হিসাবে উপস্থিত হয়। কুমার-সম্ভবের হিমালয়-পর্বতের সৌন্দর্যবর্ণনা, মেঘদূতের বর্ষার বর্ণনা

কিংবা শ্রীকান্তের নিশীথবর্ণনা ইত্যাদি হিমালয়প্রভৃতির বিশেষ সম্বন্ধ পরিহার ক'রে পার্বত্য-সৌন্দর্য ঋতু-সৌন্দর্যাদির সাধারণ আবেদনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে থাকে অর্থাৎ বিশেষের মধ্য দিয়ে সার্বভৌমের ব্যঞ্জনা ঘটে।

রামগিরিতে কবে কোন্ বর্ষা তার উদ্দাম মেঘদামে সজ্জিত হয়েছিল সে খোঁজে আজ কার দরকার? হিমালয়ের কোন্ ফুলের আলোয় কোন্ কিন্নর-দম্পতীর বিহারগুহা আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল সে কথা জানায় কি লাভ আজ? তবু যে আজও ভালো লাগে তার কারণ সেগুলি স্থান-কালের বিশেষ অংশ পরিত্যাগ ক'রে চিরন্তন সৌন্দর্যে নিখিল চিত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এইভাবেই উদ্দীপন-বিভাবে স্থান-কালের সাধারণীকৃতি হ'য়ে থাকে।

এগুলি লৌকিক ব্যাপার নয়, বিশেষকে ত্যাগ ক'রে লোক-যাত্রা সম্ভব নয়। বিশেষ স্থানে বিশেষ কালে পাত্র-বিশেষ কোনো বিশেষ ঘটনারই কারক হ'য়ে থাকে। 'চিরন্তন'কে নিয়ে 'প্রত্যহ' ঘর করে না। তাই চিরন্তন বস্তুকে আমরা বলি অপার্থিব, অলৌকিক। বিভাবাদির সাধারণীকৃতিও তাই অলৌকিক।

পূর্বেই বলেছি ভট্টনায়কের মতে এই অলৌকিকত্বের কারণ, শব্দের একটি বিশেষ শক্তি যার নাম ভাবনা এবং এই শক্তি অভিধা-শক্তি থেকে ভিন্ন। নাট্যে এই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয় বিচিত্র নৃত্য-গীত-বাদ্য-দীপ-মাল্য-বসনাদি।

—"তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাব-গুণালঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহসঙ্কটতানিবারণকারিণা বিভাবাদি-সাধারণীকরণাত্মনাঽভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ" —অভিনব-ভারতী

ভট্টনায়কের সম্বন্ধ-প্রতীতির অলৌকিকত্ব এইখানে—বিভাবাদির সাধারণীকৃতিতে।

ভট্টনায়কের ভুক্তির অলৌকিকত্ব নিখিল ব্যাপ্তিতে, সর্বাশ্রিতত্বে ও সর্বাশ্রয়ত্বে। মানুষ নিজেকে নিয়ে যখন ব্যাকুল থাকে তখন নিজেকে ছাড়িয়ে সে উঠতে পারে না। যে স্থানে বা যে কালে সে জন্মেছে, নিজের মনটুকু নিয়ে তাতেই থাকে ওতঃপ্রোত। মাতৃকুক্ষিগত ভ্রূণের মত নিজেতেই নিজে থাকে অবলুপ্ত। বিশ্বের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে নিজের হৃৎস্পন্দনের সমতান সে জানতে পায় না। এই জানাটা প্রথম জানায় শিল্প, তা সে কাব্যেই হোক, আর চিত্রেই হোক বা অন্য কিছুতেই হোক। মনের ভিয়ানেই রসের যোগান, শিল্পের প্রেরণা হৃদয়ে, বুদ্ধিতে নয়। বুদ্ধির এলাকা জ্ঞানে—সেখানে শুধু সংগ্রহের কাজই চলেছে—কত জ্ঞানের সংগ্রহ। মন সংগ্রহ করতে জানে না, যেটুকু রাখার মত সেইটুকুই সে আত্মসাৎ করে মাত্র। মনের এই আত্মসাৎ করাটা "হ'য়ে ওঠা"রই নামান্তর। সে অন্যকে অনুভব করে নিজের মধ্যে, নিজেকে অনুভব করে অন্যের মধ্যে। এই যে নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠা, ব্যক্তির হ'য়ে ওঠা নৈর্ব্যক্তিক, একের হ'য়ে ওঠা অনেক, একেই ক্ষুদ্র অহংকারের বৃহৎ অহংকারে রূপান্তর-প্রাপ্তি বলে। বৃহতের সিন্ধুতে ক্ষুদ্রের বিন্দুর লোপ হ'লেই ঘটে রসানুভূতি। তাই রসানুভূতির মধ্যে সব চাইতে বড় ব্যাপার ক্ষুদ্র অহংতার বৃহৎ অহংতায় আত্মলোপ—যার দ্বারা সম্ভব হয় ভোগীকৃতি। রসোপলব্ধির সহায়ক ব্যাপারত্রয়ে ভোগীকৃতি প্রধান, অভিধা ও ভাবনা গৌণ—"দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপার-প্রাধান্যে।"

ভোগীকৃতি বা ভোগীকরণ একটি আন্তর ব্যাপার—সহৃদয়ের অন্তর্মুখী চিত্তের সাধারণীকৃত বস্তু-বিজ্ঞানের আস্বাদনমাত্র। চিত্ত তখন সত্ত্বে সমারূঢ়, রজোগুণের চাঞ্চল্য বা তমোগুণের মোহ তিরোহিত, বহির্বস্তুর গ্রহণ-বর্জন-স্পৃহা পরিত্যক্ত। কারণ কার জিনিস কে গ্রহণ করবে? অহংবোধশূন্য চিত্তের মমত্ববোধই নেই। সে চিত্তে এমন কথা ভেসে ওঠে না যে এই বিভাবাদি আমার কিংবা আমার নয়, অর্থাৎ পরের। এই আমারও নয়, পরেরও নয়, উদাসীনেরও

নয়, কারুরই নয়, সকল সম্বন্ধ-বর্জিত বিজ্ঞানমাত্রে পর্যবসিত পদার্থের আস্বাদনকেই ভোগীকরণ বলা হয়।

ভোগকর্তার চিত্ত নির্মল ও মোহবিনির্মুক্ত। যেমন স্ফটিকে জবাপুষ্পরাগ প্রতিবিম্বিত হ'লে স্ফটিকের স্বচ্ছতা ও পুষ্পের রক্তিমা অভিন্ন ব'লে মনে হয়, তেমনি নির্মল চিত্তে ব্রহ্মোপরাগবশত ব্রহ্ম ও চিত্তের অভেদ বুদ্ধিজনিত এক অপূর্ব অবস্থার সূত্রপাত হয়। এই অবস্থায় বেত্তা ও বেদ্যের ভেদ থাকে না। এক অপূর্ব ঐকাত্ম্যে গ্রাহ্য-গ্রাহক, ভোগ্য-ভোক্তা, বহিরন্তর ওতঃপ্রোত হ'য়ে পড়ে, যার ফলে অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র অহংতার (egoism) বৃহৎ অহংতায় পরিণমনের ফলে চিত্তের সঙ্গে বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু ও প্রাণীর এক অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য উপস্থিত হয়। এই অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে কবি ব'লে থাকেন—

"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক্
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃতরূপ করুক প্রকাশ।"

আরোগ্য—রবীন্দ্রনাথ

প্রশ্ন হ'তে পারে সাধারণ সহৃদয় পাঠকের মনে এইরূপ বিশ্ব-তাদাত্ম্যবোধ সম্ভব কিনা? কাব্যপাঠের সময়ে এই আদর্শ জ্যোতিতে পৌঁছনো যাক আর না যাক, এর রশ্মিবিচ্ছুরণ মনকে যে রঞ্জিত ক'রে তোলে তাতে কোনো সংশয় নেই। তাছাড়া আদর্শকে ছোট করা বা অবনত করা সমীচীন নয়। আদর্শের প্রতি মানব-হৃদয়ের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, দূরত্ব তাকে শিথিল করতে পারে না, আদর্শ অনতিগম্য হ'লেও তার টান অস্বীকার করা যায় না।

"ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়;

তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ,—
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও হে নাথ।"

নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ

হয়তো এই উদ্ধৃতির মধ্যে তীব্র রসানুভূতি নেই, আছে খণ্ড থেকে অখণ্ড অনুমিতির একটি তর্কবিজ্ঞান-ঘটিত মানস প্রক্রিয়া। শত আকর্ষণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে, অথচ এর প্রত্যেকটি থেকে উদ্ভূত তান একটি বিরাট্ একতানে সংহত হবে, কবি এখানে এই সচেতন ইচ্ছাটি প্রকাশ করেছেন মাত্র!

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপনিষদে আছে—"এই বিশ্বভুবন সৃষ্টি ক'রে তাতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হলেন।" সহৃদয় সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। ব্রহ্ম যেমন সর্বভূতের আশ্রয়, এবং সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, সহৃদয়চিত্তও তেমনি সর্বভূতের আশ্রয়, এবং সর্বভূতে আশ্রিত, অর্থাৎ সবকিছুকে যেমন সে নিজের মধ্যে দেখে, নিজেকেও তেমনি সবকিছুর মধ্যে দেখে থাকে। এক নূতন ভুবন সৃষ্টি ক'রে নিজেই তাতে প্রবেশ করে। হৃদয়ের এই মহাব্যাপ্তিই সাধারণীকৃত বিজ্ঞানমাত্রসার বাহ্যবস্তুকে আস্বাদিত ক'রে রসানুভূতিকে সম্ভব ক'রে তোলে। ভট্টনায়কের ভুক্তির অলৌকিকত্ব এইখানেই যেখানে ক্ষুদ্র ও অনিত্য লৌকিক অস্তিত্বের পরিণতি ঘটে বৃহৎ ও নিত্য অলৌকিক সত্তায়।

অবশ্য যদিও ভাবনা-শক্তি-বশে বিভাবাদির সাধারণীকৃতি ঘটলে চিত্তের এই বৃহত্তম ব্যাপ্তি ঘটে, তবু ব্যাপ্তির যে ফল আনন্দচর্বণা তার কারণ কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত ভোগীকৃতি। গুহামুখ থেকে বৃহৎ শিলাখণ্ড অপসারিত করলে কলস্বনা স্রোতস্বতী যেমন উচ্ছল হ'য়ে নেমে আসে,

তেমনি ভাবনা-শক্তি-বশে বিভাবাদির সাধারণীকরণ ঘটলে সত্ত্ব-সমারূঢ়-চিত্তে আনন্দ-প্রবাহ উদ্বেল হ'য়ে ওঠে। ভাবনা-শক্তির কাজ ঐ রজঃ এবং তমোগুণের অধঃকরণ মাত্র—গুহামুখ থেকে শিলাখণ্ড সরিয়ে দেয়া মাত্র। তারপরে রসচর্বণার যে নির্মল আনন্দধারা, সে ঐ ভোগীকৃতির কাজ—স্বতঃপ্রবৃত্ত আন্তর ব্যাপার—স্রোতস্বতীর স্বতঃ-প্রবাহিত স্রোতোধারার মত।

অভিব্যক্তিবাদ

অভিনবগুপ্তের মতে রসের অলৌকিকত্ব অন্যত্র। সংযোগপ্রতীতি তাঁর মতে ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব এবং নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ অভিব্যক্তি। ব্যঙ্গ্য কার্যের ও ব্যঞ্জক কারণের ঐকাধিকরণ্যের বৈশিষ্ট্যে আছে সংযোগের অলৌকিকত্ব। এখন বিচার্য—কার্যকারণের ঐকাধিকরণ্যের মধ্যে এস্থলে অলৌকিকত্বই বা কি এবং অভিব্যক্তিই বা অলৌকিক কিসে?

কার্যকারণতত্ত্বের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কার্য ও কারণের সামানাধিকরণ্যের অবশ্যম্ভাবিতা। কার্য-কারণ যদি একাশ্রয়ে থাকে তাহ'লে কার্যসিদ্ধি হয়। বস্ত্ররূপ কার্য ও সূত্র-সংযোগরূপ কারণ—দুয়েরই থাকা চাই বস্ত্রসূত্রে। ঘটরূপ কার্য ও কপালসংযোগরূপ কারণ দুয়েরই থাকা চাই ঘটকপালে, অন্যথায় ঘটোৎপত্তি সম্ভব নয়। এ দুটি উদাহরণ কার্য ও অসমবায়িকারণের সামানাধিকরণ্যের। কার্য—ঘট ও বস্ত্র। অসমবায়িকারণ—কপালসংযোগ ও সূত্রসংযোগ। সামানাধিকরণ্য ঘটকপালে ও সূত্রে।

কার্য ও সমবায়িকারণের একাশ্রয়তাও সমভাবে সত্য। কার্য ও অসমবায়িকারণ সমবায়িকারণে থাকে সমবায়সম্বন্ধে বা একার্থসমবায়-সম্বন্ধে, কিন্তু কার্য ও সমবায়িকারণ সমবায়িকারণে থাকে বিভিন্ন সম্বন্ধে—সমবায়িকারণে কার্য থাকে সমবায়সম্বন্ধে, সমবায়িকারণে সমবায়ী থাকে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে। বস্ত্র ও সূত্রসংযোগ সূত্রে থাকে সমবায়সম্বন্ধে বা একার্থসমবায়সম্বন্ধে, কিন্তু বস্ত্র ও সূত্র সূত্রে থাকে বিভিন্ন সম্বন্ধে—সূত্রে বস্ত্র থাকে সমবায়সম্বন্ধে, সূত্রে সূত্র থাকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে।

কার্য ও নিমিত্ত-কারণেরও সমান সামানাধিকরণ্য। তন্তুবায় সূত্র দিয়ে বস্ত্র বোনে, বস্ত্র বোনা শেষ হ'লে তন্তুবায়ের সঙ্গে সে বস্ত্রের

কোনো সম্বন্ধ থাকে না—একথা সত্য ; কিন্তু তন্তুবায় যদি গোড়া থেকেই না থাকত তাহ'লে কি কোনো সময়েই বস্ত্র বোনা হ'ত? "তৎকর্তৃকব্যাপারবত্ত্ব"-সম্বন্ধে তন্তুবায়ের সঙ্গে বস্ত্রের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ বা একাশ্রয়ত্ব না থাকলে তন্তুবায়ের তাঁত চালাবার সময়ে বস্ত্র-বোনা না হ'য়ে হয়তো তাঁত থেকে বেরিয়ে আসত ঢেঁকিছাটা চাল। সংক্ষেপে সমবায়িকারণে কার্য ও অসমবায়িকারণ থাকে সমবায়-সম্বন্ধে, সমবায়ী নিজে থাকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে এবং কার্যে নিমিত্তকারণ থাকে তৎকর্তৃকব্যাপারবত্ত্বসম্বন্ধে। এইভাবে কার্যকারণের সামানাধি-করণ্য সম্ভব হয়।

কার্য-কারণের সামানাধিকরণ্যের এই নিয়ম রসানুভূতির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সুতরাং রস যদি কার্য হয়, বিভাবাদি যদি কারণ হয়, তাহ'লে তাদের সামানাধিকরণ্য কোথায়—সহৃদয়চিত্তে? কার্যরস না হয় সহৃদয়ের চিত্তে থাকতে পারে, কিন্তু বিভাবাদি তো বহির্বস্তু—বহির্ব্যাপার—এ স্থলে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় কি ক'রে? কার্য-কারণের একাশ্রয়তা বিনা উদ্দেশ্য-সিদ্ধি যদি না হয়, সেক্ষেত্রে রসের ও বিভাবাদির একাশ্রয়তা না হ'লেই বা রসানুভূতি সম্ভব হয় কি ক'রে?

অতএব কার্য রস ও কারণ বিভাবাদির একাশ্রয়ত্ব বা সামানাধি-করণ্য অবশ্য-স্বীকার্য। সামানাধিকরণ্য ঘটে সহৃদয়-চিত্তে। কি ক'রে ঘটে—বলছি।

অন্তঃকরণ স্বচ্ছ, তার একদিকে আছে জ্ঞাতা বা সাক্ষী আত্মা অন্যদিকে আছে জ্ঞেয় বস্তুভুবন। চিত্তবৃত্তিগুলি অন্তঃকরণের ধর্ম। অন্তঃকরণের ধর্ম ব'লে এগুলি অবশ্যই সাক্ষিভাস্য। এই চিত্তবৃত্তিগুলি-দ্বারা বাহ্য-বস্তুও অনুকূল বা প্রতিকূলভাবে গৃহীত হ'য়ে সাক্ষিভাস্য হ'য়ে থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র অন্তঃকরণধর্মগুলিই সাক্ষিভাস্য হয়, আর কিছু নয়, —একথা বলা যায় না। "আমি ঘট জানি"—এই জ্ঞান জ্ঞেয় ও

জ্ঞাতা উভয়কেই বুঝিয়ে দেয়। জ্ঞান আছে অথচ জ্ঞেয় নেই (ঘট নেই), কিংবা জ্ঞাতা নেই (ব্যক্তি বা আত্মা) এমনটা হয় না। "আমি ঘট জানি না"—এই অ-জ্ঞানও জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে জানিয়ে দেয়। সুতরাং জ্ঞানের সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য, অ-জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। লোকে যখন স্বপ্ন দেখে তখন দ্রষ্টা থাকে কে? আত্মচৈতন্য। স্বপ্ন তো অন্তঃকরণের ধর্ম নয়, স্বপ্ন হচ্ছে অবিদ্যার প্রসূতি। অন্তঃকরণের নির্মলতায় আত্মচৈতন্য যেমন প্রকাশিত হয়, অবিদ্যার সমলতায় আত্মচৈতন্য তেমনি আবৃত হ'য়ে থাকে। তবু অন্তঃকরণধর্মের সঙ্গে সম্বদ্ধ বস্তুর জ্ঞান যেমন প্রমারূপে আত্মচৈতন্যের দ্বারা সাক্ষীকৃত হয় অবিদ্যার সঙ্গে সম্বদ্ধ বস্তুর ভ্রমও তেমনি আত্ম-চৈতন্যের দ্বারা সাক্ষীকৃত হয়। শুধু মাত্র জ্ঞানের অনুব্যবসায় নয়, জ্ঞানের সঙ্গে সম্বদ্ধ জ্ঞেয় বস্তুও আত্মচৈতন্যের দ্বারা সাক্ষীকৃত হ'য়ে থাকে। অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার যে কোনো ধর্মই বাহ্যবস্তুসংশ্লিষ্ট হ'য়ে প্রমা বা ভ্রম যা কিছুই উৎপন্ন করুক না কেন, সব কিছুরই সাক্ষী বা দ্রষ্টা শেষ পর্যন্ত যখন আত্মচৈতন্যই তখন এটা প্রমাণিত করা কষ্ট হবে না যে স্বকীয় হৃদয়গত বাসনা অভিব্যক্ত হ'য়ে অন্তঃক-ধর্ম হ'লে তৎসংশ্লিষ্ট বিভাবাদিও সহজেই সাক্ষিভাস্য হ'তে পারে। বহির্গত পরকীয় বিভাবাদিকে অন্তর্গত স্বীয় বাসনার বিভাবাদি ব'লে ধ'রে নেওয়া যদি ভ্রম ব'লে অভিহিত হয়, তাহ'লেও ক্ষতি নাই, কেননা ভ্রমও সাক্ষিভাস্য হ'তে পারে। সুতরাং জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয়, ভ্রম বা ভ্রমের বিষয় দুইই যখন সাক্ষিভাস্য, দুয়েরই পরমা স্থিতি যখন সেই পরম আত্মচৈতন্যে, তখন স্বীয় অন্তঃকরণগত রতিভাবাদি বাসনা এবং পরকীয় বিভাবাদি যে উদ্বোধ্য-উদ্বোধকভ ব সম্বদ্ধ হ'য়ে সেই পরম একমাত্র আত্মচৈতন্যেই পরমা একাশ্রয়ী স্থিতি লাভ করে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এইভাবে কার্য রস ও কারণ বিভাবাদির সামানাধিকরণ্য সাক্ষিপুরুষে হ'য়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন—কার্যকারণতত্ত্বের একাশ্রয়তা না হয় সিদ্ধ হ'ল,

কিন্তু এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়? অন্তঃকরণ বা অবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তুসমূহ আত্মচৈতন্যের দ্বারা সাক্ষীকৃত হয়,, এ তো সব কিছু সম্বন্ধেই সাধারণ সত্য। কাব্য-নাট্য-গত রসের প্রত্যক্ষীকরণের বৈশিষ্ট্য কোথায় যার বলে সর্বপ্রকার লৌকিক সম্বন্ধ থেকে বিলক্ষণ বিভাবাদি ও রসের সম্বন্ধ অলৌকিক-আখ্যা প্রাপ্ত হয়?

আলঙ্কারিকেরা ব'লে থাকেন, পূর্বানুভূত বস্তুরই স্মৃতি সম্ভব। যা পূর্বে অনুভূত হয়নি তার বিষয়ে স্মৃতিরও উদ্রেক হয় না। স্মৃতির উদ্রেক হয় তখন যখন তদনুভবজন্যা বাসনা থাকে। অনুভবগুলি তো সবই ক্ষণস্থায়ী—এই আছে, এই নেই, অথচ স্মৃতি যে ঠিক অনুভবের পরক্ষণেই হয় তা নয়। কাজেই যখন অনুভব আছে তখন স্মৃতি নেই, যখন স্মৃতি আছে তখন অনুভব নেই, অথচ অনুভব ও স্মৃতির মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। এই সব তথ্যকে বিচারপূর্বক গ্রহণ করলে অনুভবের ও স্মৃতির মাঝখানে একটি সম্বন্ধসূত্রকে স্বীকার করতেই হবে। সেই সম্বন্ধ-সূত্রের নামই ভাবনা বা বাসনা বা সংস্কার। এই সংস্কার বা বাসনা ফলোৎপত্তি না হ'লে যুগান্তকাল পর্যন্ত থাকে। এইজন্যই বলে জীব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাসনামুক্তি নেই। বদ্ধ ও জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বাসনার ফল-প্রসবক্ষমতা। অনুভব-জন্যা বাসনা স্মৃতির জনিকা। বাসনা উদ্বুদ্ধ হ'লে স্মৃতিই জেগে ওঠে, অনুভূতি নয়—জীবনের সমস্ত স্মৃতি সম্বন্ধেই এই হচ্ছে নৈয়ায়িকী এষণা।

স্মৃতি ও অনুভূতি

কিন্তু রসানুভূতির ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি, কি অনুভব করি? অনুভব করি বিভাবাদি-উদ্বুদ্ধ বাসনা অনুভূতিরই উচ্ছ্বাসে হৃদয়ভূমি রসাপ্লুত ক'রে দেয়। এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ব্যাপারকে নৈয়ায়িক-প্রথার অনুরোধে অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং যেহেতু স্মৃতিজনিকা লৌকিকী বাসনা থেকে অনুভূতিজনিকা এই বাসনার প্রভেদ আছে যেহেতু রসানুভূতি বিভাবাদি-উদ্দীপিত-প্রবুদ্ধবাসনার সাক্ষাৎ ফল-

স্বরূপা, যেহেতু এই রসানুভূতি অলৌকিকী, সেহেতু অলৌকিক কার্যের কারণ-স্বরূপ বিভাবাদি সম্বন্ধও নিশ্চিতরূপেই অলৌকিক। এই-ভাবেই বিভাবাদি ও রসের, কারণ ও কার্যের, ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ অলৌকিক হ'য়ে ওঠে। লৌকিক ক্ষেত্রে যে বাসনা স্মৃতিকে মাত্র জাগ্রত করে, অলৌকিক ক্ষেত্রে তা অনুভূতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। কার্য যেখানে অলৌকিক কারণও সেখানে অলৌকিক। রস অলৌকিক, সুতরাং বিভাবাদি অলৌকিক, উভয়ের সম্বন্ধও অলৌকিক। অভিনবগুপ্তপ্রমুখের বিভাবাদি ও রসের, ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যের সংযোগ-সম্বন্ধের অলৌকিকত্ব এইখানেই।

যদি কেউ বলেন—"এখানে স্মৃতি ও অনুভূতি মানসিক একই প্রক্রিয়ারই তীব্রতার তারতম্যঘটিত প্রকারভেদ। কবির রচনাপ্রভাবে সহৃদয়ের বাসনা এত তীব্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়, এমন অখণ্ডভাবে মূর্তিপরিগ্রহ করে যে তার মনোভাব স্মৃতির অস্পষ্টতা অতিক্রম ক'রে বাস্তবানুভূতির নিঃসংশয় আনন্দ-বেদনারূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকে। এই অনুভূতির ভিতর স্মৃতির অনুরণনও প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাব্যের মন্ত্রবলে বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠে আমার বর্তমান অনুভূতির চারিদিকে একটি ভাস্বর ভাব-পরিমণ্ডল রচনা করে। এখানে অলৌকিকতা কোথায়? কাব্যের মায়া-দণ্ডাঘাতে হৃদয়-তল-সুপ্ত পূর্বস্মৃতির উদ্বোধন ও সবশুদ্ধ মিলে এক অখণ্ড, বাস্তব-তীব্র অনুভূতির কেন্দ্রীকরণ—একটি সুপরিচিত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া।"

এই উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করা যায় না। রসবোধ যে প্রাত্যক্ষিক বোধ—এ কথা অনুভবসিদ্ধ ও বিবাদ-বর্জিত। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বর্তমান ও ইন্দ্রিয়-সম্বদ্ধ—

> "সম্বদ্ধং বর্তমানং চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা"
>
> —শ্লোকবার্তিক, ১৬০ পৃঃ, ৮৪ নং শ্লোক

এখন বিচার করা প্রয়োজন—রসাত্মক প্রত্যক্ষ-অনুভূতির বিষয় কি হ'তে পারে? ভরত বলেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।" সূত্রে স্থায়িভাবের উল্লেখ করা হয়নি, যেহেতু তা নিত্যই উপস্থিত। সুতরাং সূত্রটির অর্থ—বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সহিত সংযুক্তস্থায়িভাবের সাক্ষাৎকার রস। এই সাক্ষাৎকার কেবল জ্ঞানাত্মক নয়, আনন্দময়জ্ঞানাত্মক। সাধারণত আমাদের জ্ঞানে আনন্দাংশ তিরোহিত থাকে কিন্তু রসানুভবে চৈতন্যের আনন্দরূপ পূর্ণভাবে অনাবৃত হ'য়ে যায়, রসবোধ যে আনন্দবোধ তার হেতু এইখানেই। অন্তঃকরণ ও তার ধর্ম—জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের স্বরূপ-চৈতন্য নিত্য-সম্বদ্ধ থাকে ব'লে এবং এরা অনাবৃত-স্বভাব ব'লে উৎপত্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। এ ছাড়া বাইরের বস্তুর সঙ্গে সাক্ষীচৈতন্যের (transcendental self-consciousness) কোনো সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকায় তাদের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় বহিঃকরণের ব্যাপারের সাহায্যে। ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যকরণ যখন বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় তখন স্ব-সম্বদ্ধ বিষয়গুলি অন্তঃকরণের কাছে নিবেদন করে। এ ব্যাপার সম্ভব হয়, কারণ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই অন্তঃকরণের বৃত্তি বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। অভিযুক্তের উক্তিও আছে—"পরতন্ত্রং বহির্মনঃ" অর্থাৎ মন বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিপরতন্ত্র কারণ স্বতই বহির্বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয় না। তাই দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-প্রভৃতি বিভাবের সঙ্গে, চিত্রতুরগ ন্যায়ে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণের সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে ঐ সমস্ত বিভাবাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বিভাবাদি সাধারণীকৃত না হ'লে যে সামাজিকের সঙ্গে সম্বদ্ধ হ'তে পারে না—এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এই অসাধারণ বিভাবাদির সাধারণীকৃতি যে অলৌকিক—সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নেই। লৌকিক অর্থাৎ কাব্য-নাট্যের বাইরে যে জ্ঞান হয় তাতে সাধারণীকৃতি ঘটতে দেখা যায় না। অলৌকিক শব্দের অর্থ অতিলৌকিক (supernormal) নয়, এর অর্থ লৌকিক-বিলক্ষণ

(unusual)। অতিলৌকিক তাকেই বলা যেতে পারে যাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধের দ্বারা উপপন্ন করা যায় না। সাধারণীকৃতি কিন্তু এরূপ কোনো miracle বা অতিলৌকিক ঘটনা নয়। কাব্যজগতে এটি নিতান্তই লৌকিক ব্যাপার। শাস্ত্রেও এই অর্থে অলৌকিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুরভি চন্দনে যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, একটি ত্রিভুজের প্রত্যক্ষে যে সমস্ত ত্রিভুজের প্রত্যক্ষ, তাকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়, কারণ এখানে সাধারণ প্রত্যক্ষের সামগ্রীর (Totality of conditions) মধ্যে অপর একটি কারণ প্রবিষ্ট থাকে। এই 'অপর একটি কারণ' কি? সামান্য জ্ঞান বা সৌরভের পূর্বানুভবজনিত সংস্কার। সাধারণ প্রত্যক্ষের জ্ঞানে এরূপ অতিরিক্ত কোনো ঘটক না থাকায় তাকে লৌকিক আখ্যা দেওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—স্থায়িভাবের জ্ঞান রসবোধের প্রতি প্রযোজক (condition)। এই স্থায়িভাব নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ হ'য়ে থাকলে প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে পারে না, কারণ পরচিত্ত স্বভাবতই অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং ভট্টনায়ক যে স্থলে বলেন—নায়ক-নায়িকা-নিষ্ঠ স্থায়িভাব সাধারণীকৃত হ'য়ে প্রত্যক্ষ হয়, সে স্থলে অভিনবগুপ্ত বলেন—সামাজিকনিষ্ঠ এবং বাসনারূপে স্থিত স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রত্যক্ষ হয়। ভট্টনায়কের মতে স্থায়িভাবের প্রত্যক্ষকে অলৌকিকই বলতে হবে। অভিনবগুপ্তের মতেও উদ্বুদ্ধ সংস্কারের প্রত্যক্ষ অলৌকিক হবে যদি একে প্রত্যক্ষ ব'লে স্বীকার করা যায়।

সাধারণত সংস্কার থেকে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। পূর্ব মতে স্মৃতি তীব্র ও উৎকট হ'লে তাকে প্রত্যক্ষ ব'লে মনে করা যায়। উৎকট স্মৃতি প্রত্যক্ষায়মাণ হয়—এমন দৃষ্টান্ত অন্যত্র দেখা যায় না। যদি মনে করা যায় যে এ স্থলে প্রত্যক্ষত্বের অভিমান হয় তাহ'লে সে ক্ষেত্রে তাকে ভ্রম বলাই উচিত। কিন্তু চিত্রতুরগ-ন্যায়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভ্রমের যে পরিচায়ক (criterion) অপেক্ষিত হয়, তা থাকে না ব'লেই ভ্রমের মধ্যেও পরিগণিত করা যায় না। স্থায়িভাবের প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক হ'লে

এ স্থলে একই নীতি প্রযুক্ত হবে। সুতরাং অলৌকিকত্বের সিদ্ধি ঘটছেই। অলৌকিক তাই যা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত (unwonted and unusual)।

প্রাচীন অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকেরা স্থায়িভাবের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষই বলেছেন। সাধারণত সংস্কার থেকে স্মৃতিই উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানও কখনো কখনো হয়। উদাহরণস্বরূপ ধ্যানের কথা বলা যেতে পারে। ধ্যান হচ্ছে স্মৃতির সন্ততি বা তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, যাতে অন্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট হয় না। বিরহী যখন তার প্রিয়ার রূপ ধ্যান করে তখন সেই ধ্যান পরিপক্ক অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই পরিণত হয়। সে স্পষ্টই মনে করে প্রিয়া তার সম্মুখে। অবশ্য এক্ষেত্রে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রমাত্মক, কারণ অসন্নিহিত প্রিয়া আজ তার কাছে প্রত্যক্ষ। কিন্তু দেবতার ধ্যান পরিপাক লাভ করলে যখন দেবতার সাক্ষাৎকার হয়, তখন দেবতা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন ব'লে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমাত্মকই হয়। রতির সংস্কার আছেই, রতিও বিদ্যমান, সুতরাং সংস্কারের উদ্বোধে রতির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে কোনো বাধা নেই।

আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। রসানুভূতিতে স্থায়িভাবের অনুধ্যান বা স্মরণ থাকে না, কেবল বিভাবাদির প্রত্যক্ষ হ'লেই স্থায়িভাবের প্রকট অনুভূতি হয়। এই প্রকট অনুভূতি স্মৃতিপদবাচ্য হবে কিনা সে বিচার পণ্ডিতজনেরা করবেন, এবং করলে সে বিচার পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষেরই কাজ হবে। আমাদের স্পষ্ট অনুভূতিতে অপলাপ না করলে, তাকে প্রত্যক্ষ আখ্যা দিতে কোনো বিচিকিৎসা বা সন্দেহ হ'তে পারে না।

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। রসানুভূতিতে স্থায়িভাবের বাসনা-উদ্দীপনের আবশ্যকতা পূর্বেই বলেছি। এই বাসনা উদ্দীপিত হ'লে স্মৃতি হয়—এ কথা সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত

সিদ্ধান্ত। আবার বাসনা সহকারিভেদে প্রত্যক্ষ অনুভূতিরও হেতু হয় তাও প্রদর্শিত হয়েছে। এই জন্য ভারতীয় দর্শনে স্মৃতিকে শুদ্ধ সংস্কার বা বাসনাজন্য এবং আত্মা বা অন্তঃকরণের ধর্ম বলা হয়। বাসনাসহকৃত ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যভিজ্ঞা নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত। প্রত্যভিজ্ঞা স্মৃতি থেকে বিলক্ষণ একথা সর্ববাদিসম্মত।

তাছাড়া—স্মৃতির স্বরূপ হচ্ছে পূর্বানুভবের পুনরুজ্জীবন। রস-বিষয়ে পূর্বানুভব থাকে না কারণ রসানুভব একটি স্বতন্ত্র মানস-ব্যাপার। এই মানস-ব্যাপার সমস্ত পূর্বানুভব থেকে বিলক্ষণ এবং একটি নূতন ঐতিহাসিক ঘটনা। যে ব্যক্তির স্থায়িভাবের পূর্বানুভব নেই অতএব পূর্বানুভবজন্য সংস্কার বা বাসনাও নেই, সে ব্যক্তির রসানুভবও সম্ভব হয় না। পূর্বানুভবের পুনরভ্যুত্থানেই যদি রসানুভব হ'ত, তাহ'লে তাকে স্মৃতিই বলা যেতে পারত।

স্থায়িভাবের যখনই অনুভব হয় তখনই তা আলম্বন (object) বিশেষকে আশ্রয় ক'রে উদিত হয়। আলম্বনকে বাদ দিয়ে স্মৃতির উদয় সম্ভব নয়। রসানুভব যদি স্মৃতি হ'ত অর্থাৎ স্থায়িভাবের উদ্দীপন যদি স্মৃতিতে পর্যবসিত হ'ত, তাহ'লে পূর্ব আলম্বনকে আশ্রিত ক'রেই উদিত হ'ত। কিন্তু রসের যে আলম্বন বিভাব সেটি পূর্ব আলম্বন থেকে একেবারেই বিভিন্ন। পূবানুভব একটি অসাধারণ ও অতীত ব্যাপার, কারণ তার আলম্বনও একটি অসাধারণ ও অতীত ব্যক্তি। রসের আলম্বন ব্যক্তি-বিশেষ নয়, তা যদি হ'ত তাহ'লে সমস্ত সহৃদয়ের একই রসানুভব হ'ত না। তাছাড়া রসানুভবের আলম্বন বর্তমান, স্মৃতির আলম্বন অতীত। এই সমস্ত তথ্য আলোচনা ক'রেই আলঙ্কারিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে রসানুভব স্মৃতি নয়। স্মৃতি আছে অথচ স্মৃতির বিষয় অতীত ব'লে জ্ঞাত হবে না, একথা সোনার পাথর-বাটির মতই মনে হয়।

এবার অভিব্যক্তির অলৌকিকত্বের কথা!—কিসের অভিব্যক্তি? রসের। রস ও রসের অভিব্যক্তি এক বস্তু, আলো ও আলোর প্রকাশ

যেমন এক বস্তু। আলো যেমন নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে, রসও তেমনি নিজেকে নিজেই অভিব্যক্ত করে। সুতরাং রস ও রসের অভিব্যক্তি যখন একই বস্তু তখন রসের স্বরূপ ও রসের অভিব্যক্তির স্বরূপও একই, সুতরাং রসের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই রসের ব্যাখ্যান ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে।

রসের আনন্দস্বরূপত্ব

রসাভিব্যক্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয় তার—আহ্লাদজনকত্বে এবং এইখানেই এর অলৌকিকত্ব, কারণ লৌকিক জ্ঞানে রতি আনে সুখ, আর শোক আনে দুঃখ কিন্তু রসাভিব্যক্তিতে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। উপাধি যাই হোক, হোক না রতি-শোক-হাসি-বিস্ময়, হোক না কেন ভয়-ক্রোধ-উৎসাহ, এমন কি জুগুপ্সা—অভিব্যক্ত রস সর্বদাই আনন্দস্বরূপ—

"লোকে হর্ষশোককারণেভ্যো হর্ষশোকাবেব হি জায়েতে। অত্র পুনঃ সর্বেভ্য এব তেভ্যঃ সুখমিত্যলৌকিকত্বম্।"

—কাব্যপ্রকাশটীকা

এই লৌকিক জগৎ যেমন স্থান, কাল ও পাত্রকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় বিচিত্র তরঙ্গে, অলৌকিক শক্তিমান্ শ্রীভগবানের বিচিত্র শক্তিও তেমনি লীলায়িত হ'য়ে ওঠে তিনটি কেন্দ্রশক্তিকে (central principles) মূল ক'রে। সেই তিনটি শক্তির নাম সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন সৎ-শক্তিতে, চিৎ-শক্তিতে তিনি চিন্ময়, হ্লাদিনী-শক্তিতে আহ্লাদস্বরূপ। তিনি আছেন—তাই এই জগৎ আছে, তিনি চিন্ময় তাই লোকে জানে, তিনি হ্লাদস্বরূপ তাই আনন্দ অনুভূত হয়। এই দেহেন্দ্রিয়প্রাণ যাঁর স্পর্শে সকল কার্যে অনুপ্রেরিত হয় স্বপ্নে-জাগরণে, তিনিই সেই সচ্চিদানন্দ—

—"দেহেন্দ্রিয়াদয়োঽমী যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তঃ কর্মসু স্বস্ববিষয়েষু প্রচরন্তি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ।" —শ্রীভাগবতসন্দর্ভ

আমি আছি, আমি জানি, আমি সুখী—এ তিনই যথাক্রমে সৎ,

চিৎ ও আনন্দের শক্তিস্পর্শে। শুধুমাত্র "আমি আছি"—এ ভাবের চেয়ে "আমি জানি"—এ ভাব কাম্যতর, এবং "আমি সুখী"—এ ভাব যেমন কাম্যতম, তেমনি সৎশক্তির অভিব্যক্তি থেকে চিৎশক্তির অভিব্যক্তি মহত্তর, চিৎশক্তির অভিব্যক্তি থেকে আনন্দশক্তির অভিব্যক্তি মহত্তর।

শুধু 'থাকা' তো কিছু নয়,—থাকে তো ঝিনুক-নুড়ি, পাথর-কঙ্কাল, কৃমি-কীটও। জানা চাই তাঁকে যে চৈতন্যপ্রবাহ প্রতিমুহূর্তের সত্তাকে করে উদ্দীপিত, "আমি জানি যে আমি আছি"—এই অনুভূতি যেখানে জাগ্রত সেই জানা চাই। কিন্তু শুধু থাকা আর শুধু জানায় কি লাভ, যদি না সেই "থাকায়" আনন্দ থাকে? অস্তিত্বের শিকড়ে শিকড়ে সঞ্চারিত হ'য়ে সেই আনন্দ জীবন-মহা-মহীরুহকে করবে উজ্জীবিত, চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট সেই আনন্দ সকল জানাকে করবে রসাকুল,—তবে তো সার্থক হবে থাকা, সার্থক হবে জানা। আনন্দই তো সর্বশেষের কথা! আনন্দ যদি না থাকত তাহ'লে বাঁচতেই বা চাইত কে, প্রতিমুহূর্ত কি হ'ত না জঞ্জাল? আনন্দ যদি না পেত, তাহ'লে জানতেই বা চাইত কে, প্রাণের 'জানা'ই কি হ'ত না নিরর্থক? স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধিষ্ঠিত এই আনন্দই তো সকল প্রয়োজনের শেষের কথা, সকল লীলার গোড়ার কথা। এ কথা নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—"ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে" —রস না থাকলে কোনো কিছুই হ'ত না। তাই বৈষ্ণবীয় দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে শ্রীভগবানের ত্রিধা স্বরূপ-শক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠা সারভূতা শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি,—"যৎ খলু পরমতত্ত্বং······ সদনন্তপরমানন্দত্বেন সিদ্ধঃ"—প্রীতিসন্দর্ভ : যে পরমতত্ত্ব নিত্য-বিরাজমান পরম আনন্দরূপে সিদ্ধ।

"প্রীতিরেবাত্র····· সিদ্ধের্মোক্ষাদ্ গরীয়সী"—প্রীতিসন্দর্ভ

সিদ্ধি বা মোক্ষ থেকে প্রীতিই গরীয়সী।

সিদ্ধি বা ঐশ্বর্যলাভ শ্রীভগবানের সৎ বা সন্ধিনী-শক্তিলভ্য। মোক্ষ

জ্ঞানলভ্য, অর্থাৎ সংবিৎ-শক্তিলভ্য। এ দুটি থেকেই হ্লাদিনী-শক্তিলভ্য প্রীতি গরীয়সী। যেহেতু সিদ্ধি ও মোক্ষ থেকে প্রীতি কাম্যতরা, সেহেতু সন্ধিনী ও সংবিৎ থেকে হ্লাদিনীও গরীয়সী—"দাসীকৃতাশেষপুরুষার্থ-সম্পত্তিকা"—প্রীতিসন্দর্ভ অর্থাৎ 'অশেষ পুরুষার্থের সম্পত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি যার দ্বারা দাসীকৃত হয়েছে।'

আনন্দের এই সঞ্জীবনমন্ত্র উপনিষদেও উচ্চারিত হয়েছে —"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ,—এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥" —ব্রহ্মানন্দবল্লী—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

কেই বা বাঁচতে চাইত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি ভগবান্ আনন্দস্বরূপ না হ'তেন? ইনিই তো জগৎকে আনন্দ দিয়ে থাকেন।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ॥ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥ আনন্দেন জাতানি জীবন্তি॥ আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি ॥" —ভৃগুবল্লী—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

—"আনন্দই ব্রহ্ম এই কথা জানলেন। আনন্দ থেকে জাত এই ভূতজগৎ আনন্দদ্বারাই বিধৃত থাকে এবং পরিশেষে আনন্দেই লীন হয়।"

"যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি, সুখমেব লব্ধ্বা করোতি, সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ···

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্ ॥" —ছান্দোগ্যোপনিষৎ

—'যদি সুখ পায় তবেই করে, দুঃখ পাবার জন্য করে না। যদি সুখ পায় ব'লেই করে, তবে সুখ কি তাই জানা উচিত।···যা ভূমা তাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ, তাই ভূমা কি জানা উচিত।···

· যেখানে আর কিছু দেখা যায় না, আর কিছু শোনা যায় না, আর কিছু জানা যায় না তাই ভূমা। যেখানে অন্য কিছু শোনা যায়, অন্য কিছু জানা যায় তাই অল্প, যা ভূমা তাই অমৃত।'

যা ভূমা তাই আনন্দ। আনন্দ সর্বথাই অলৌকিক, কারণ তা দিব্য। দিব্য তার সত্তা। দিব্য সেই আস্বাদ্য এবং এই আস্বাদ্য আনন্দই রস।

"রসো বৈ সঃ॥ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী

—'তিনিই রস। রসপ্রাপ্ত হ'লেই আনন্দযুক্ত হয়।'

সুতরাং রস ও আনন্দ পর্যায় এবং এই রস বা আনন্দ ভগবৎ-স্বরূপ। আনন্দময় ভগবৎস্বরূপই উদ্‌ঘাটিত হয় কাব্যাদিপাঠকালে। কাব্যের বিভাবাদির দ্বারা চিদাবরণ ভঙ্গ হ'লেই রস বা ভগবৎসত্তার আনন্দচিন্ময় অংশ অভিব্যক্ত হয়—"রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। চর্বণা চাস্য চিদ্‌গতাবরণভঙ্গ এব।" এইজন্য পূর্বেই বলা হয়েছে—অভিব্যক্ত রস সর্বদাই আনন্দ-স্বরূপ। লৌকিক কার্যের ফল যেখানে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি, অলৌকিক রসের ফল সেখানে সর্বদাই আনন্দ। রসের অলৌকিকত্ব প্রধানভাবে এইখানেই।

আনন্দ লৌকিক নয়, কারণ তা অন্তঃকরণ-ধর্ম নয়। অন্তঃকরণ-ধর্ম সুখ। আনন্দ আত্মার স্বরূপ, ধর্ম নয়, কারণ আনন্দ নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন বস্তুমাত্রেই দুঃখানুবিদ্ধ।

রস যে অলৌকিক তার প্রমাণ রসানুভূতির ব্যাপারে আস্বাদ ও আস্বাদ্যের তাদাত্ম্য। লৌকিকে আস্বাদ ও আস্বাদ্য বিভিন্ন—যেমন 'মিষ্টি খেতে' ও 'মিষ্টি খাবার'—একার্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রদীপ নিয়ে ঘট দেখবার সময় প্রদীপ ও ঘটকে এক বস্তু ব'লে কেউ মনে করে না। কিন্তু রসানুভূতির ক্ষেত্রে আস্বাদও রস, আস্বাদ্যও রস—"জ্ঞানান্তরে ঘটাদিকং বিষয়ঃ জ্ঞানং চ বিষয়ী। অত্র চ জ্ঞানাত্মকঃ আনন্দ

রসের বেদ্যান্তর-শূন্যত্ব

এব বিষয়ো বিষয়ী চ”—ইতি নরসিংহঠক্কুরাঃ।—কাব্যপ্রকাশের টীকা।

—জ্ঞানান্তরে ঘটাদি বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী। এখানে জ্ঞানাত্মক আনন্দই বিষয় বিষয়ী দুইই।

এইজন্যই রসকে বলা হয় ‘বিগলিত-বেদ্যান্তর-আনন্দ-স্বরূপ’, নিজের থেকে অতিরিক্ত বিষয়ান্তর সেখানে নেই—“তদা কিমপি বেদ্যান্তরং ন ভাসতে।”

সাহিত্যদর্পণেও আছে—“স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ” ॥৩॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এর অর্থ করতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন বৃত্তিতে —“যদ্যপি স্বাদঃ কাব্যার্থসংভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ—” ইত্যুক্তদিশা রসস্যাস্বাদানতিরিক্তত্বং, তথাপি ‘রসঃ স্বাদ্যতে’—ইতি কাল্পনিকং ভেদমুররীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ। তদুক্তং—“রস্যমানতামাত্র-সারত্বাৎ প্রকাশশরীরাদনন্য এব হি রসঃ”।

—যদিও কাব্যার্থসংভেদবশত অর্থাৎ বিভাবাদির মিলনবশত আত্মা-নন্দসমুদ্ভবই আস্বাদ—রসাস্বাদ, সুতরাং আস্বাদনস্বরূপ এই রস আস্বাদনাতিরিক্ত কিছু নয়, তবুও “রস আস্বাদিত হয়”—এই কাল্পনিক ভেদকে মনে রেখে “অয়মাস্বাদ্যতে রসঃ”—এই বাক্যে কর্মকর্তৃবাচ্যে আস্বাদ-ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে। আস্বাদন-ক্রিয়ার মধ্যেই আস্বাদ্য-মানতা আছে। একই বস্তুকে অনেক সময় দুইরূপে কল্পনা করা হয় ধারণার স্পষ্টতা বা সুবিধার জন্য। এইরূপ কল্পনা করার নাম বিকল্প জ্ঞান।

রস অলৌকিক, কারণ তা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। লৌকিক পদার্থমাত্রেই স্থান, কাল ও পাত্রের বিশেষ ভাবকে আশ্রয় ক'রে থাকে। রসানুভূতিতে স্থান-কাল-পাত্রের এই বিশেষ ভাব বিগলিত হ'য়ে সাধারণীকরণ ঘটে।

রসের চিরন্তনত্ব

কি ক'রে ঘটে সে সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেন—

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ ॥৯॥
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে" ॥১০॥

সাহিত্যদর্পণ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—'বিভাবাদির সাধারণীকৃতিরূপ ব্যাপারবশত প্রমাতা বা সহৃদয় বিভাবাদির সঙ্গে অভিন্নরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন বোধ করেন' অর্থাৎ এক শাশ্বত ভাবলোকের চিরন্তন ক্ষেত্রে সহৃদয় ও কাব্যাদিগত-বিভাবাদি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষণিকত্ব বিসর্জন ক'রে এক নূতন ঐক্য লাভ করে।

দেবতার সম্মুখে যেমন উচ্ছিষ্ট নিবেদন করা যায় না, তেমনি দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা খিলীকৃত বস্তুও রসের সামগ্রী হ'তে পারে না। ভগবৎসত্তার যে আনন্দচিন্ময় অংশ রসরূপে অভিব্যক্ত হয় তা শাশ্বত ও অলৌকিক, এবং পার্থিব সত্তার দেশকালাদি অংশ যতই বৃহৎ হোক না কেন, তা সর্বথাই লৌকিক ও সঙ্কীর্ণ। কিন্তু তবু যেমন আকাশের মহিমা একমাত্র সমুদ্রেই বিধৃত হ'তে পারে, তেমনি রসের যোগ্য উপাধি হ'তে পারে সম্পূর্ণ বিভাবাদি। মহৎ বস্তুকে মহৎ বস্তুই ধারণ করতে পারে। চিরন্তন র॰॰র উপাধি হ'তে পারে চিরন্তন ভাব। সাধারণীকৃতির দ্বারা ক্ষণিক বস্তুও ভাবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে চিরন্তনতায় অধিষ্ঠিত হয়।

রস যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ রসাস্বাদন-ব্যাপারে ভোক্তার অহং-নিরপেক্ষ-ভাব। এটি লৌকিক অনুভবে হয় না।

রসের নির্বিশেষত্ব

লৌকিক অনুভব অহংকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। লৌকিকে গ্রহণ-বিসর্জন, ভোগ-ত্যাগ, সুপ্তি-জাগরণ সমস্তই অহংকে জড়িয়ে। কাব্যে কিন্তু অহং-ভাব ত্যক্ত না হ'লে রসাস্বাদনই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ বিভাবাদির সাধারণীকৃতি নয়, ভোক্তার অন্তরঙ্গ বাসনাদিরও সাধারণীকৃতি প্রয়োজন

—"সাধারণ্যেন রত্যাদিরপি তদ্বৎ প্রতীয়তে।"

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ

সহৃদয়ের অন্তরঙ্গ রতিপ্রভৃতিও যে সাধারণভাবে প্রতীত হয়, তার কারণ চিত্ত তখন সত্ত্বারূঢ়। রজোগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্বদাই চঞ্চল ও মুহ্যমান। তখন মন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেন ঠোক্কর খেতে খেতে চলে, কিংবা গ্লানি ও অবসাদের খাদের পাঁকে ডুবে থাকে, সুতরাং তখনকার সে বি-কলতায় স-কলতার স্থান কোথায়? তাই চিত্ত সমারূঢ় করা চাই সত্ত্বে। সত্ত্বোদ্রেক এক আন্তর ধর্ম যার দ্বারা চিত্ত বিষয়-বিমুখ হ'য়ে অন্তর্মুখী হয়—

"বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্মঃ সত্ত্বম্"।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ, সাহিত্যদর্পণ

চিত্ত অন্তর্মুখী হ'লেই পরম-পুরুষের প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতাকে অর্জন করে। সেই আনন্দস্বরূপ পরমপুরুষের প্রতিবিম্বনসম্বন্ধবশতই চিত্তবৃত্তিসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বাহ্যবস্তুর প্রতিচ্ছায়াও আনন্দময় হ'য়ে ওঠে। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ পরমপুরুষের সংযোগকারক চিত্তবৃত্তিগুলি সত্ত্বারূঢ় চিত্তের ধর্মহিসাবে আনন্দময় হয়। চিত্তবৃত্তিগুলি যদিও ভোক্তার স্বকীয়, তবু বিশেষ অংশ পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য সাত্ত্বিক চিত্তের বৃত্তিগুলিও আনন্দময় হ'য়ে ওঠে।

বিশেষ পরিত্যক্ত না হ'লে স্থায়ী আনন্দ হ'তে পারে না। যে আনন্দানুভূতিতে বাহ্যসংবেদন থাকে না,—তাতে যে বিশেষ অংশ পরিত্যক্ত হবে এ আর আশ্চর্য কি! স্বকীয় বিশেষ পরিত্যক্ত না হ'লে বর্ণনীয়-তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা আনা সম্ভব নয়। সহৃদয়ের তটস্থ-লক্ষণে এই তন্ময়ীভবনযোগ্যতার কথা পাই—

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়-তন্ময়ী-ভবন-যোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

লোচন—প্রথমোদ্দ্যোত

—'যাদের মনোমুকুর কাব্যানুশীলনের অভ্যাসজন্য বিশদীভূত হওয়ায় বর্ণনীয়-তন্ময়ী-ভবনযোগ্য হয়েছে তারাই সহৃদয়সংবাদভাক্ সহৃদয়।'

রসের অ-কার্যত্ব

রস যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ এই যে, যদিও বিভাবাদি রসের কারণ, তবু কার্য বলতে আমরা যা বুঝি রস তা নয়। কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে মম্মট বলছেন —"স চ ন কার্যঃ। বিভাবাদিবিনাশেঽপি তস্য সম্ভবপ্রসঙ্গাৎ"—'সেই রস কার্য নয়—বিভাবাদির বিনাশেও সম্ভব-প্রসঙ্গবশত।'

নিমিত্তকারণ-নাশের ফলে কার্য-নাশ হয় না, যেমন ঘট-নির্মাণের পর দণ্ড-নাশ হ'লেও ঘট নষ্ট হয় না। এই তুলনায় রসকে কার্য বলা চলে না, কারণ রসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিভাবাদি না থাকলে রসও থাকে না। যদি কেউ বলেন "উপাদান-কারণও তো কারণ, অসমবায়ি-কারণও কারণ, সেগুলির নাশে কার্য-নাশ হয় এ তো লৌকিক ব্যাপার, এবং সর্বদাই দেখা যায়"—তাহ'লে তাঁর উক্তিতে সারবত্তা নেই বলা উচিত। কারণ এখানে নিমিত্তকারণের কথাই বলা হয়েছে। বিভাবাদি রসের সমবায়িকারণও নয়, অসমবায়িকারণও নয়। রসের উপাদান স্বয়ং সংবিদানন্দাত্মক রস। রসের প্রকাশনও রস। বিভাবাদি নিমিত্তমাত্র, চিদাবরণভঙ্গের নিমিত্তকারণ। লৌকিকে নিমিত্তকারণ না থাকলেও কার্য উপস্থিত থাকে, কিন্তু অলৌকিক কাব্যাদিতে বিভাবাদি না থাকলে রসও নেই। লৌকিক ব্যবহার-বিলক্ষণ ব'লেই রস অলৌকিক। উপাদানের সঙ্গে উৎপন্ন রসের এই যে জাতিগত পার্থক্য, এর মধ্যেই অলৌকিকত্ব নিহিত আছে। এসম্বন্ধে ব্রাউনিঙ-এর অনুরূপ উক্তি আছে—"Out of three sounds, the poet makes not a fourth thing, but a star."

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসের ২৭।২৮ নং শ্লোকে আছে—

"কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ॥
বিভাবা অনুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ॥"

'লোক-যাত্রায় যেগুলি রত্যাদি-স্থায়ীর কারণ, কার্য ও সহকারিরূপে

জ্ঞাত, সেগুলিই নাট্যে ও কাব্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব-রূপে কথিত হয়। ঐসকল কারণ দ্বারা (তৈঃ) লৌকিক স্থায়িভাব উৎপন্ন হয়, (এবং) বিভাবাদির দ্বারা (বিভাবাদ্যৈঃ) অলৌকিক রস ব্যক্ত হয়।

শ্লোকদুটির তাৎপর্য বহুল ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ঝাল্‌কিকার পংক্তিটির ব্যাখ্যা করেছেন—"তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ ব্যক্তঃ। ব্যক্তিশ্চ চর্বণেতি পর্যায়ঃ। সা চ বিশেষণং, ন তূপলক্ষণম্। তথা চ ব্যক্তিবিশিষ্ট এব স্থায়ী রসঃ॥"

—'সেই সকল বিভাবাদি দ্বারা ব্যক্ত। ব্যক্তি ও চর্বণা পর্যায় (synonym বা সমার্থক)। সেই চর্বণা বিশেষণ, উপলক্ষণ নয়। অতএব স্থায়ী ব্যক্তিবিশিষ্ট হ'লেই রস—অর্থাৎ বিভাবাদি দ্বারা স্থায়ী ব্যক্ত হয়। ব্যক্তি ও চর্বণা পর্যায় এবং এই চর্বণা স্থায়ীর বিশেষণ, উপলক্ষণ নয়। 'উপলক্ষণ নয়', একথা বলাতে চর্বণাহীন অবস্থায় স্থায়ী রস নয় এ কথা স্পষ্ট হ'ল। বিশেষণ বলাতে এই বোঝা গেল যে রস-রূপে স্থায়ী নিত্যই চর্বণাযুক্ত। সহজ কথায় স্থায়ী ভাবই একটি বিশিষ্ট অবস্থায় রস। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে স্থায়ী রস নয়, বিভাবাদি-সমেত স্থায়ী রসকে ব্যঞ্জিত করে মাত্র, রস প্রকৃতপক্ষে "স্ব-সংবিদানন্দ" (ধ্বন্যালোক ১।৪) এবং স্থায়ী থেকে বিলক্ষণ—"স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ"—নাট্যশাস্ত্র ৬।৩৪—ভাষ্য।

উদ্দ্যোতকার বলেন—"বিভাবাদি-বৈশিষ্ট্যেন চর্বণা-বিষয় ইত্যর্থঃ। সূত্রে তৈরিত্যনেনৈব বিভাবাদিপ্রতীতৌ বিভাবাদ্যৈরিতি সহার্থে তৃতীয়া। তেন বিভাবাদ্যৈঃ সহ তৈর্ব্যক্ত ইত্যর্থাদ্ রসস্য সমূহালম্বন-রূপতালাভঃ।"

—'বিভাবাদিবৈশিষ্ট্যদ্বারা চর্বণাবিষয়—এই অর্থ। সূত্রে 'তৈঃ'—'তাহাদের দ্বারা'—এই শব্দের দ্বারাই বিভাবাদি প্রতীত হওয়াতে, "বিভাবাদ্যৈঃ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'সহার্থে তৃতীয়া'—এই অর্থে। এতে ক'রে বিভাবাদিসমেত ও বিভাবাদির দ্বারা ব্যক্ত এই অর্থ হওয়াতে রসের সমূহালম্বনরূপতালাভ হ'য়ে থাকে।'

. উদ্দ্যোতকারের এই অর্থ সমীচীন। সত্যই রস বিভাবাদিদ্বারা রঞ্জিত হয় এবং বিভাবাদিদ্বারা ব্যঞ্জিত হয়। বিভাবাদি বলতে স্থায়িভাবও পড়ে।

এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা জগন্নাথ পণ্ডিত তাঁর রসগঙ্গাধরে আরো ভালো ক'রে করেছেন—

"তথা চাহুঃ—ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।"—ইতি। ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ। ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ। যথাহি শরাবাদিনা পিহিতো দীপস্তন্নিবৃত্তৌ সংনিহিতান্ পদার্থান্ প্রকাশয়তি স্বয়ং চ প্রকাশতে। এবমাত্মচৈতন্যং বিভাবাদিসংবলিতান্ রত্যাদীন্।"

—'যেমন বলা হয়েছে—"ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ।" ব্যক্ত=ব্যক্তিবিষয়ীকৃত। ব্যক্তি কি? ভগ্নাবরণা চিৎ। যেমন শরাব-প্রভৃতি দ্বারা আবৃত দীপ শরাবাদি অপসৃত হ'লে সন্নিহিত পদার্থকে প্রকাশ করে, স্বয়ংও প্রকাশিত হয়, তেমনি আত্মচৈতন্য নিজেকে ও বিভাবাদি-সংবলিত রত্যাদিকে প্রকাশ করে।'

এই অংশে স্থায়ী ও রসের বিভিন্নতা বেশ স্পষ্ট। যদিও জগন্নাথ বলেছেন যে অভিনবগুপ্ত ও মম্মটের মতে চর্বণাবিশিষ্ট স্থায়ীই রস—"ইত্থং চাভিনবগুপ্তমম্মটভট্টাদিগ্রন্থ-স্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্‌বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। চর্বণা চাস্য চিদ্‌গতাবরণ-ভঙ্গ এব প্রাগুক্তা।"

—'এইভাবে অভিনবগুপ্ত-মম্মটভট্টগ্রন্থানুকূল্যে ভগ্নাবরণচিদ্‌বিশিষ্ট স্থায়িভাবকে রস বলা হ'ল। বস্তুত বক্ষ্যমাণ শ্রুতির স্বাভাবিক-অভিপ্রায়ানুসারে রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিৎই রস। চর্বণা শব্দের অর্থ চিদ্‌গতাবরণভঙ্গ।'

কিন্তু সত্যই কি মম্মট বলেছেন ভগ্নাবরণ চিদ্‌বিশিষ্ট স্থায়িভাবই রস? রসলক্ষণে মম্মটের উক্তি—"ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী

ভাবো রসঃ স্মৃত”—এই উক্তিটির টীকায় বিভিন্ন ব্যক্তি যে যাই বলুন না, মম্মট যদি অভিনবগুপ্তের মতানুযায়ী রসবাদের ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন তাহ'লে স্থায়ী ও রসকে এক তিনি বলতে পারেন না। অভিনবগুপ্ত বলেছেন—“স্থায়িনস্তু রসীভাব ঔচিত্যাদুচ্যতে, তদ্ধি বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারসুন্দরচর্বণোদয়াৎ। হৃদয়সংবাদোপ-যোগিলোকচিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞানাবস্থায়ামুত্থানপুলকাদিভিঃ স্থায়ীভূতরত্যা-দ্যবগমাচ্চ।”—ধ্বন্যালোক, প্রথমোদ্দ্যোত

—'স্থায়ীর রসীভাব ঔচিত্যবশত বলা হয়। ঔচিত্য সম্ভব হয় বিভাব ও অনুভাবের সমুচিত বা উপযোগী চিত্তবৃত্তিঘটিত বাসনার সুন্দর চর্বণার উদয় হয় ব'লে এবং হৃদয়-সংবাদের উপযোগী লোকচিত্ত-বৃত্তিপরিজ্ঞানের অবস্থায় উত্থানাদি ও পুলকাদিদ্বারা স্থায়ীভূত রত্যাদিরই অবগম হয় ব'লে।' অর্থাৎ—যেহেতু বিভাবাদির চর্বণা-বশতই রস ব্যঞ্জিত হ'য়ে থাকে, যেহেতু ব্যঞ্জিত রসের প্রতি প্রত্যক্ষ কারণ থাকে উদ্বোধিত স্থায়িভাব, সেহেতু স্থায়ীরই রসত্ব উল্লিখিত হয়েছে কারণ সেইটেই উচিত। রাজকোষের অর্থ কোষাধ্যক্ষের দ্বারা দানধ্যানে ব্যয়িত হ'লে উপকৃত ব্যক্তিরা সাক্ষাৎভাবে কোষাধ্যক্ষকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আনন্দ রসেরই স্বরূপ, তার স্বাদবৈচিত্র্যের প্রতি বিভাবাদির চর্বণাই হেতু, তাই বিভাবাদিদ্বারা উদ্বোধিত স্থায়ীর রসীভাব যে স্বীকৃত হয়েছে, সে শুধু উচিত ব'লেই। ঔচিত্যবশত যা বলা হয়, তাই যে স্বরূপতও হ'য়ে থাকে, তা নয়। তাই ঔচিত্যবশত —স্থায়ীর রসীভাব বলা সত্ত্বেও স্থায়ী যে রস নয়, এটা ঠিক। স্থায়ী যে রস নয়. সে সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী নাম্নী টীকায় অভিনবগুপ্ত বলেছেন—

“অস্মন্মতে হি সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে। তত্র কা দুঃখাশঙ্কা? কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ, তদুদ্বোধনে চাভিনয়াদিব্যাপারঃ।”

—অভিনবভারতী—১ম ভাগ পৃঃ ২৯৩ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥৩৭॥

. —'আমাদের মতে আনন্দঘন সংবেদনই আস্বাদিত হয়। সুতরাং দুঃখের আশঙ্কা কোথায়? রতিশোকাদিবাসনা-ব্যাপারের অস্তিত্ব কেবলমাত্র রসের চিত্রতাকরণে। অভিনয়াদি ব্যাপার রত্যাদির উদ্বোধনের জন্য'—অর্থাৎ আনন্দ রসের স্বরূপ, আনন্দাস্বাদনের বৈচিত্র্যের প্রতি রত্যাদি কারণ। রত্যাদির উদ্বোধনের প্রতি অভিনয়াদি কারণ। সংক্ষেপে—অভিনয় দেখে সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হ'লে উদ্বুদ্ধ বাসনার পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের ফলে রস ব্যঞ্জিত হয়।

—"যস্মাৎ রসং বিনা বিভাবাদিরর্থো বুদ্ধৌ ব্যাখ্যেয়তয়া ন প্রবর্ততে, যস্মাচ্চ তং বিনার্থঃ প্রয়োজনং প্রীতিপুরঃসরং ব্যুৎপত্তিময়ং ন প্রবর্ততে, যতশ্চ রসং প্রত্যাদৃতে রসনাত্মকপ্রতীত্যেকঘনবিশ্রান্তে সামাজিকলোকেঽন্যো বিভাবাদিরর্থঃ প্রবিভাগেন বুদ্ধৌ ন বর্ততে, সর্বস্য জড়স্য চিত্তবৃত্ত্যন্তরোপকৃতপ্রধানস্থায়িনামধেয়চিত্তবৃত্তিমগ্নত্বেন বিভাবানুভাবাদিবর্গস্যাবভাসাৎ, অতো ব্যাখ্যাতৃনটসামাজিকাভিপ্রায়েণ তস্যৈব প্রাধান্যমিতি রস এব তাবৎ পূর্বমুদ্দিষ্ট ইতি।" ঐ টীকা

—'রস বিনা বিভাবাদি অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্যাখ্যেয়রূপে প্রবর্তিত হয় না। রস বিনা কোনো প্রয়োজনও প্রীতিপূর্বক ব্যুৎপত্তিময়রূপে প্রবর্তিত হয় না। রসের প্রতি আদরপ্রবণ হ'লে রসনাত্মকপ্রতীতির একঘনতায় বিশ্রান্ত সামাজিকলোকের বুদ্ধিতে বিভাবাদি অর্থ বিভিন্নরূপে গৃহীত হয় না। সর্বজনের ও সর্বজড়ের বিভাবানুভাবাদিবর্গ স্থায়িনামধেয়চিত্তবৃত্তিতে মগ্ন হয়। অন্যচিত্তবৃত্তিগুলি দ্বারা স্থায়িচিত্তবৃত্তি উপকৃত হয় ব'লে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাখ্যাতৃনটসামাজিকগণের অভিপ্রায়ানুসারে রসেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হ'য়ে থাকে' —অর্থাৎ—রসই প্রধান, রসেরই অঙ্গরূপে স্থায়ীর ও স্থায়ীর অঙ্গরূপে বিভাবাদির সার্থকতা, সুতরাং রস ও স্থায়ী এক নয়।

—"সর্বথা তাবদেষাস্তি প্রতীতিরাস্বাদাত্মা, যস্যাং রতিরেব ভাতি"

—নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়

—অর্থাৎ আস্বাদাত্মা রসপ্রতীতিতে রতি ভাসমান হয়, রস ব্যাপক, রতি ব্যাপ্য।

—"তথৈব নানাভূতৈর্বিভাবাদিভিরুপসমীপং প্রত্যক্ষকল্পতাং গতা লোকাপেক্ষয়া যে স্থায়িনো ভাবাস্তে রস্যমানতৈকজীবনং রসত্বং তত্র প্রতিপদ্যন্তে।"

—নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়

—'নানারূপ বিভাবাদিদ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত হ'লে লৌকিক স্থায়িভাবগুলি রস্যমানতাস্বরূপ রসত্বকে প্রাপ্ত হয়।'

এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—স্থায়িভাব রস নয় বা রসে পরিণত হয় না। রসত্বযুক্ত হ'লে স্থায়িভাবকে ব্যাবহারিক ঔচিত্যবশত রস বলা হয়। রস-চর্বণায় চর্বণা অংশটুকু বিভাবাদির। স্থায়িভাবের উদ্বোধনে বিভাবাদি অপরিহার্য অংশ।

জগন্নাথ বলেন—"ইত্থং চাভিনবগুপ্তমম্মটভট্টাদি-গ্রন্থস্বারস্যেন ভগ্নাবরণচিদ্‌বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। চর্বণা চাস্য চিদ্‌গতাবরণভঙ্গ এব।" —রসগঙ্গাধর

অভিনবগুপ্তের মত ব্যাখ্যা করেছেন মম্মট, মম্মটের ব্যাখ্যার উপর প্রদীপাদির টীকা পড়লে "ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ", এ অংশের 'ভগ্নাবরণচিদ্‌বিশিষ্টো রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ" —এই অর্থই পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে রত্যাদি বাসনারূপে অবস্থান করে, সাধারণত সেই বাসনা থেকে স্মৃতিই উদ্রিক্ত হয়, কারণ লৌকিকে স্মৃতির প্রতি বাসনাই কারণ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে আছে—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥"

অলৌকিকে বাসনা থেকে স্মৃতি উদ্রিক্ত না হ'য়ে অনুভূতিই জাগ্রত হয়। এই অনুভূতিই বিভাবাদিসমেত উদ্বুদ্ধ স্থায়িভাব। স্থায়িভাব যদি রসব্যঞ্জনার প্রতি কারণ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাকে নিমিত্ত-কারণই বলতে হবে, আর এই অলৌকিক নিমিত্ত-কারণ লৌকিক নিমিত্ত-কারণ থেকে কি ভাবে পৃথক্, তা পূর্বেই যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে।

লৌকিকে সাধ্যবস্তুগুলি হয় কার্য এবং সিদ্ধবস্তুগুলি জ্ঞাপ্য। কার্য বা জ্ঞাপ্য নয়, এমন বস্তু লৌকিকে নেই। রস যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ এই যে, রস যেমন কার্য নয়, তেমনি জ্ঞাপ্যও নয়। ঘট নির্মিত হবার পূর্বে কুম্ভকার-মৃত্তিকাদি ঘটের কারণ, ঘট কার্য। অন্ধকারে অদৃশ্য ঘটের জ্ঞাপক প্রদীপ, ঘট জ্ঞাপ্য। এই দৃষ্টান্তে রসকে কিন্তু কার্য বা জ্ঞাপ্য কোনোটিই বলা যাবে না।

রসের অ-জ্ঞাপ্যত্ব

রসের অস্তিত্বের প্রমাণ অনুমানে নয়, স্মৃতিতে নয়, অন্য কোনো কিছুতেই নয়; একমাত্র অপরোক্ষ আস্বাদনে, একমাত্র চর্বণাতেই তার প্রমাণ—"অনুমানস্মৃত্যাদি-সোপানমনারুহ্যৈব তন্ময়ীভাবোচিতচর্বণা-প্রাণতয়া"

—নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়

চর্বণাও বিভাবাদি ছাড়া সম্ভব নয়—"বিভাবাদিসংযোগ-বলোপনতৈবেয়ং চর্বণা।"

—নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়

'বিভাবাদি-সংযোগবলে উপনত হয় এই চর্বণা। যেহেতু বিভাবাদির পূর্বে চর্বণার অস্তিত্ব নেই, যেহেতু বিভাবাদিচর্বণার পূর্বে রসানুভূতি সম্ভব নয়, যেহেতু বিভাবাদির চর্বণা বা পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের দ্বারাই রস ব্যঞ্জিত হয় বা অনুভূত হয়, অতএব রস সিদ্ধবস্তু নয়—'প্রমাণগম্য' অর্থাৎ প্রমেয়ভূত সিদ্ধ ব'লে কোনো রস নেই'—"সিদ্ধস্য কস্যচিৎ প্রমেয়ভূতস্য রসস্যাভাবাৎ"

—নাট্যশাস্ত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়

সিদ্ধ নয় ব'লে জ্ঞাপ্যও নয়—"নাপি জ্ঞাপ্যঃ সিদ্ধস্য তস্যাসম্ভবাৎ"

—কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস

রস যে অলৌকিক তার আরো প্রমাণ এই যে লৌকিক সমস্ত বস্তুই প্রমাণবেদ্য। হয় প্রত্যক্ষ, নয় অনুমান, নয় অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য লৌকিক বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রমেয়। কিন্তু রসের প্রমাণ তার আস্বাদনা বা চর্বণা। চর্বণার দ্বারা রস সংবেদ্য, চর্বণাই রসের প্রমাণ, চর্বণাই রসের স্বরূপ। বিকল্প বৃত্তির সাহায্যে চর্বণাকে রস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে 'চর্বণার দ্বারা রস সংবেদ্য'—এই কথা বলা হ'ল। প্রকৃতপক্ষে রস ও চর্বণা একই বস্তু। রসই আস্বাদ্য, রসই আস্বাদন। আস্বাদ কিসের? বিভাবাদির। বিভাবাদির অপেক্ষা কোথায়? স্থায়িভাবের উদ্বোধনে। স্থায়িভাবের সার্থকতা কোথায়? রসের আস্বাদনে ও বৈচিত্র্যসম্পাদনে। রসনার রসকোষগুলি যেমন অম্ল-মধুর-কষায়-কটু-তিক্ত-প্রভৃতি বস্তুর সংস্পর্শে এসে যুগপৎ আস্বাদনস্বরূপ নিজেকে ও নিজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অম্ল-মধুর প্রভৃতি বস্তুর আস্বাদবৈচিত্র্যকে বুঝিয়ে দেয়, তেমনি রসচর্বণা ও যুগপৎ নিজেকে ও স্বোপরঞ্জক স্থায়িভাবগুলির বৈচিত্র্যকে জানিয়ে দেয়। যেমন অম্ল-মধুরাদি বস্তুর সংস্পর্শ বিনা রসনেন্দ্রিয়ের রসন বা আস্বাদন কি বস্তু বোঝা যায় না, তেমনি স্থায়িভাব বিনা রসের চর্বণা কি বস্তু তা বোঝা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে স্থায়িভাব ও রস এক বস্তু নয়। বস্তুর সংস্পর্শ বিনা যেমন আলোকের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, জ্ঞেয়বস্তুকে বাদ দিলে যেমন জ্ঞানের সম্যক্ অবধারণা হয় না, তেমনি বিভাবাদিসমেত স্থায়িভাবকে ত্যাগ ক'রে রসচর্বণাও সম্ভব হয় না। নাট্যশাস্ত্রেও আছে—

রসের স্বসংবেদন-সিদ্ধত্ব

"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ।" —ষষ্ঠ অধ্যায়

আলোকের মত রসও স্বয়ংপ্রকাশ। আলোর প্রকাশের প্রতি আলোকই কারণ, রসের সংবেদনের প্রতি রসই কারণ। রস সংবেদনাত্মক ও সংবেদনমাত্রেই স্বয়ংবিদিত বা স্বপ্রকাশ, তাই রসকে বলা হয় স্বসংবেদনসিদ্ধ। স্বসংবেদনসিদ্ধ ব'লেই রস অলৌকিক। লৌকিক বস্তু সংবেদনাতিরিক্ত হ'য়ে থাকে ব'লে স্বসংবেদ্য নয়,

প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে। রস স্বয়ং জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়-স্বভাব ব'লে জ্ঞেয়মাত্র থেকে বিলক্ষণ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত রসের এই অলৌকিকত্বের কথা যেখানে বলেছেন, সেখানে টীকায় লোচনকার বলছেন—

—"স্বয়ং তু নাপ্রামাণিকী স্বয়ং (সং) বেদনসিদ্ধত্বাৎ। রসনা চ বোধরূপৈব, কিন্তু বোধান্তরেভ্যো লৌকিকেভ্যো বিলক্ষণৈবোপায়ানাং বিভাবাদীনাং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাৎ। তেন বিভাবাদিসংযোগাদ্ রসনা যতো নিষ্পদ্যতেঽতস্তথাবিধরসনাগোচরো লোকোত্তরোঽর্থো রস ইতি তাৎপর্যং সূত্রস্য।"

'রস স্বয়ং অপ্রামাণিকী নয়, কারণ সে স্বয়ং-সংবেদনসিদ্ধ। রসনা বা রসচর্বণা যদিও বোধস্বরূপা, তবু এ বোধের স্বরূপ লৌকিক বোধান্তর থেকে বিলক্ষণ, কারণ এই বোধের উপায়-স্বরূপ বিভাবাদি লৌকিক কারণাদি থেকে বিলক্ষণ। এইজন্য যদিও বিভাবাদির সংযোগেই রসচর্বণা নিষ্পাদিত হয়, তবুও চর্বণাগোচর রসবস্তু সর্ববিধ লৌকিকতাকে অতিক্রম ক'রেই রসপদবাচ্য হয়,—এই কথাই সূত্রের তাৎপর্য।'

রসজ্ঞান সবিকল্প কিংবা নির্বিকল্প কোনো জ্ঞানেই পড়ে না। জ্ঞান দ্বিবিধ—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সম্বন্ধগ্রাহী জ্ঞানের নাম সবিকল্প জ্ঞান। সম্বন্ধ কিসের? দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির। লোহিত পুষ্প দেখলে দুটি বিষয়ের জ্ঞান হয়, একটি পুষ্পরূপ দ্রব্যের, আরেকটি লৌহিত্যরূপ গুণের। যে দ্রব্য লৌহিত্য-বিশিষ্ট তাই লোহিত। এই জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট জ্ঞানের জনক বিশেষণ জ্ঞান। বিশেষণ জ্ঞান পূর্বে না থাকলে বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না। এই নিয়ম অস্বীকার করা যায় না. কারণ বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেই বিশেষ্য, বিশেষণ ও তাদের সম্বন্ধকে গ্রহণ ক'রে হ'য়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্বে না থাকলে 'ইনি পণ্ডিত' এরূপ জ্ঞান বা ব্যপদেশ (designation) সম্ভব হয় না। সুতরাং পূর্বেই পাণ্ডিত্যরূপ বিশেষণটির জ্ঞান থাকা চাই। এস্থলে যখন দেখা

রসের নির্বিকল্পত্ব

গেল যে বিশেষণের জ্ঞান 'ইনি পণ্ডিত'—এই বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি কারণ, তখন তুল্য যুক্তিতে স্বীকার করা উচিত যে বিশেষণ জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রেরই কারণ।

আবার এই বিশেষণ জ্ঞান যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তবে তার কারণ-রূপে অন্য বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকবে। এইভাবে সমস্ত বিশেষণ জ্ঞানই যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহ'লে অনবস্থা অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে এবং কোনো বিশিষ্ট জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না, কেননা বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ যে বিশেষণ জ্ঞান তাকে আমরা সিদ্ধরূপে পাই না। এস্থলে যদি কারণীভূত প্রথম বিশেষণ জ্ঞান নির্বিকল্পক অর্থাৎ অবিশিষ্ট হয়, তাহ'লেই পূর্ব-বিশেষণ-জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না, তাই অনবস্থা দোষেরও প্রসক্তি হয় না। এইজন্যই নৈয়ায়িকগণ আদ্য বিশেষণ-জ্ঞানকে নির্বিকল্প বলেন।

নির্বিকল্প অখণ্ড-বস্তু-জ্ঞান বা সম্বন্ধরহিত জ্ঞান। নির্বিকল্প জ্ঞান অতীন্দ্রিয়, যেহেতু এর মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। জ্ঞানের মানস-প্রত্যক্ষের আকার "অহং ঘটং জানামি ঘটজ্ঞানবানহম্"—এইরূপে হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এবং তাদের সম্বন্ধের জ্ঞান অপরিহার্য হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে জ্ঞানটি সবিকল্পক হ'য়ে পড়ে ব'লে নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। তথাপি বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ কার্যের কারণরূপে নির্বিকল্প বিশেষণ জ্ঞান অপেক্ষিত থাকেই ব'লে, এই জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

রসজ্ঞানে নিত্যচিদানন্দ-অংশটি নির্ধর্ম ব'লে তার জ্ঞান নির্বিকল্পকই হবে। অথচ বিভাবাদির জ্ঞান সবিকল্পকই হ'য়ে থাকে। এইজন্য সমগ্র রসবোধকে নির্বিকল্প বা সবিকল্প কোনো কোটিতেই ফেলা যায় না।

রসজ্ঞান যদি সবিকল্প জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ত, তাহ'লে বিভাবাদির জ্ঞানের উপরে রসজ্ঞান নির্ভর করত, অর্থাৎ রস-সংবেদন বিভাবাদি-সংবেদনসিদ্ধ হ'ত। এ বিষয়ে মম্মট বলছেন কাব্যপ্রকাশে—

"নাপি সবিকল্পকং চর্ব্যমাণস্যালৌকিকানন্দময়স্য স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ।"

—চতুর্থ উল্লাস

টীকায় ঝাল্‌কিকারের উক্তি—"তদানীং জ্ঞানান্তরাসম্ভবাৎ রসমাত্রবিষয়িণ্যাং চর্বণায়াং নামরূপাদ্যুল্লেখাসম্ভবাচ্চ কুতঃ সবিকল্পকত্বম্"—'সবিকল্পও নয়, কারণ চর্ব্যমাণ-অলৌকিক-আনন্দময় সেই রস স্বসংবেদন-সিদ্ধ। ···এই সময়ে অন্য জ্ঞানের উপস্থিতি সম্ভব নয় ব'লে এবং রসমাত্রবিষয় চর্বণাব্যাপারে নামরূপাদির উল্লেখ সম্ভব নয় ব'লে সবিকল্পক হবে কি ক'রে?'

রসকে প্রায় সব আলঙ্কারিকই পানকরসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পানক-রসের নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় চিনি, তেঁতুল, এলাচ, গোলমরিচ, জায়ফল, কর্পূর, শা-জিরা, লবঙ্গ ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন। পানক-রস পানকালে কিন্তু উপকরণগুলির স্বাদ পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুভূত হয় না। রসজ্ঞানের সময়ে বিভাবাদিরও বিশিষ্ট জ্ঞান হয় না। কিন্তু যেমন পানকরসে পান-কালে মিষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপকরণের আস্বাদ মিশ্রিত হ'য়ে থাকে, তেমনি রসাস্বাদনকালেও বিভাবাদির আস্বাদ গৃহীত হ'য়ে থাকে।

পূজার গৃহে প্রবেশ করলে একটি সুন্দর গন্ধে হৃদয় ভরপুর হ'য়ে ওঠে। সে গন্ধ ধূপের না গুগ্‌গুলের, ফুলের বা চন্দনের—এ কথা জানবার কোনো বাসনাই হয় না, একটি অন্য রসে মন আপ্লুত হয়। বিভাবাদির সঙ্গে সঙ্গে রসচর্বণা সুরু হ'লেও—এমন প্রশ্ন মনে আসে না—'কার কটাক্ষ, কি রঙের আঁচল'—ইত্যাদি।

রস-সমুদ্রের তরঙ্গের পর তরঙ্গ ওঠে, সে তরঙ্গের মাথায় মাথায় কখনো বা রোদের সোনা, কখনো বা আকাশের নীল, কখনো বা উড়ন্ত পাখীর ডানার সাদা ঝিক্‌মিক্ ক'রে ওঠে। চোখ কিন্তু তাতেই তৃপ্ত, মন বেরসিকের মত প্রশ্ন ক'রে বসে না—ঐ সাদা রঙটুকু মেঘের না পাখীর পাখার, নীলটুকু আকাশের না জলের, সোনাটুকু রোদের কি? তরঙ্গের বিচিত্র উচ্ছ্বাসেই হৃদয় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে থাকে।

এইজন্য রসকে সবিকল্প বলা যায় না। নির্বিকল্পও বলা যায় না কারণ, নির্বিকল্প জ্ঞান বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-বর্জিত এক নৈয়ায়িকী ধারণা মাত্র। রসাস্বাদ বিভাবাদি-বর্জিত অবস্থায় হ'তে পারে না ব'লেই রসজ্ঞানকে নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে ফেলা যায় না। এই বিষয়ে কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্টের উক্তি—"তদ্‌গ্রাহকং চ ন নির্বিকল্পকং বিভাবাদিপরামর্শপ্রধানত্বাৎ" —চতুর্থ উল্লাস

—'তদ্‌গ্রাহক জ্ঞান নির্বিকল্পক নয়, বিভাবাদি পরামর্শের প্রাধান্য-বশত।' এর টীকায় ঝাল্‌কিকারের উক্তি—

"বিভাবাদীনাং পরামর্শঃ সম্বন্ধঃ প্রধানং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বাদ্ ইত্যর্থঃ। বিভাবাদিপরামর্শস্য সবিকল্পকতয়া নির্বিকল্পকজননাযোগ্যাত্বাদিতি ভাবঃ"—'বিভাবাদির পরামর্শ বা সম্বন্ধ তার প্রধান বস্তু, অতএব নির্বিকল্পক-জ্ঞান-জননে তার অযোগ্যতা আছে, কারণ বিভাবাদিপরামর্শ সবিকল্পক।'

এখানে পরামর্শ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে লক্ষণা-শক্তি-গম্য সাধারণ সম্বন্ধ-হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গানুরোধে বলা যেতে পারে যে, পরামর্শ-শব্দটি ন্যায়ের একটি পারিভাষিক শব্দ। অনুমিতি-জ্ঞানের পূর্বে অব্যবহিতভাবে যে অপর একটি নিশ্চয়-জ্ঞান হয় তাকেই পরামর্শ জ্ঞান বলে। অনুমিতি-জ্ঞানে তিনটি জ্ঞান প্রয়োজন, প্রথম হেতুজ্ঞান, দ্বিতীয় ব্যাপ্তিজ্ঞান, তৃতীয় পরামর্শজ্ঞান। 'ধূমদর্শন' হেতুজ্ঞান, 'বহ্নিব্যাপ্য ধূম'—ব্যাপ্তিজ্ঞান, 'বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবান্ এই পর্বত'—পরামর্শজ্ঞান, 'অতএব পর্বত বহ্নিমান্' —অনুমিতিজ্ঞান। সুতরাং একটি বিশেষ সম্বন্ধজ্ঞানই পরামর্শ যা অব্যবহিতভাবে অনুমিতি-জ্ঞানের জনক।

রসের সর্বাত্মকত্ব

রসবস্তু লৌকিক বস্তুর মত কার্য বা জ্ঞাপ্য নয়, অতএব অলৌকিক, রসজ্ঞান লৌকিক জ্ঞানের মত সবিকল্প বা নির্বিকল্প নয়, অতএব অলৌকিক—এতক্ষণ এইসব আলোচিত হ'ল। কিন্তু অন্যদিক্ দিয়ে দেখতে গেলে রসকে কার্য

জ্ঞাপ্য, সবিকল্প বা নির্বিকল্প সবই বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে মম্মটের উক্তি—"চর্বণানিষ্পত্ত্যা তস্য নিষ্পত্তিরুপচরিতেতি কার্যোঽপ্যুচ্যতাম্। লৌকিকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান-বেদ্যান্তরসংস্পর্শরহিতস্বাত্মমাত্র-পর্য-বসিতপরিমিতেতরযোগিসংবেদন-বিলক্ষণ-লোকোত্তর-স্বসংবেদনগোচর ইতি প্রত্যেয়োঽপ্যভিধীয়তাম্।"

—'চর্বণানিষ্পত্তির দ্বারা রসনিষ্পত্তি উপচরিত, স্থতরাং কার্যও বলা যেতে পারে। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞান, অপক্বযোগীর জ্ঞান যা চক্ষুপ্রভৃতি লৌকিক প্রমাণকে উপেক্ষা ক'রেই হ'য়ে থাকে, পক্বযোগীর জ্ঞান যা বেদ্যান্তর-সংস্পর্শরহিত ও স্বস্বরূপাত্মমাত্রবিষয়ক,—এই তিন শ্রেণীর জ্ঞান থেকে বিলক্ষণ এবং লোকোত্তর যে স্বসংবেদন তারি বিষয়ীভূত যে রস তাকে প্রত্যেয় বা জ্ঞেয়ও বলা যেতে পারে।' অর্থাৎ—রস কার্য ও জ্ঞাপ্য দুইই। চর্বণানিষ্পত্তির পূর্বে রসনিষ্পত্তি নেই। পুনঃ পুনঃ আস্বাদনকে বলে চর্বণানিষ্পত্তি। আস্বাদ্য বস্তু বিভাবাদি। বিভাবাদির পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের ফলে রস ব্যঞ্জিত হয়, তৎপূর্বে হয় না। চর্বণানিষ্পত্তির সঙ্গে রসনিষ্পত্তির এইপ্রকার একটি নিশ্চিত সম্বন্ধ আছে ব'লে, এই সম্বন্ধকে কার্যকারণ-সম্বন্ধ বলা যেতে পারে। তাই চর্বণা কারণ ব'লে রসও কার্য।

এইভাবে রসকে জ্ঞাপ্যও বলা যায়। বিভাবাদি-সংবলিত না হ'লে রসাস্বাদন সম্ভব নয়। বিভাবাদিযুক্ত হ'লে আনন্দচিন্ময়সত্তা রসরূপে আবির্ভূত হয়। স্থতরাং এই বিভাবাদিযুক্ত অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে আনন্দচিন্ময়-সত্তার জ্ঞাপ্য বা জ্ঞেয়-রূপে রসের কল্পনা করা যায়। অর্থাৎ বিভাবাদি-সংবলিত আনন্দচিন্ময় রসকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে, একটিকে সংবেদন ও অপরটিকে সংবেদ্য আখ্যা দিয়ে আনন্দচিন্ময়সংবেদনের সংবেদ্যরূপে রসকে নেয়া যেতে পারে। এই আনন্দচিন্ময়-সংবেদন কিন্তু অন্য সর্ববিধ সংবেদন থেকে বিভিন্ন। অন্য সর্বপ্রকার সংবেদন কি? লৌকিক ও অলৌকিক সংবেদন

লৌকিক সংবেদন—লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। অলৌকিক সংবেদনকে বলা হয় যোগজ সন্নিকর্ষ। যোগজ সন্নিকর্ষ বা যোগি-সংবেদনও দুই শ্রেণীর। যোগীকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ব'লে যোগিসংবেদনকেও দুই শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। একশ্রেণীর যোগী যুঞ্জান-পদ-বাচ্য, এঁদের জ্ঞান ধ্যান-জন্য অর্থাৎ ধ্যানাবস্থাতেই এঁরা লৌকিক চাক্ষুষ প্রভৃতি প্রমাণকে তুচ্ছ ক'রে জ্ঞানার্জন ক'রে থাকেন, ধ্যানাবস্থা ভিন্ন পারেন না। অপর যাঁরা যুক্ত-পদ-বাচ্য যোগী, তাঁরা লৌকিক প্রমাণাদিকে গ্রহণ না ক'রে সর্বদাই স্বতঃ-উৎসারিত জ্ঞানের আস্বাদ পেয়ে থাকেন।

মম্মটের এই পংক্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন ঝাল্‌কিকার—"লৌকিকং যৎ প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানং, যচ্চ প্রমাণতাটস্থ্যেন প্রমাণৌদাসীন্যেন চক্ষুরাদি-লৌকিকপ্রমাণমনপেক্ষ্যৈবেতি যাবৎ অববোধঃ জ্ঞানং তচ্ছালিনাং তদ্বতাং মিতযোগিনাম্ অপক্বযোগিনাং যুঞ্জানপদবাচ্যানাং ধ্যানজন্যং জ্ঞানং, যদপি চ বেদ্যান্তরস্য জ্ঞেয়ান্তরস্য লৌকিকবিষয়স্য সংস্পর্শেন সম্বন্ধেন রহিতং স্বস্বরূপাত্মমাত্রবিষয়কং পরিমিতেতরযোগিনাং পক্বযোগিনাং যুক্তপদাভিধেয়ানাং সংবেদনং জ্ঞানং—এতত্ত্রিতয়াৎ বিলক্ষণম্ অলৌকিকভাবাদিমত্ত্বেন বিসদৃশম্, অত এব চ লোকোত্তরং লোকাতীতং যৎ স্বাত্মকং সংবেদনং তস্য গোচরঃ বিষয়ঃ ইত্যর্থঃ।"

—'লৌকিক যে প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান, প্রমাণতাটস্থ্য বা প্রমাণ-বিষয়ে ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত চক্ষুপ্রভৃতি লৌকিক প্রমাণকে উপেক্ষা ক'রে যে অববোধ বা জ্ঞান তৎশালী বা তদ্বান্ মিতযোগী বা যুঞ্জানপদবাচ্য অপক্বযোগীদের ধ্যানজন্য জ্ঞান, এবং বেদ্যান্তর বা লৌকিক বিষয়-জ্ঞেয়ান্তরের সংস্পর্শ বা সম্বন্ধরহিত স্ব-স্বরূপাত্মমাত্রবিষয়ক পরিমিতেতর যোগীদের বা যুক্তপদাভিধেয় পক্বযোগীদের যে সংবেদন বা জ্ঞান, এই তিন প্রকার জ্ঞান-বিলক্ষণ, অর্থাৎ অলৌকিক বিভাবাদি আছে ব'লে ঐ তিন প্রকার জ্ঞান থেকে বিসদৃশ, অতএব লোকোত্তর বা লোকাতীত যে স্বাত্মক সংবেদন তারই গোচর বা বিষয়।'

সংক্ষেপে—রসজ্ঞান লৌকিকজ্ঞান বা অলৌকিক যোগজ জ্ঞান থেকে বিলক্ষণ। লৌকিক প্রত্যক্ষাদিজ্ঞান স্থান, কাল ও পাত্রের বিশেষকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে। অলৌকিক রসজ্ঞান স্থান, কাল ও পাত্রের সাধারণীকৃতিকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে, সুতরাং রসজ্ঞান লৌকিক-প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞান থেকে বিলক্ষণ। অলৌকিক যোগজ জ্ঞান যুক্ত ও যুঞ্জান যোগিভেদে নিরন্তর ও ধ্যানজন্য হিসাবে দ্বিবিধ হ'লেও বহির্বস্তুনিরপেক্ষহিসাবে একবিধ। অলৌকিক রসজ্ঞানে কিন্তু বিভাবাদিপরামর্শ আছে, এইজন্য অলৌকিক রসজ্ঞান অলৌকিক যোগজ জ্ঞান থেকে বিভিন্ন।

রস যে নির্বিকল্প ও সবিকল্প দুইই হ'তে পারে সে বিষয়ে কাব্যপ্রকাশে মম্মটের উক্তি—

—"উভয়াভাবস্বরূপস্য চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি ন তু বিরোধম্"—'উভয়াভাবস্বরূপের উভয়াত্মকত্বও পূর্বের মত লোকোত্তরতাকেই জানায়, বিরোধকে নয়। পূর্বের মত অর্থাৎ কারকজ্ঞাপকের মত।'

টীকায় ঝাল্‌কিকারের উক্তি—"বিরুদ্ধয়োরেকতরনিষেধস্যপরস্মিন্ পর্যবসানমিতি নিয়মেন সবিকল্পকত্বনিষেধে নির্বিকল্পকত্বং নির্বিকল্পকত্ব-নিষেধে চ সবিকল্পকত্বমায়াতীতি উভয়াত্মকত্বম্"—"দুটি বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে একটির নিষেধে অন্যটিতে পর্যবসান—এই নিয়মে সবিকল্পকত্বের নিষেধে নির্বিকল্পকত্ব ও নির্বিকল্পকত্বের নিষেধে সবিকল্পকত্ব হয় ব'লে রসজ্ঞানের উভয়াত্মকত্ব এসে পড়ে।"

একটি উদাহরণ দিই। শ্বেত বর্ণে সর্ববর্ণের সমাপত্তি, কৃষ্ণ বর্ণে সর্ববর্ণের নিরাপত্তি, সুতরাং দুটি বর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ। সাদা ও কালো রঙের দুটি বস্তুর মধ্যে যেটি কালো নয় সেটি সাদা, যেটি সাদা নয় সেটি কালো। এই উদাহরণটির সাহায্যে বক্তব্য বস্তুকে পরিস্ফুট ক'রে বলতে পারা যায়—সবিকল্প জ্ঞান বিশেষণবিশেষ্যভাবযুক্ত, নির্বিকল্প জ্ঞান বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-বর্জিত, সুতরাং দুটি জ্ঞান

পরস্পর-বিরুদ্ধ। সমস্ত জ্ঞানই যদি এই দুটি জ্ঞানের মধ্যে পড়ে তাহ'লে যেটি সবিকল্প জ্ঞান নয়, সেটি নির্বিকল্প জ্ঞানের মধ্যে এবং যেটি নির্বিকল্প জ্ঞান নয় সেটি সবিকল্প জ্ঞানের মধ্যে পড়ে। অতএব রসজ্ঞানও হ'য়ে পড়ে হয় সবিকল্প নয় নির্বিকল্প, অর্থাৎ বিভাবাদি-সংবলিত অবস্থায় সবিকল্প এবং আনন্দ-চিন্ময়রূপে নির্বিকল্প। রস যে নির্বিকল্প বা সবিকল্প কিছুই নয়, একটু আগেই এ কথা আলোচিত হয়েছে। রস যে নির্বিকল্প বা সবিকল্প দুইই—এ কথা এখন আলোচিত হ'ল। এই যে বিরুদ্ধ উক্তি—এর দ্বারা কিন্তু রসের লোকোত্তরতাই প্রমাণিত হয়। রস কার্য বা জ্ঞাপ্য কোনোটিই নয়, কিংবা দুইই—এটিও আরেকটি বিরুদ্ধ উক্তি। কিন্তু এটিও রসের লোকোত্তরতাকেই প্রমাণিত করে। সুতরাং উভয়াভাবস্বরূপের উভয়াত্মকত্ব লোকোত্তর-তাকেই প্রমাণ ক'রে থাকে—এইটিই বক্তার তাৎপর্য।

এই পর্যন্ত যে সকল বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন মতবাদ রসের অলৌকিকত্বকে উপজীব্য ক'রে আলোচিত হ'ল,—সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ নীচে দেওয়া হ'ল। যথা—

রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে—

১। ভট্টলোল্লট বলেন:

(i) জ্ঞেয় বা উৎপাদ্য অনুকার্যগত রসের সঙ্গে সহৃদয়ের জ্ঞানের সংযোগ অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণ-সন্নিকর্ষ-পদবাচ্য।

(ii) যদিও অনুকার্যগত রসের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সম্বন্ধ কার্য-কারণ বা উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ, তবু সামাজিকের দিক্ থেকে অনুকার্যগত রসের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের যথাক্রমে উৎপাদ্য-উৎপাদক, গম্য-গমক ও পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। রস সর্বত্রই উৎপন্ন এবং সামাজিকের দিক্ থেকে রসোৎপত্তির অলৌকিকত্ব এইখানেই যে মিথ্যা নট-প্রভৃতি বস্তুও সত্যনায়কাদিগত-রসোচিত চমৎকারিতার বোধ আনে।

২। ভট্টশঙ্কুক বলেন ঃ

(i) অনুকার্যবিষয়ে অনুকর্তাসম্বন্ধে সামাজিকের যে প্রতীতি, সে প্রতীতি সর্ববিধ লৌকিক সম্যগাদি প্রতীতিবিলক্ষণ, অতএব অলৌকিক।

(ii) অনুকার্যগত স্থায়িভাব সহৃদয়ের অনুমিতির বিষয়। লৌকিক অনুমিতিতে পক্ষে সাধ্যের সদ্‌ভাব অবশ্য স্বীকার্য এবং অপরিহার্য, কিন্তু রসানুমিতিতে পক্ষে সাধ্যের অসদ্‌ভাব থাকে, অর্থাৎ অনুকার্যগত স্থায়িভাব বা সাধ্য অনুকর্তা বা নটে থাকে না। সুতরাং লৌকিক অনুমিতি থেকে বিলক্ষণ ব'লে রসানুমিতি অলৌকিক। তাছাড়া লৌকিক অনুমিতি বস্তুজ্ঞান মাত্র, অলৌকিক অনুমিতি বস্তুসৌন্দর্যজনিত রস।

৩। ভট্টনায়ক বলেন ঃ

(i) জ্ঞেয় বা ভোগ্য বিভাবাদির সঙ্গে সহৃদয়ের জ্ঞানের সংযোগ একটি সাধারণী প্রতীতি মাত্র। সর্বপ্রকার লৌকিক প্রতীতিই বিশেষকে আশ্রয় ক'রে হ'য়ে থাকে, রসপ্রতীতিতে বিশিষ্ট কিছু নেই, সমস্তই সাধারণীকৃত অতএব অলৌকিক।

(ii) লৌকিক বিশেষ বস্তু ভোগ করে বিশেষ আত্মা বা অহং। রসভুক্তিতে ক্ষুদ্র অহং-এর বিশেষ লীন হ'য়ে পরিণত হয় নির্বিশেষ অহং-এর সর্বাশ্রয়ত্বে ও সর্বাশ্রিতত্বে। এইখানেই রসভুক্তির বৃহৎ অলৌকিকত্ব।

৪। অভিনবগুপ্ত বলেন ঃ

(i) জ্ঞেয় বা ব্যঙ্গ্য রসের সঙ্গে সহৃদয়ের বিভাবাদিঘটিত জ্ঞানের সংযোগ বা সংযোগসম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য তার আত্মচৈতন্যে আশ্রয়ঘটিত ঐক্যে, যে ঐক্যের অলৌকিকত্ববশত বাসনা স্মৃতিজনিকা না হ'য়ে অনুভূতিজনিকা হ'য়ে ওঠে। লৌকিকে বাসনা স্মৃতিকেই উদ্বুদ্ধ করে মাত্র।

(ii) (ক) রসানুভূতির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য তার আহ্লাদজনকত্বে। লৌকিকে শোকাদি দুঃখের জনক।

(খ) রসানুভূতির দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব আস্বাদ ও আস্বাদ্যের তাদাত্ম্যে। লৌকিকে আস্বাদ ও আস্বাদ্যের বিভিন্নতা।

(গ) রসানুভূতির তৃতীয় অলৌকিকত্ব তার সম্বন্ধবিশেষ-নিরপেক্ষতায়। লৌকিকে বিশেষ-বর্জিত কিছু নেই।

(ঘ) রসানুভূতির চতুর্থ অলৌকিকত্ব ভোক্তার অহং-নিরপেক্ষ ভাবে। লৌকিকে অহং অংশ অপরিহার্য।

(ঙ) রসানুভূতির পঞ্চম অলৌকিকত্ব এই যে রস কার্য নয়। লৌকিকে কখনো কখনো বস্তুমাত্রেই কার্য হ'তে বাধ্য।

(চ) রসানুভূতির ষষ্ঠ অলৌকিকত্ব এই যে রস জ্ঞাপ্য নয়। লৌকিকে সকল বস্তুই সিদ্ধরূপে জ্ঞাপ্য হ'য়ে থাকে।

(ছ) রসানুভূতির সপ্তম অলৌকিকত্ব স্ব-সংবেদনসিদ্ধত্বে। লৌকিকে সকল বস্তুই প্রমাণ-সংবেদ্য।

(জ) রসানুভূতির অষ্টম অলৌকিকত্ব এই যে রসজ্ঞান নির্বিকল্প জ্ঞান নয়। লৌকিকে সকল বস্তুজ্ঞানেই অনবস্থাদোষ পরিহার করার জন্য নির্বিকল্পকত্বভেদ স্বীকার্য এবং সকল বস্তুজ্ঞানেই সবিকল্পকত্ব বা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্ততা অপরিহার্য।

(ঝ) রসানুভূতির নবম অলৌকিকত্ব তার সর্বাত্মকত্বে, অর্থাৎ একদিক দিয়ে রস যেমন কার্য বা জ্ঞাপ্য নয়, সবিকল্প বা নির্বিকল্প নয়, অন্যদিক্ দিয়ে তেমনি সে কার্য ও জ্ঞাপ্য দুইই, সবিকল্প ও নির্বিকল্প দুইই। এই উভয়াভাবস্বভাবত্ব সত্বেও উভয়াত্মকত্ব রসের অলৌকিকত্বকেই বুঝিয়ে দেয়। লৌকিকে এটা হয় না। সেখানে সাধ্য বস্তু কার্য, জ্ঞাপ্য নয়; সিদ্ধ বস্তু জ্ঞাপ্য, কার্য নয়; সবিকল্প জ্ঞান নির্বিকল্প-বিরোধী ও নির্বিকল্প জ্ঞান সবিকল্প-বিরোধী।

উত্তরকল্প

ভক্তিরস স্থাপনা

বৈষ্ণবীয় রসের কথা মনে হ'লে প্রথমেই মনে পড়ে তার বিচিত্র বিলাস ও গাম্ভীর্যসূচক বিভাগ ও অনুভাগের অসংখ্যেয়তার কথা। বাস্তবিকই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা রস-তত্ত্ব নিয়ে যতখানি আলোচনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা করেছেন রসের অসংখ্য বৈচিত্র্য নিয়ে। রসের বিচিত্র আস্বাদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র নামকরণ তাঁরা করেছেন। কতকগুলিকে নিয়ে একটি বিশিষ্ট নামের পংক্তিতে সাজিয়েছেন। প্রধানগুলিকে করেছেন গৌণ, গৌণগুলিকে প্রধান এবং সবগুলিকে এনে ফেলেছেন এমন একটি রসের কেন্দ্রে, যেটিকে পূর্বাচার্যেরা রস-পর্যায়েই ফেলেন-নি। আমি ভক্তিরসের কথা বলছি।

ভক্তি-রস

কোনো প্রাচীন আলঙ্কারিক ভক্তিরসকে রস ব'লে স্বীকার করেননি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যরস ও কাব্যরস ব'লে যেগুলিকে ধরা হয়েছে তার মধ্যে ভক্তিরসের নাম নেই—

পূর্বপক্ষ

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"৪৪॥

মম্মটভট্ট দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাবের মধ্যে ফেলেছেন—

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তঃ।"

—'দেবাদিবিষয়া রতি ও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে ভাব বলা হয়।'

টীকায় ঝাল্‌কিকারের ব্যাখ্যা—"রতিরিতি সকলস্থায়িভাবোপ-লক্ষণম্। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা শব্দশ্চার্থে। তেন দে` দিবিষয়া সর্বপ্রকারা, কান্তাদি-বিষয়াপি অপুষ্টা

রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ, বিভাবাদিভিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিতো ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি সূত্রার্থঃ।"

—'রতি শব্দের দ্বারা সমস্ত স্থায়িভাবই উপলক্ষিত হয়েছে। 'দেবাদিবিষয়া'—এর দ্বারা অপ্রাপ্তরসাবস্থা উপলক্ষিত হয়েছে। তথা শব্দ 'চ'-কারের অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা পুষ্টা ও অপুষ্টা রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্টা রতি, অপ্রাপ্তরসাবস্থা হাসাদি এবং প্রধানভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারী ভাব-পদাভিধেয়রূপে কথিত। এই সূত্রের অর্থ।' অর্থাৎ ব্যভিচারী যেখানে ব্যঞ্জিত, রতিহাসাদি স্থায়িভাব যেখানে অপুষ্ট এবং পুষ্ট বা অপুষ্ট সর্বপ্রকার দেবাদিবিষয়া রতি ভাবপদবাচ্য।

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকাতেও আছে—

"রত্যাদিশ্চেন্নিরঙ্গঃ স্যাদ্দেবাদিবিষয়োঽথবা।
অন্যাঙ্গভাবভাগ্ বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক্॥"

—"রত্যাদি যদি নিরঙ্গ হয়, কিংবা দেবাদিবিষয় হয় অথবা অন্যের অঙ্গভাবভাক্ হয় তাহ'লে সেই রত্যাদি স্থায়ি-পদ-বাচ্য হয় না।"

ভক্তি রস নয়, ভাব মাত্র—প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের এই উক্তির অনুরণন সাহিত্যদর্পণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রসগঙ্গাধরে জগন্নাথের উক্তিও অনুরূপ—

"অথ কথমেত এব রসাঃ। ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য, ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য, ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদ্পুরাণরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে। ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেরিতি"—

'কিন্তু মাত্র এই কয়েকটি রস—এ কথা কি ক'রে বলা যায়! ভগবান্ যার আলম্বন, রোমাঞ্চ-অশ্রুপাতাদি যার অনুভাব, হর্ষাদি যার

পোষক, ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণ যার উদ্দীপন, এমন যে ভগবদ্‌ভক্তজন-অনুভূয়মান ভক্তিরস, তাকে অপহ্নব করা সহজ নয়। ভগবদ্‌-অনুরাগ-রূপা ভক্তি এখানে স্থায়িভাব, (যেহেতু রসসাধক প্রত্যেকটি বস্তুই এখানে বর্তমান, যেমন আলম্বন ও উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি-ভাব ও স্থায়িভাব)। এই ভক্তিকে শান্তরসে অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব নয়, কারণ অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ বস্তু (সুতরাং ভক্তিকে স্বতন্ত্র রস ব'লে স্বীকার করা হোক)—এই আপত্তি এখন খণ্ডন করা যাচ্ছে। ভক্তি যে রস নয় তার কারণ ভক্তির স্থায়িভাব দেবাদিবিষয়া রতি। দেবাদিবিষয়া রতি ভাবের অন্তর্ভুক্ত। ভাবের অন্তর্ভুক্ত ব'লেই ভক্তি কখনো রসপর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারে না।'

বলা বাহুল্য, জগন্নাথ পণ্ডিতের যুক্তিতে পূর্বাচার্যদের দোহাই গাওয়া হয়েছে। রসের সমস্ত সাধনগুলি বর্তমান থাকা সত্বেও ভক্তিকে রস বলা হবে না, কারণ তাকে ভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—এ কোনো যুক্তিই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কেন? রস আর ভাবের প্রভেদ কোথায়?

প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট। রস ও ভাবের যে প্রভেদ সে স্বরূপত প্রভেদ। ভাগবতী আনন্দচিন্ময়সত্তা রূপে সর্বদাই রস অলৌকিক। ভাবগুলি সর্বদাই লৌকিক, কেবলমাত্র রসের ব্যঞ্জক হিসাবেই সেগুলি অলৌকিক। সুতরাং রস ও ভাবের প্রভেদটি স্বরূপত প্রভেদ। স্ফটিক সর্বদাই স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ, জবা লোহিতবর্ণ। জবার সংস্পর্শে এলেই স্ফটিক হয় লোহিতবর্ণ। জবা সরিয়ে নিলে স্ফটিকে তার পূর্ববর্ণ ফিরে আসে। এইরকম ভাবে অলৌকিক রসের সংস্পর্শে এলেই লৌকিক ভাবগুলি হয় অলৌকিক বিভাবাদি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বিশ্বনাথ যে বলেন 'ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ'—'বিভাবাদির সাধারণীকৃতি নামে এক ব্যাপার আছে'—কথাটা কতখানি সমীচীন তা বিবেচ্য। সাধারণীকৃতি ঘটবার পরেই লৌকিক কারণাদি

ভাব—রসের নিমিত্ত কারণ

অলৌকিক বিভাবাদি-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সাধারণীকৃতি ঘটে কবি-প্রতিভায়। কবি-প্রতিভা-সমর্পিত সাধারণীকৃত লৌকিক কারণাদি বিভাবাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'য়ে রসের ব্যঞ্জক হয়।

এবার পূর্ব প্রশ্নকে আরো স্পষ্ট ক'রে উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রশ্ন এই যে সমস্ত চিত্তভাবই রস-ব্যঞ্জক হ'তে পারে কিনা, অর্থাৎ চিত্তভাবমাত্রেই স্থায়িভাব হ'তে পারে কিনা? এ বিষয়ে নাট্যশাস্ত্র-কারের উক্তি—"যথাহি সমানলক্ষণাস্তুল্যপাণিপাদশরীরাঃ সমানাঙ্গ-

ভাবের রসীকরণ-যোগ্যতা

প্রত্যঙ্গা অপি পুরুষাঃ কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বাদ্ রাজত্বমাপ্নুবন্তি, তত্রৈব চান্যেঽল্পবুদ্ধয়স্তেষামেব অনুচরা ভবন্তি, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিণঃ স্থায়িভাবান্ উপাশ্রিতা ভবন্তি।...যথা নরেন্দ্রো বহুজনপরিবারোঽপি সন্ স এব নাম লভতে নান্যঃ সুমহানপি পুরুষঃ, তথা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃতঃ স্থায়ী ভাবো রস-নাম লভতে॥"

সপ্তম অধ্যায়—নাট্যশাস্ত্র

—'যেমন সমান-লক্ষণ তুল্যপাণিপাদোদরশরীর সমানাঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ'লেও কুলশীলবিদ্যাকর্মশিল্পবিচক্ষণত্বপ্রযুক্ত কোনো কোনো পুরুষ রাজত্ব পেয়ে থাকে, অন্য সকল অল্পবুদ্ধি জনেরা তাদেরই অনুচর হ'য়ে থাকে, তেমনি বিভাবানুভাব-ব্যভিচারীগুলি স্থায়িভাবকে আশ্রয় ক'রে থাকে।...যেমন বহুজনপরিবার থাকা সত্ত্বেও একজনই মাত্র নরেন্দ্র নাম লাভ ক'রে থাকে, অন্য পুরুষ সুমহান্ হওয়া সত্ত্বেও লাভ করে না, তেমনি বিভাবানুভাবব্যভিচারিভাবের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে স্থায়ী ভাবই রস নাম পেয়ে থাকে (অন্যে নয়, বিভাবানুভাবব্যভিচারি-ভাবপরিবৃত হ'লেও)।'

—অর্থাৎ রস হ'তে গেলে স্থায়িভাবের যোগ্যতা থাকা তো চাইই, উপরন্তু থাকা চাই তার পুরিপুষ্টি, তা না থাকলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রসপদবাচ্য হবে না। সংক্ষেপে, কতকগুলি ভাব কিছুতেই রসোপ-

যোগী পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না, যেমন ভক্তিভাব (প্রাচীন মতানুসারে)।

এই কথাই জগন্নাথ পণ্ডিতের বচনে ধ্বনিত হয়েছে—'ভক্তের্দেবাদি-বিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।' এইজন্যই স্থায়িভাবের সম্পর্কে এত তর্ক, এত বিক্ষোভ। ভরতমুনি মাত্র আটটিকেই নাট্যে রসীকরণযোগ্য স্থায়িভাবের স্থান দিলেন। অতি সুনিপুণ সাবধানতায় লোচন-টীকাকার মাত্র আর একটি রসের, অর্থাৎ শান্ত-রসের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাপনা করলেন। সর্বশুদ্ধ মাত্র এই ন'টি রস—আটটি ধর্মার্থকামমূলক, শেষেরটি মোক্ষ-মূলক। সুতরাং ভক্তিরসের স্থান কোথায়? স্থান নেই।

মন কিন্তু একথা মানে না। চোখে যেখানে দেখছি জগন্নাথ পণ্ডিতের ভাষায় "ভগবদালম্বনস্য, রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য, হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য, ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়-মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ"—তখন ভক্তিরসকে অস্বীকার করা চলে না। বাস্তবিকই আলঙ্কারিকেরা স্থায়িভাবের যে সব লক্ষণ দিয়েছেন, সেই সব লক্ষণ অনুসারে ভক্তিকে রসীকরণযোগ্য স্থা[illegible]ব বলতে কোনো আপত্তিই হওয়া উচিত নয়। কেউ কেউ স্বীকারও করেছেন, বিশেষভাবে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা।

স্থায়িভাবসম্বন্ধে লোচনটীকায় অভিনবগুপ্তের উক্তি—

"বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপ-লভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ"—'চিত্তবৃত্তিরূপ বহু ভাবের মধ্যে যার রূপবাহুল্য উপলব্ধ হয় তারই [illegible] স্থায়িভাব। রসীকরণযোগ্য ব'লেই তাকে রস বলা হয়।'

ভক্তিভাবে এই রূপবহুলতা সম্ভব নয়—এ কথা সত্য নয় একেবারেই। শান্তভাবের রূপবহুলতার মত ভক্তিভাবের রূপবহুলতা পরিপূর্ণভাবেই সম্ভব।

ভক্তিভাব একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব। শান্তে একে অন্তর্গত করা

চলে না। ভক্তিভাবের অপর নাম ভগবদনুরক্তি, অনুরাগই ভক্তির স্বরূপ। শান্তরসের প্রধান ভাব নির্বেদ—যার থেকে জগতের অসারত্ব প্রমাণিত হ'য়ে আসে বৈরাগ্য। জগতের কোনো কিছুই কিছু নয়, একমাত্র জ্ঞাতব্য তিনি, যিনি শুদ্ধ শান্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, যাঁকে জানতে হ'লে সব কিছু অশান্ত কোলাহল থেকে নিবৃত্ত করা চাই চিত্তকে, হওয়া চাই শান্ত। চিত্তকে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির রাখতে গেলে সর্বশ্রেণীর চাঞ্চল্য থেকে মুক্তি চাই। অনুরাগে এ মুক্তি নেই, কারণ অনুরাগে চিত্তের রঞ্জন প্রতি মুহূর্তেই নব নব। প্রতি মুহূর্তের নবীনতা অনুরাগে আনে লীলার সুষমা-চাঞ্চল্য। তাই শান্তরস আর ভক্তিরস এক নয়। কিন্তু এক না হ'লেও এক স্থানে তাদের একটি ঐক্য আছে। তাই যাঁরা শান্তকে রস ব'লে স্বীকার করেন অথচ ভক্তিকে রস ব'লে স্বীকার করতে চান না তাঁদের মত বোঝা শক্ত।

শান্তভাব ও ভক্তিভাব

প্রত্যেকটি রসেরই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব স্বতন্ত্র। শৃঙ্গার-রসের বিভাবাদি ও ভয়ানক রসের বিভাবাদি এক নয়, সুতরাং এক হিসাবে শৃঙ্গারাদি রসের বিভাবাদিকে পরিমিত সংখ্যা-গত বলা যেতে পারে। কিন্তু শান্তরসের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে আছে সর্বরস তাদের অসংখ্য বিভাবাদি নিয়ে। অভিনবগুপ্ত বলেছেন—"তত্ত্বজ্ঞানং চ সকলভাবান্তর-ভিত্তিস্থানীয়ং সর্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং সর্বা রত্যাদিকা চিত্তবৃত্তীঃ ব্যভিচারয়ন্"—'সমস্ত ভাবান্তরের মূল ভিত্তি তত্ত্বজ্ঞান, সমস্ত স্থায়ীর মধ্যে স্থায়িতম, এবং এর কাছে সমস্ত রত্যাদি চিত্তবৃত্তিগুলি ব্যভিচারিস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।' তাই শান্তরসের রূপ-বাহুল্য-যোগ অন্য যে কোনো রসের চেয়েই বেশি।

কিন্তু তবু তো শান্তরসে লীলা-চাঞ্চল্য নেই, সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে তার একটা বিরাট প্রতিকূলতার সম্বন্ধ। ভক্তিরসেরও অনুকূল নয় শৃঙ্গারাদি লৌকিক স্থায়িভাব, তবু ভক্তিরসে সেগুলির প্রাতিকূল্য নেই, আছে দিব্যসত্তার আবেশ-জনিত রূপান্তরিতের আনুকূল্য।

তাই ভক্তিরসের চেয়ে রূপবাহুল্যযোগ আর কোনো রসেরই নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। রূপবাহুল্যযোগবশত রসীকরণযোগ্যতাই যদি স্থায়িভাবের নিয়ামক হয়, তাহ'লে ভক্তিভাবকে স্থায়িভাবের অন্তর্ভুক্ত করাতে কোনো প্রতিবন্ধকই থাকতে পারে না।

কথাটা আরো একটু স্পষ্ট ক'রে বলছি।

প্রত্যেকটি রসেরই একটি ক'রে বিশিষ্ট স্থায়িভাব আছে, যেমন শৃঙ্গারের রতি, করুণের শোক, হাস্যের হাস ইত্যাদি। ভক্তিকে রস ব'লে স্বীকার করতে হ'লে তারও একটি স্থায়িভাব চাই। ভক্তিরসের স্থায়িভাব কি? ভক্তিরসের স্থায়িভাব দেবাদিবিষয়া রতি, যে রতিকে আরো বিশিষ্ট ক'রে বৈষ্ণবেরা বলবেন কৃষ্ণরতি—

"এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—দক্ষিণ বিভাগ

এইখানেই আলঙ্কারিকদের তর্কের আরম্ভ। দেবাদিবিষয়া রতিকে অনেকেই স্থায়িভাবের পর্যায়ে ফেলবেন না। মম্মট তো স্পষ্টই বলেছেন—

"রতির্দেবাদিবিষয়া...ভাবঃ প্রোক্তঃ" দেবাদিবিষয়া রতিকে ভাব বলে।

—কাব্যপ্রকাশ চতুর্থ উল্লাস

জগন্নাথ পণ্ডিত বলেছেন রসগঙ্গাধরে—"ভক্তের্দেবাদিবিষয়-রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ"—ভক্তি দেবাদিবিষয়া রতি ব'লে ভাবের অন্তর্গত, সুতরাং রস-পর্যায়ে পড়ে না। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভিনবগুপ্ত বলেন—"স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদৌ এব পর্যবস্যতি।.. এবং ভক্তৌ অপি বাচ্যম্ ইতি"—'স্নেহাদি সর্ব ভাব রতি উৎসাহ ইত্যাদিতে পর্যবসিত হয়।...এই কথা ভক্তি সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে।'

এই সকল উক্তিকে লক্ষ্য ক'রে মধুসূদন সরস্বতী বলছেন—

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ ॥৭৫॥

দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দপ্রকাশনাৎ।
তদ্‌যোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি" ॥৭৬॥

ভক্তিরসায়ন—।২॥

—"দেবাদিবিষয়া রতিও ব্যঞ্জিত ব্যভিচারী ভাব নামে কথিত হয়, রসরূপে নয় এই যে কথা রসকোবিদেরা ব'লে থাকেন সে কথা দেবান্তর-সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যিনি পরমানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা তিনি পরম আনন্দকেই প্রকাশ ক'রে থাকেন ব'লে তাঁর প্রতি প্রযোজ্য নয়।"

জীবগোস্বামীও বলেছেন প্রীতিসন্দর্ভে—"যৎ তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্ ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ"—'প্রাকৃতরসতত্ত্ববিদেরা যে ব'লে থাকেন রসসামগ্রী নেই ব'লেই ভক্তি কখনো রস হ'তে পারে না সে কথা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়েই বক্তব্য। কৃষ্ণসম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, কারণ কৃষ্ণসম্বন্ধীয়া ভাগবতী প্রীতি অবশ্যই ভক্তিময় রস হ'তে পারে, কেননা ভক্তিতে রসসামগ্রী পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।'

রস-সামগ্রীর মধ্যে প্রধান উপকরণ স্থায়িভাব। স্থায়িভাবের উদ্বোধনের জন্যই আর সব কিছু উপকরণের প্রয়োজন। রসসামগ্রীর মুখ্য উপকরণ স্থায়িভাবকে বাদ দিয়ে রসনির্বাহ হ'তে পারে না, সুতরাং ভক্তিরসে স্থায়িভাবের অবস্থিতি অবশ্যস্বীকার্য।

রূপবাহুল্য-যোগ-বশত বিশেষ কোনো চিত্তবৃত্তি রসকে ব্যঞ্জিত করতে পারে ব'লেই যদি চিত্তবৃত্তিকে স্থায়িভাব আখ্যা দেয়া হয়, তবে, যেখানে ভগবৎপ্রীতিরসাপ্লুত হৃদয়ে ভক্তিভাব কখনো বিকশিত হয় প্রিয়তমকে চাওয়ার গভীর রতি-আকুলতায়, উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে তাকে পাওয়ার নিবিড় আনন্দ-হাস্যে, ম্রিয়মাণ হ'য়ে যায় হারিয়ে ফেলার শোকে, প্রজ্বলিত হ'য়ে ওঠে ক্রোধে প্রতিকূলতার সাহসিকতায়, দীপ্যমান হয় বিঘ্নাপসারণের উৎসাহে, কম্পমান হয় প্রত্যাসন্ন নিষ্ফলতার ভয়ে, সঙ্কুচিত হয় আপন ক্ষুদ্রতার অহং-সীমার জুগুপ্সায়, কখনো বা ব্যাপ্ত হয় বিস্ময়ে ভগবদ্-ঐশ্বর্যের বিরাট মহিমায়, সেখানে

কি ভক্তিভাব রূপবাহুল্য-যোগ-বশত স্থায়িভাব-আখ্যা পেতে পারে না? এই সব রতি-হাস-শোক-প্রভৃতি ভাবও কি আসে না তাদের বিচিত্র প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক ভাবাবলীকে নিয়ে? আলঙ্কারিকের একটি পংক্তি কি হৃদয়ানুভূতির তীব্র সত্যতাকে মিথ্যা ক'রে দিতে পারে? বৈষ্ণবেরা যখন বলেন, ভক্তিরসের স্থায়িভাব কৃষ্ণরতি, তখন সে কথা ঠিকই বলেন, কারণ দেবাদিবিষয়া রতি ভক্তিরসকে নিশ্চিত-রূপেই অনুভবগম্য করতে পারে।

মীরার ইতিহাস কে না জানে?—সেই কৃষ্ণরাগরসিকার কথা কৃষ্ণরতিস্বাদলোলুপার ভক্তিরসজীবন্ত প্রতিমার আনন্দ-ব্যথার কাহিনী! সুরদাস বাৎসল্যের রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে পরম আনন্দের বার্তা কি বহন ক'রে আনেননি আমাদের কাছে? ভক্তি যদি রসাস্বাদের পরাকাষ্ঠায় হৃদয়কে উত্তোলিত করতে না পারত, তাহ'লে ভক্তজনের চিত্ত মোহিনী মায়ার জালে আজও কি আবদ্ধ হ'য়ে থাকত না? পারত কি পঙ্ক থেকে পঙ্কজের মধু সৃষ্টি করতে?

পুরাণাদি থেকে দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যাবে রাগমার্গী ভজনা যাঁদের, ভগবান্‌কে তাঁরা যে শুধুমাত্র পূজ্য রূপে দেখেছেন তা নয় গোপীরা ভগবান্‌কে দেখেছিলেন প্রিয়রূপে, মধুমঙ্গলাদির কাছে ছিলেন তিনি প্রিয় বয়স্যরূপে হাস্যরসের রসিক হ'য়ে, প্রিয়শোকে মুহ্যমানা নাগ-পত্নীরা তাঁর স্তব-রচনা করেছিলেন, শিশুপালের ক্রোধ ছিল তাতে সদাজাগ্রত, কংস থাকতেন সর্বদা ভয়াকুল, রুক্মিণী-স্বয়ংবরে তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, পূতনাবধের বীভৎসতার কারক ছিলেন তিনি, আর বিশ্বরূপদর্শনের অদ্ভুতরসে বিস্মিত কি হননি যশোদা ও অর্জুন? সত্যভামার প্রিয়পতি, যশোদার প্রিয়পুত্র, দ্রৌপদীর প্রিয় সখা যিনি, তাঁকে কি ভজনা করেনি আরো বহু পূজারিণী প্রিয়প্রভুর মত, পরম দেবতার মত? রূপবাহুল্য-যোগ এর চেয়ে আর কোন রসে বেশী হ'তে পারে?

ক্ষুদ্রতার কণ্টকে পীড়িত মানবমন অহরহ চাইছে মহৎ সৌন্দর্যের

নিবিড় স্পর্শ। পরিমিত প্রেমে যখন মন ভরে না, তখন চাই অপরিমিতকে। পবিত্র সুন্দর হাসি নিষ্পাপ মনের পরিচায়ক হোক, এই তো চিরন্তনী প্রার্থনা। পরম শোকে তাঁরই সান্ত্বনা খুঁজি। তাঁরই শক্তিতে বীর্য হয় অক্ষয়। ক্রোধবিষে জর্জরিত হ'লে চাই তাঁরই আশ্রয়। ভয়াকুল মন আর্তি জানায় পরম অভয়কে। সকল বীভৎসতার উর্ধ্বে পেতে রাখি তাঁরই আসন। বিস্মিত হই তাঁর অমিত ঔদার্যে। অল্পে কে খুশি হয়, অনল্পে যার অধিকার? আর এই অধিকারবোধ আসে তখনই যখন পাই বৃহতের স্পর্শ, মহতের আশ্রয়। ভক্তির আনন্দ অলস মনের কল্পনা-বিহার নয়, দৈনন্দিন প্রত্যেক মুহূর্তের নিঃশ্বাসবায়ু। তাকে এক কথায় রূপবাহুল্যহীন বললে মানব কেন?

প্রকারান্তরে অভিনবগুপ্তও মানেননি, যখন তিনি বলেছেন স্পষ্ট ক'রে শান্তরসের প্রসঙ্গে—"মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরম-পুরুষার্থ-নিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। স চায়মস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন কাব্য-কৌতুকে, অস্মাভিশ্চ তদ্বিবরণে বহুতরকৃতনির্ণয়পূর্বপক্ষসিদ্ধান্ত ইত্যলং বহুনা॥" ধ্বন্যালোক, তৃতীয় উদ্দ্যোত, লোচন-টীকা

—'মোক্ষ এর ফলস্বরূপ, অতএব পরমপুরুষার্থ নিষ্ঠ ব'লে এই শান্তরস সর্বরসের মধ্যে প্রধানতম। এই কথাই উপাধ্যায় ভট্টতৌত বলেছেন কাব্য-কৌতুকে, আমরাও বহুবহুতর নির্ণয়কালে পূর্ব পক্ষ সিদ্ধান্ত ক'রে এই কথাই বলেছি। সুতরাং অধিকে প্রয়োজন নেই।'

শান্ত যে সর্বপ্রধান রস, উপরে উদ্ধৃত অংশটুকুতে অভিনবগুপ্ত এ কথা স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। সর্বপ্রধান কেন, সে কথা আনন্দবর্ধন ধ্বন্যালোকে স্পষ্টই বলেছেন—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

—তৃতীয় উদ্দ্যোত

—'ইহলোকের কামসুখ বা পরলোকের দিব্য মহাসুখ, কিছুই তৃষ্ণাক্ষয়সুখের পরিপূর্ণ ষোলোকলার এককলারও তুল্য নয়।'

ষোড়শী কলার এক কলারও সমতুল্য নয় কেন, এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাট্যশাস্ত্রের ভরতবাক্যে—

"ভাবা বিকারা রত্যাদ্যাঃ শান্তস্তু প্রকৃতির্মতঃ।
বিকারঃ প্রকৃতের্জাতঃ পুনস্তত্রৈব লীয়তে॥
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে॥"

—ষষ্ঠ অধ্যায়

—'রত্যাদি ভাব ভাববিকার মাত্র, ভাবপ্রকৃতি শান্তাখ্য। প্রকৃতি থেকে বিকার জাত হয় এবং প্রকৃতিতেই লীন হ'য়ে থাকে। আপন আপন নিমিত্ত গ্রহণ ক'রে এক শান্ত ভাব থেকেই অন্যান্য সর্বভাবের উৎপত্তি, এবং ঐ সকল নিমিত্তের অভাবে পুনরায় শান্তভাবেই পর্যবসান ঘটে।' সংক্ষেপে বলতে গেলে, শান্তভাবই মানবাত্মার স্বাভাবিক সহজাবস্থা, আর সব অবস্থা পর-জ় অর্থাৎ নিমিত্তের অবস্থিতি অনুযায়ী শান্তেরই অবস্থান্তর রতি প্রভৃতি।

এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যে একটি বস্তুর স্থিতি না থাকলে আরেকটি বস্তুর গতি সম্ভব হয় না। গতিশীল দুটি বস্তুর মধ্যেও একটির আপেক্ষিক স্থিরত্ব চাই, না হ'লে চলমান বিশ্বের অচলাবস্থা এসে দাঁড়ায়। চঞ্চলা তটিনীর চাই স্থির গিরি-গুহা ও ক্ষিতিতল, বিচিত্র লীলায় লীলায়িত সমস্ত রসেরই চাই একটি স্থিতিস্থল শান্ত-রস, যার বিরোধী কোনো রসই নয়, কারণ যেস্থলে শান্তরসই প্রধান সেস্থলে অন্যান্য রসের প্রধানত্ব-প্রসঙ্গই নাই, আছে ব্যভিচারিত্ব-সম্ভাবনা।

প্রকৃতপক্ষে শান্ত-ভাব ভিন্ন অন্যান্য যে সব রতি-প্রভৃতি ভাব আছে, তাদের রসনীয়ত্ব আসে শান্তভাব থেকেই। বহির্মুখী ও বহুমুখী চিত্তের সতত সঞ্চরণ-শীল অনবস্থিততার দুঃখ থেকে যে মুহূর্তে

আপেক্ষিক অন্তর্মুখী অবস্থা আসে, সেই মুহূর্তেই চিত্ত অন্তর্মুখী অবস্থার অনুযায়ী শান্তভাব প্রাপ্ত হয় ও সুখানুভব করে। এই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে অভিনবগুপ্ত বলেছেন অভিনব-ভারতীতে—

"সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদঃ বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা"—'সর্ব রসের আস্বাদ প্রায় শান্তের মত হয়, বিষয় থেকে চিত্ত পরিনিবৃত্ত হয় ব'লে।'

বিষয় থেকে চিত্তের এই পরিনিবৃত্তি কিংবা, আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে, বহুবিষয় থেকে ক্রমশই চিত্তের কেন্দ্রাভিনিবেশ, এইটি আনন্দের প্রকৃত কারণ। এইজন্য চিত্ত যে রসে সহজেই আবিষ্ট হ'তে পারে, যে রস চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করতে পারে, সেই রসকে আলঙ্কারিকেরা আদিরস বা প্রধানরস কথার কথায় ব'লে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার প্রধানরস নয়। এই রসের কমনীয়তা প্রত্যেক জীব সহজেই অনুভব করে ব'লে সহজেই এই রস সর্বজনগ্রাহ্য হয় এবং প্রধান ব'লে কথিত হ'য়ে থাকে। এই কথা আনন্দবর্ধনাচার্য ধ্বন্যালোকে বলেছেন—"শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং নিয়মেনানুভব-বিষয়ত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তা প্রধানভূতঃ"—'শৃঙ্গাররস সংসারি-জনের নিয়তভাবে অনুভবের বিষয় হ'য়ে থাকে ব'লে কমনীয়তাবশত সর্বরসের মধ্যে প্রধান ব'লে উপলক্ষিত হয়'—অর্থাৎ অধিকসংখ্যক-জনগ্রাহ্য ব'লে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য, স্বরূপত নয়, কারণ স্বরূপত এই রসও মনের বিকার-বিশেষ—বিভাবাদিবৈশিষ্ট্যাপেক্ষ।

শান্তরসের প্রাধান্য এইভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েও সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য ব'লে স্বীকার্য যে শান্ত-রসের মূল শিকড় বৈরাগ্য। রাগ বা আসক্তি লীলা বা নিগড় হ'য়ে চিত্তকে হাসায় বা কাঁদায়। কিন্তু লীলাই হোক বা নিগড়ই হোক, এর আনন্দ বা বেদনা দুইই চিত্তকে চঞ্চল করে এবং এই চঞ্চলতাকে পরিবর্জন করাই শান্তভাবের ধর্ম। কিন্তু লোকে পরিবর্জন করে কাকে? যাকে হেয় ব'লে মনে করে। বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই

পরিবর্জনীয় হয় না। সুতরাং বস্তুর হেয়ত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েই চিত্তের পরিবর্জনস্পৃহা এসে থাকে। তাই বৈরাগ্যযোগ যাঁদের, শান্তভাবে সমাশ্রয়েচ্ছু মন যাঁদের, তাঁরা সমস্ত বস্তুকেই নশ্বর ও হেয় জ্ঞান ক'রে থাকেন।

শান্ত-ভাব থেকে শান্তরসে পৌঁছবার সময়টুকুতে সংঘাত বাধে চিত্তের বিবিধ আসক্তির সঙ্গে এই হেয়াববোধের। শান্তভাবসমাশ্রিত মনের এই বিচিত্র পথটুকুকেই আমরা শান্তরসানুভূতি ব'লে স্বীকার ক'রে নেব। বাস্তবিকই শান্তরসে অধিষ্ঠিত মনের কোনো ক্রিয়া বা বিক্রিয়া নেই। বিভাবাদির চর্বণা ক্রিয়াবিশেষ, সুতরাং রসার্ণব-সুধাকরে শিংগ-ভূপাল যদি শান্তরসের অসম্ভবতা সম্বন্ধে ব'লে থাকেন তাহ'লে তার সারবত্তা মেনে নিতেই হয়—"স্থায়িত্বং নাম সংস্কার-পাটবেন ভাবস্য মুহুর্মুহুর্নবীভাবঃ। তেন নির্বেদবাসনাবাসিতে ভাবকচেতসি নৈষ্ফল্যেনাভিমতেষু বিভাবাদিষু তৎসামগ্রীফলভূতস্য নির্বেদস্যোৎপত্তিরেব ন সংগচ্ছতে, কিং পুনঃ স্থায়িত্বম্। কিঞ্চাসতি নির্বেদস্থায়িনি শান্তরূপো ভাবকানামাস্বাদশ্চিত্রগতকদলীফলরসাস্বাদ-লম্পটানাং রাজশুকানাং বিবেকসহোদরো ভবেদিতি কৃতং রস্তেন।"

—দ্বিতীয় বিলাস

'সংস্কার-পটুতাবশত ভাবের মুহুর্মুহু নবীভাবই স্থায়িত্ব। তাই নির্বেদবাসনাবাসিত ভাবুকচিত্তে বিভাবাদি নিষ্ফল ব'লে অভিমত হয়। বিভাবাদির নৈষ্ফল্যে তৎসামগ্রীফলভূত নির্বেদের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভব নয়, স্থায়িভাব হওয়া দূরের কথা। আর স্থায়িভাব নির্বেদই যদি না থাকে, তাহ'লে ভাবুকজনের শান্তরসের আস্বাদ রাজশুক-কর্তৃক চিত্রগতকদলীফলের রসাস্বাদতুল্য, সুতরাং বিতর্কে প্রয়োজন নাই।'

বাস্তবিকই শান্তে অধিষ্ঠিত মনের কোনো ক্রিয়া বা বিক্রিয়া নেই ব'লে কোনো সংঘাতও নেই, সংহতিও নেই। এই অবস্থা এক নিরুপাধিক অবস্থা। যোগিজন এতে তৃপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু কাব্যে

বা লৌকিক জীবনের কাছে এর আবেদন তত প্রখর হ'তে পারে না। শান্তরসেচ্ছু চিত্তের যে শান্তরসের চর্বণা বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও, সেইটিই বিচিত্রতা-বশত অধিক চিত্তগ্রাহী। এই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রেই ভোজদেব "শৃঙ্গার-প্রকাশ" গ্রন্থে বলেছেন—

"তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমো মোক্ষঃ।·· পুরুষস্য চ শাস্ত্রোক্তৈরুপায়ৈঃ তত্ত্বজ্ঞানাদিভিঃ নিঃশ্রেয়সমীহমানস্য গার্হস্থ্যেঽপি তদধিগমযোগ্যতাভিমানো মোক্ষশৃঙ্গারঃ। তথাহি—'অস্তি মে মোক্ষাধিগমে যোগ্যতা, অধীতানি ময়া মোক্ষশাস্ত্রাণি···প্রসীদন্তি চিত্তবৃত্তয়···ইত্যাদিঃ যোগ্যচেতসোঽভিমানঃ মোক্ষশৃঙ্গারঃ।·· যোগ্যচেতসোঽভিমানঃ···মোক্ষশৃঙ্গার ইত্যুচ্যতে। তন্নিবৃত্তৌ চাস্য অহংকারবিরহাৎ মোক্ষ এবেতি। যাবদহংকারবান্ তাবদয়ং মোক্ষশৃঙ্গারী, বিরহিতাহংকারস্তু মুক্ত এবেতি। যথা চ—

"ময়ি জীবত্যহংকারে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানোপপন্নোঽপি ন মোক্ষং গন্তুমর্হতি" ॥"

—'তত্ত্বজ্ঞানের নিঃশ্রেয়সাধিগম মোক্ষ।···শাস্ত্রোক্ত উপায়ে তত্ত্ব-জ্ঞানাদি-দ্বারা নিঃশ্রেয় যিনি চান, গার্হস্থ্য-জীবনেও তাঁর তদধিগমযোগ্যতার অভিমানই মোক্ষ-শৃঙ্গার। যেমন—আমার মোক্ষাধিগমে যোগ্যতা আছে, মোক্ষ-শাস্ত্রাদিও আমি পড়েছি,··· চিত্তবৃত্তিগুলিও প্রশান্তভাব ধারণ ক'রে থাকে'—এই যে যোগ্য-চেতার অভিমান, একেই মোক্ষশৃঙ্গার বলা হয়।

—"যোগ্যচেতার অভিমানকেই বলে মোক্ষ-শৃঙ্গার। এই অভিমানের নিবৃত্তি ঘটলেই অহংকারবিরহবশত মোক্ষ হয়, মোক্ষ-শৃঙ্গার আর থাকে না। এ বিষয়ে অভিযুক্তের উক্তি—'অহং-অভিমান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানোপপন্ন পুরুষও মোক্ষলাভ করে না'।"

এই সকল উক্তি থেকে শান্তরসের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়া সম্ভব। 'প্রথমত শান্ত যে প্রধান রস তার কারণ শান্তই

সর্বরসের মূল প্রস্রবণ প্রকৃতি রস, আর সমস্ত বিকৃতি রস। দ্বিতীয়ত, শান্ত-রসের মূল বস্তু বৈরাগ্য। তৃতীয়ত শান্তেচ্ছু মনের সংঘাতসঙ্কুল প্রক্রিয়া-বহুল অবস্থাতেই শান্তরসের আস্বাদন অধিকতর প্রীতিকর। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো বক্তব্য এই যে যতক্ষণ আমিত্ব আছে, ততক্ষণ মুক্তি নেই, যতক্ষণ মুক্তি নেই ততক্ষণ সংঘাত, এবং যতক্ষণ সংঘাত ততক্ষণই স্বাদবৈচিত্র্য। মুক্তপুরুষের দেহান্তে ব্রহ্ম-লয়ে ব্যক্তিগত আস্বাদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু শান্তরসের পরিবর্জন-প্রক্রিয়ায় যে গভীরতা আনে, ভক্তিরসের গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় তার চেয়ে অনেক ব্যাপ্তির মধ্যে ততোধিক গভীরতার চেতনা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কেন হ'য়ে ওঠে তার তথ্য ও সত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মধ্যে সুন্দর ও স্পষ্ট ক'রে পাওয়া যায়। দার্শনিক সত্যের মধ্যে বৈষ্ণবীয় অলঙ্কারের রসতত্ত্বের গভীর পরিণতি খুঁজে পাওয়া যায় এবং এই পরিণতির মধ্যেই আছে বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বের বৈশিষ্ট্য।

শান্তরস প্রধান, কারণ শান্ত প্রকৃতি রস এবং ব্যাপক রস। রত্যাদি বিকৃতি ও ব্যাপ্য রস। শান্তরস যখন আছে তখন রত্যাদি-রস-বিশেষের অবশ্যম্ভাবিতা নেই, কিন্তু রত্যাদি রস-বিশেষ যখন আছে, তখন তদ্‌ভিন্নরসের প্রকৃতিরূপে শান্তরস স্বতই বিদ্যমান। এখন প্রশ্ন এই যে, যদিও বিকৃতির চেয়ে প্রকৃতি স্থায়িত্বের দিক্ দিয়ে অনেক বেশি মূল্যবান্, তবু আস্বাদের দিক্ দিয়ে কি প্রকৃতি রস সম্বন্ধে এই পুরোবর্তিতা দাবী করা যেতে পারে? ইক্ষুরসের চেয়ে চিনি, চিনির চেয়ে কি মিশ্রী স্বাদুতর নয়? শান্তরসের প্রাধান্য স্বীকার ক'রে নিয়েও কি শৃঙ্গারাদি রসকে মধুরতর ব'লে মনে হয় না? হয় ব'লেই ভোজদেব শান্তরসের আখ্যা দিয়েছেন মোক্ষমৃঙ্গার অর্থাৎ যতক্ষণ রত্যাদি-ভাবের সঙ্গে শান্তভাবের সংঘাত, ততক্ষণই শান্তরস আস্বাদ্য। তারপর সংঘাত যখন আর নেই, তখন তো জীব মুক্ত; মুক্তজীবের নির্বিকল্প রসস্বরূপতায় রসচর্বণা কই? বিভাবাদিচর্বণা না থাকলে

রসচর্বণা সম্ভব হয় না। ব্যভিচারিভাব-রূপে রত্যাদির চর্বণা আছে ব'লেই শান্তরসের আস্বাদনীয়তা আছে।

শান্তরসে কিন্তু রত্যাদির চর্বণা 'নেতি-নেতি' রূপে। সর্বদাই প্রতিকূল ভাবে পরিবর্জনীয় রূপে সেখানে প্রতিভাত হয় রত্যাদি ভাব। চিত্তবৃত্তির সদাচঞ্চলতাময় আবেদনকে অগ্রাহ্য ক'রে সে প্রকৃতিস্থ হ'তে চাইছে, এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যদিও শান্তভাব রত্যাদিভাবের প্রকৃতি হিসাবে ব্যাপক, কিন্তু সর্বব্যাপক সে নয়, কারণ সর্বব্যাপক হ'লে এই বর্জনস্পৃহা থাকত না। এই অভাবটুকু ভক্তিরসে নেই। সেখানে স্থিরা ভাগবতী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পার্থিবী চিত্তবৃত্তিগুলির অনুকূল আবেদন।

এর কারণ ভক্তিরসের মূল শিকড় বৈরাগ্য নয়—অনুরাগ। ভক্তিরসে কোনো চিত্তবৃত্তিই বর্জনীয় নয়। স্বরাগ-রসায়নে রসায়িত হ'য়ে সবই গ্রহণীয়। এক অপূর্ব অচিন্তনীয়রূপে ভক্তিরসের রসপাত্রে বিধৃত হ'য়ে আছে একান্ত স্থৈর্য ও বিচিত্র চাঞ্চল্য। নিরাসক্তির কাঠিন্য ও অনুরক্তির মাধুর্য, এ দুটি সরল রেখা আপাতত সমান্তরালরূপে প্রতীয়মান হ'লেও ভক্তিরসের একটি কেন্দ্রে এসে মিশেছে। ভাগবতী নিষ্ঠার পারমার্থিকতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে পার্থিবী লীলার অনৈকান্তিকতা। এইজন্য ভক্তিরস শান্তরসের চেয়ে শুধু অনেক বেশি ব্যাপক নয়, অনেক বেশি মধুর ও সুন্দর। মধুর কারণ অনুরাগ এর গোড়ার কথা। সুন্দর কারণ বৈচিত্র্য এর বহুধা।

ভক্তিরস সম্বন্ধে আরেকটি প্রধান কথা এই যে, ভোজদেব যে

ভক্তি ও ভক্ত

আশঙ্কাকে পরিহার করবার জন্য শান্তরসকে মোক্ষ-শৃঙ্গার বলেছেন, সে আশঙ্কার স্থল ভক্তিরসে নেই। মুক্তপুরুষের মত স্বরূপ-বিলোপের আশঙ্কা ভক্তিরস-রসিকের নেই, কারণ ভগবানের মত ভক্তও নিত্য। অগ্নির যেমন স্ফুলিঙ্গ, সূর্যের যেমন মরীচি, ভক্তও তেমনি চিৎস্বরূপের চিৎকণ। ভক্ত যে ভগবানের, তাই ভক্তের অহং-জ্ঞান কোনো সময়েই দূরীভূত হয় না। 'তাঁরই আমি'—

এ জ্ঞান ভক্তরূপে চিৎস্বরূপ জীবেও থাকে এবং এর থেকেই ভক্তিরসের পরাকাষ্ঠা। পরমাত্ম-সন্দর্ভে জীব-গোস্বামী বলেছেন—"তস্মিংশ্চানন্দাত্মকে জ্ঞানে প্রতিস্বং যুষ্মদর্থত্বং ন ভবতি। কিন্ত্বাত্মত্বাদস্মদর্থত্বমেব। তচ্চাস্মদর্থত্বমহম্ভাব এব। ততোঽহমিত্যেতচ্ছব্দাভিধেয়াকারমেব জ্ঞানং শুদ্ধ আত্মা প্রকৃত্যাবেশোঽন্যথা নোপপদ্যতে। যত এব আবেশাত্তদীয়সংঘাত এবাহমিত্যহম্ভাবান্তরং প্রাপ্নোতি। তদেতদ্ অভিপ্রেত্য তস্যাহমর্থত্বমাহ।···নিবহম্ভাবস্য পরাভিধ্যানাসম্ভবাৎ পরাবেশজাতাহংকারস্য চাবরকত্বাদন্যোব তস্মিন্নন্যোঽহম্ভাববিশেষঃ। স চ শুদ্ধস্বরূপমাত্রনিষ্ঠত্বান্ন সংসারহেতুরিতি স্পষ্টম্।" —পরমাত্মসন্দর্ভ

—'জ্ঞান আনন্দাত্মক, আনন্দ আত্মারই স্বরূপ, সুতরাং অস্মদ্-শব্দগম্য। যুষ্মদ্ শব্দের অর্থ ব্যক্তি-ভেদে বিভিন্ন এবং অস্মদ্ অর্থের অত্যন্ত বিরুদ্ধ। অস্মদ্-অর্থকেই অহংভাব বলে। অতএব 'অহং'-শব্দাভিধেয়াকার জ্ঞানই শুদ্ধ আত্মা, অন্যথায় প্রকৃতির আবেশ সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতির আবেশ থেকেই 'আমি প্রকৃতিরই সংঘাত'—এই অহং-ভাবান্তর আসে। সংঘাতের অহং-অর্থ এইভাবেই আসে।······ অহং-ভাব-শূন্যের পক্ষে প্রকৃতির আবেশ সম্ভবপর হয় না, এবং প্রকৃতির আবেশজনিত অহং-কারের মায়াবরকত্ব আছে ব'লে জীবে অন্য এক-প্রকার অহং-ভাব আছে ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে হয়। সেই অহং-ভাব শুদ্ধ-স্বরূপ-মাত্র-নিষ্ঠ ব'লে সংসারের হেতু হয় না।'

ভক্তের যে অহং-ভাব, সে এই শুদ্ধস্বরূপনিষ্ঠ অহং-ভাব। এই অহংভাব কোনো সময়েই বিলুপ্ত হয় না। তাই ভক্তের যে ভক্তিরস, সে রস শান্তরসের মত নিরুপাধিক রসসংবিৎ মাত্র নয়। সে রস মোক্ষশৃঙ্গারের মত প্রতিকূল-ব্যভিচারি-সংঘাত চর্বণাযুক্ত-মাত্র নয়। সে রসে যেমন আছে নিষ্ঠার ভাগবতী প্রতিষ্ঠা, তেমনি আছে প্রতিক্ষণ-সঞ্চারিণী চিত্তরাগ-লীলা। যেমন আছে ভাগবতী ভূমিতে দৃঢ়প্রোথিত স্থিরসন্নদ্ধ নিষ্ঠার মূলকাণ্ড, আছে মাটির স্তরে স্তরে ভগবদুপলব্ধির গভীর রস-চেতনা,—তেমনি আছে আকাশ-প্রসারী শাখায় শাখায়

লীলাচঞ্চল জীবনের পবন-সমাকুল বিপুলপত্রসম্ভার, হৃদয়াবেগের পুষ্পবৈচিত্র্য। ভোগ ও ত্যাগ, নিরাসক্তি ও অনুরক্তি, রহস্য ও লীলা এক অচিন্তনীয় শক্তিবলে ভক্তিরসে মহিমা ও মাধুরীর সংযোগ-ভূমি হ'য়ে উঠেছে।

ভাগবতে আছে—'তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ'—গোপীদের প্রেমভক্তির কাহিনী, যে কাহিনী সম্বন্ধে আছে ভাগবতেরই উক্তি—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

যে ভক্তির রসায়নে কামনা ও আরাধনা এক হ'য়ে অপূর্ব বস্তুকে সৃজন করেছে, সে ভক্তিরসের মত ব্যাপক গভীর ও স্বাদুরস আর নেই। মধুসূদন সরস্বতীর সঙ্গে এককণ্ঠে স্বচ্ছন্দে ও দৃঢ়ভাবে বলা যায়—

"ইহানুভবসিদ্ধোঽপি সহস্রগুণিতো রসঃ
জড়ৈনৈব হয়া কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে॥"

—দ্বিতীয় উল্লাস ভক্তিরসায়ন

ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব

ভক্তিরসকেই বৈষ্ণবেরা একমাত্র অলৌকিক রস ব'লে থাকেন।

রসের লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব

আলঙ্কারিক কবি কর্ণপূর বলেন অলঙ্কারকৌস্তুভে—"প্রাকৃতাপ্রাকৃতাভাসভেদাদেষ ত্রিধা মতঃ"—'প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাসভেদে এই রস ত্রিধা।'—

—"প্রাকৃতো লৌকিকো মালতীমাধবাদিনিষ্ঠোঽপ্রাকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠঃ।"

—৫ম কিরণ

—প্রাকৃত রস লৌকিক মালতীমাধবাদিনিষ্ঠ, অপ্রাকৃত রস শ্রীকৃষ্ণরাধাদিনিষ্ঠ। অর্থাৎ একমাত্র ভাগবতী রতিই অলৌকিক ও রসোত্তীর্ণ হ'তে পারে, পার্থিব রতি নয়। পার্থিব বা প্রাকৃত রসগুলি যে অলৌকিক হ'তে পারে না, তার কারণ প্রাকৃতে রসের স্থায়িভাবগুলি সমস্তই লৌকিক রতি প্রভৃতি। অপ্রাকৃতে রসের স্থায়িভাব অলৌকিক ভক্তিভাব। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ যদি বস্তুর উপাদান অনুযায়ী হয় তাহ'লে লৌকিক স্থায়িভাবগুলি লৌকিক রসে পরিণত হ'য়ে থাকে, আর অলৌকিক স্থায়িভাবই অলৌকিক রসে পরিণত হ'তে পারে। স্থায়িভাবই রসে পরিণতি লাভ করে—বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ব'লে তাঁরা স্থায়িভাবকে লৌকিক ও অলৌকিক দুই ভাগে ভাগ করতে পেরেছেন—সুতরাং রসেও লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্ব এসে পড়েছে।

স্থায়িভাবের রসীভবনযোগ্যতার কথা বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরাই প্রথমে বলেননি, প্রকৃতপক্ষে এটি তাঁরা গ্রহণ করেছেন প্রাচীন আলঙ্কারিকদের কাছ থেকেই।

দণ্ডী বলেছেন—"রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা।
রূপবাহুল্যযোগেন···॥" ২৮১ ॥

কাব্যাদর্শ—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"ইত্যারুহ্য পরাং কোটিং ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ।"২৮৩।

কাব্যাদর্শ—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর এর টীকায় লিখেছেন—

"রূপস্য স্বরূপস্য রত্যাত্মকস্যেতি যাবৎ, বাহুল্যং বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিভিঃ পুষ্টিঃ, তস্য যোগেন সম্বন্ধেন শৃঙ্গারতাং গতা অলৌকিক-চমৎকারজনকতয়া তৎপরিণামেন বা শৃঙ্গাররসত্বং প্রাপ্তা। "ক্রোধঃ··· পরাং কোটিম্ আরুহ্য" বিভাবাদিভিঃ পরিপোষং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ রৌদ্রতাং রৌদ্রভাবং গতঃ রৌদ্ররসত্বেন পরিণত ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী দ্বারা রূপবাহুল্যযোগবশত পুষ্টিলাভ করলে রতি শৃঙ্গার হ'য়ে ওঠে। ···ক্রোধ পরা কোটি আরোহণ করলে রৌদ্র রসে পরিণত হয়।

সারদাতনয় তাঁর ভাবপ্রকাশনগ্রন্থে বলেছেন—

"তাদাত্ম্যং ভাবরসয়োর্ভারবিঃ স্পষ্টমূচিবান্"—

"ভারবি স্পষ্টই ব'লে গেছেন ভাব ও রসের তাদাত্ম্যের কথা।"

ধনঞ্জয় স্থায়িভাবের লক্ষণ নির্দেশের পরে দশরূপকে বলেছেন—

"রসঃ স এব স্বাদ্যত্বাৎ"—

সেই স্থায়ীই রস স্বাদ্য ব'লে।

এখানে 'এব' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বাক্যটিকে ভাঙলে অন্বয় দাঁড়ায় এই রকম—"স" স্থায়ী "এব" "রস-পর্যায় আস্বাদনীয়ত্বাৎ"। 'স'এই সর্বনাম স্থায়ীর জ্ঞাপক এবং উদ্দেশ্য। বিশেষ্য 'রস' বিধেয় অতএব বিশেষণ। 'এব' শব্দ 'স' এর পরে থাকায় অন্যযোগব্যবচ্ছেদক হয়েছে।

'এব' শব্দের অর্থ অবধারণ (determination) বা নিয়ম। বিশেষ্যান্বিত এব-কার বিশেষ্যের নিয়ম সূচিত করে। নিয়ম (determination) নিষেধের ব্যঞ্জক। Spinozaর উক্তি determination is negation—রাম এব শূরঃ—রামই শূর—এর অর্থ রাম ভিন্ন কেউ শূরপদবাচ্য নয়। বিশেষ্যান্বিত এব-কার—বিশেষ্যে

বিধেয় বিশেষণের সম্বন্ধে নিয়ম সূচনা করে এবং অন্যের সঙ্গে তার যোগ বা সম্বন্ধের ব্যবচ্ছেদ বা নিবৃত্তি বোঝায়।

উপরে উদ্ধৃত বাক্যে এব-শব্দ তদর্থে 'স'-শব্দের সঙ্গে অন্বিত। বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বিত এব-কার বিশেষ্যভিন্ন স্থলে বিশেষণের ধর্মের সম্বন্ধকে নিবারণ করে ব'লে এস্থলে 'স' ভিন্ন স্থলে রসত্বের সম্বন্ধকে ব্যবচ্ছিন্ন করেছে এবং 'স'-বিশেষ্যে রসত্বকে নিয়মিত করেছে অর্থাৎ স্থায়িভাবেই রসত্ব আছে, অন্যত্র নেই—যার মানে দাঁড়ায় স্থায়ী ভাব আর রসে কোনো স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য নেই—অবস্থার বিলক্ষণতা আছে মাত্র কিন্তু স্বরূপকে বিকশিত করাই তার ধর্ম।

এই রকম ভাবে আলঙ্কারিকদের মতের আরো উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীনপন্থী যাঁরা বিভাবাদিসমেত স্থায়ীকেই রস বলতেন, সেই প্রাচীনপন্থীদের মতই বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা গ্রহণ করেছেন। বিভাবাদি-পরিপুষ্ট স্থায়ীই যে রস—একথা রসবাদপ্রকরণে ভট্টলোল্লটও বলেছেন।

এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ ক'রে স্থায়ী ভাব কি প্রকারে অলৌকিক হ'তে পারে, বৈষ্ণবীয় রসৈষণা এ বিষয়ে কিছু স্বতন্ত্র। পূর্বক আমি দেখিয়েছি যে রসের অলৌকিকত্বনিষ্পত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ কিরূপে বিভিন্ন যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে। স্থায়ী ভাবের লৌকিকত্ব সম্বন্ধে কিন্তু কারুর কোনো মতদ্বৈধ নেই। স্থায়ী ভাব রতি প্রভৃতি মানসবৃত্তি ব'লে সর্বদাই লৌকিক, কারণ মন নিজেই একটি লৌকিক বস্তু বা ইন্দ্রিয়। কাজেই তার থেকে জাত বা তার সঙ্গে সম্বদ্ধ বস্তুও লৌকিক হ'তে বাধ্য। এই লৌকিক চিত্তবৃত্তিগুলিকে অলৌকিকত্বে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বুদ্ধির যে বিলাস দেখিয়েছেন, বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা তার ধার দিয়েও ঘেঁসেননি। তাঁরা যা বলেছেন, বাংলায় তার সোজা অর্থ—"আমড়া গাছে আম ফলে না"—লৌকিক চিত্তবৃত্তি কখনো অলৌকিক রস হ'তে পারে না।

ভাব রসের উপাদান কারণ

রস যদি অলৌকিক হয় তো ভাবকেও করতে হবে অলৌকিক। অলৌকিক ভক্তিরসের তাই ভক্তিভাবও অলৌকিক। সত্যিই তো উপাদেয় বস্তু কখনো উপাদানকে টপ্‌কে যেতে পারে না! সোনার গয়নায় সোনার অংশটা প্রবলভাবে বিদ্যমান। রসভাণ্ডের এই ছিদ্র মেরামত করতে গিয়েই তাই অভিনবগুপ্ত, জগন্নাথ পণ্ডিত প্রভৃতি বিদ্বজ্জন রসকে বিভাবাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার স্বতন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দিয়েছেন এবং রসানুভূতিকে বিশ্লেষণ-মর্যাদায় আত্মদর্শনের পর্যায়ে এনে ফেলেছেন।

তাই ভাবের সঙ্গে রসের এই বৈষ্ণবীয় একাত্মতা বা তাদাত্ম্যবোধ সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মধ্যে আর কারুর মতের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি যাঁরা রসকে ব্যঙ্গ্য বলেন, তাঁরা রসের সঙ্গে ভাবের স্বরূপগতবৈলক্ষণ্য স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। অলৌকিক কাব্যরসকে যাঁরা লৌকিক ভাবের সঙ্গে একাত্ম বলেছেন তাঁরাও 'ঘ'টে থাকে'-এইজাতীয় উক্তি করেছেন, 'কি ক'রে ঘটে, কোন্ ব্যাপারবলে' সে প্রণালীর কথা স্পষ্টভাবে বলেননি। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা এ প্রস্থানে সম্পূর্ণ একক। ভাব ও রসের স্বরূপগত পার্থক্য নেই, একথা তাঁরা যে ভাবে বলেছেন সে ভাবে আর কেউই বলেননি। স্থায়ী ভাবের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী বলছেন ষট্‌সন্দর্ভে—

"তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী নাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তি-প্রীণনীয়ত্বম্।" —ভক্তিসন্দর্ভ

"সেই পরমানন্দস্বরূপের হ্লাদিনী নামে যে স্বরূপশক্তি আছে, সে শক্তি স্ব ও পর উভয়েরই আনন্দদায়িনী। যেমন আলোকের নিজেকে ও অপরকে প্রকাশ করবার শক্তি থাকে, ঠিক তেমনই।

এইজন্য হ্লাদিনী শক্তিকে পরমা বৃত্তি বলা হয়। এই হ্লাদিনী শক্তিকেই ভগবান্ স্বভক্তবৃন্দে সঞ্চারিত ক'রে নিত্যই বিরাজমান। সেই হ্লাদিনীশক্তির সম্পর্কে এলেই তিনি স্বয়ং অতিশয় প্রীতিলাভ ক'রে থাকেন। যদিও শ্রীভগবান্ নিজেই প্রীতিস্বরূপ তবুও ভক্তির দ্বারাও প্রীণনীয় হ'য়ে থাকেন।"

"পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ, সা চ রত্যপরপর্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্বদা তিষ্ঠতি।"

—পরমাত্মসন্দর্ভ

—পরমসারভূত স্বরূপশক্তির সারভূতা হ্লাদিনী নামে যে বৃত্তি, তারই সারভূত বৃত্তিবিশেষের নাম ভক্তি, সেই ভক্তিকেই বলে রতি। ভক্তির উভয়কোটির একটি থাকে ভক্তে, অপরটি থাকে ভগবানে।

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভক্তি একটি লৌকিক চিত্তবৃত্তি নয়, একটি পরম দিব্যভাব যা ভগবৎকৃপালভ্য। ভক্তি জীবে শ্রীভগবানেরই স্বরূপশক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি মাত্র—'ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্।" সুতরাং অলৌকিক স্বরূপশক্তির অংশ ব'লে ভক্তিভাবও অলৌকিক। অলৌকিক ব'লেই স্বয়ংপ্রকাশ ও পরমসুখস্বরূপ—"ভক্তেঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বং···পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে।"

—ভক্তিসন্দর্ভ

ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে এই উক্তি শ্রীজীবগোস্বামীর।

মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিভাবের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে একটু অন্যরকম বলেন। তিনি বলেছেন ভক্তিরসায়নে প্রথম উল্লাসে—

"দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥"

—ভগবদ্‌গুণশ্রবণাত্মক দ্রুতিভাবাপন্ন মনের পরমেশ্বরে যে নিরবচ্ছিন্না বৃত্তি তাকেই ভক্তি বলা হয়।

ভক্তিভাবের নিরবচ্ছিন্নতা

মনের বৃত্তিবিশেষ ভক্তিভাব। রতি প্রভৃতি ভাবও মনের বৃত্তি। দুয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কোথায়? নিরবচ্ছিন্নতায়। রতি প্রভৃতি ভাবে চিত্ত চিরচঞ্চল, সর্বদা বহির্মুখ, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে লগ্ন। ভগবদভিমুখী চিত্তবৃত্তি স্থির, অন্তর্মুখী, একতানসম্পন্ন। বহির্মুখী লৌকিক বৃত্তিগুলি অন্তর্বিমুখ। অন্তর্মুখী অলৌকিক বৃত্তি বহির্বিমুখ। লৌকিক বৃত্তিগুলি অন্যান্য বৃত্তির দ্বারা সদাবচ্ছিন্ন। অলৌকিকবৃত্তি তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু দুইই মনের বৃত্তি।

মধুসূদন সরস্বতীর মত

বলা বাহুল্য জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপানুযায়ী চিত্তবৃত্তির লৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব হ'য়ে থাকে —এইটেই মধুসূদন সরস্বতীর মত। জ্ঞেয় যেখানে বহির্বস্তু লৌকিকত্ব সেখানে। জ্ঞেয় যেখানে দিব্যবস্তু, অলৌকিকত্ব সেখানে। চিত্তের বৃত্তিটি লৌকিক কি অলৌকিক সে প্রশ্ন বাহুল্য, জ্ঞেয় পদার্থটি লৌকিক কি অলৌকিক এইটেই প্রধান কথা। জ্ঞেয় পদার্থ যদি অলৌকিক হয় তাহ'লে তদাশ্রিত ভাবও অলৌকিক। যে স্বভাবই থাক না কেন চিত্তবৃত্তির, যখনই সে ভগবদাকারতা প্রাপ্ত হয় তখনই সে অলৌকিক। চিত্তবৃত্তিগুলি স্বচ্ছ স্ফটিকতুল্য; ভগবদ্‌ভাবচ্ছায়া তাতে পড়লে সেও ভাগবতী হ'য়ে ওঠে। নশ্বর চিত্তের পানপাত্রে দিব্যসুধা বিধৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু "মনসো বৃত্তিঃ" ব'লে যতই অভিহিত করুন না কেন, ভক্তিকে স্থায়িভাব বলতে মধুসূদন সরস্বতী এক দিব্যভাবকেই বোঝাতে চেয়েছেন—

"স্থায়িভাবস্য রসত্বোপপত্তয়ে পরমানন্দরূপতামুপপাদয়তি—
ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুষ্কলম্" ॥ ১০ ॥ প্রথম উল্লাস

—স্থায়িভাবের রসত্বোপপত্তির জন্য পরমানন্দসারূপ্য সম্বন্ধে বলেছেন—

ভগবান্ স্বয়ংই পরমানন্দস্বরূপ, মনোগত হ'লে তদাকারে পরিপূর্ণ রসরূপে আবির্ভূত হন।

ভক্তি ভাবের অপার্থিবত্ব

স্থায়ী ভাব বলতে মধুসূদন সরস্বতী যা বলেন তাতে একটি বৈশিষ্ট্য আছে, আর স্থায়িভাবের এই বৈশিষ্ট্যটুকুর উল্লেখ না করলে স্থায়িভাবের রসত্বোপপত্তিও তেমন পরিস্ফুট হবে না। এই সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকের স্থায়িলক্ষণের পার্থক্য তুলনীয়। স্থায়িভাব সম্বন্ধে বলেছেন মধুসূদন সরস্বতী—

—"স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥" ৯॥

প্রথম উল্লাস

—বস্তুর আকার, যা বাসনারূপে চিত্তে থাকে—তাকেই স্থায়ী ভাব বলা হয়। এই স্থায়িভাবই ব্যক্ত হ'লে পরমানন্দরূপতাবশত রসে পরিণত হয়।

বস্তুর আকার, কি ভাবে বাসনারূপে চিত্তে থাকে সে বিষয়ে বলেছেন—

"দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্তু বস্তুনঃ।
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনা-শব্দভাগসৌ॥" ৬॥

প্রথম উল্লাস

দ্রুতিভাবাপন্ন চিত্তে বস্তুর আকার যদি ঢালাই করা হয় তাহ'লে সেই আকারই স্থায়ী ভাব বা সংস্কার বা ভাবনা বা বাসনা বা ভাব নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে।

চিত্তের দ্রুতিভাবাপন্নতার বিষয়ে বলেছে —

"চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে॥" ৪॥ প্রথম উল্লাস

—চিত্তদ্রব্য গালার মত স্বভাব-কঠিন। তাপক বিষয়ের যোগেই সে দ্রবত্ব লাভ করে।

উপরে উদ্ধৃত এই তিনটি শ্লোকের তাৎপর্য এই যে চিত্ত বিষয়ের যে আকার গ্রহণ করে সেই আকারই বাসনা বা স্থায়িভাব। এখন শুধুমাত্র দুটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রথমত সমস্ত বস্তুর আকারই চিত্তে বাসনারূপে থাকে কিনা, দ্বিতীয়ত যে কোনো বস্তুরই আকার-গ্রহণকালে চিত্ত দ্রুত হয় কিনা? এর প্রথমটির উত্তর—

"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ॥" ৫॥
প্রথম উল্লাস

—কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়া ইত্যাদিই চিত্তজতুর তাপক বস্তু। এগুলি না থাকলে চিত্তও কঠিন থাকে।

দ্বিতীয়টির উত্তরে বলেছেন—

"শিথিলীভাবমাত্রন্তু মনো গচ্ছত্যতাপকৈঃ।
ন তত্র বস্তু বিশতি বাসনাত্মেন কিঞ্চন॥" ৭॥ প্রথম উল্লাস

—অতাপক বস্তুর সংস্পর্শে মন শিথিল হয় মাত্র, সুতরাং সে বস্তু বাসনাকারে চিত্তে থাকতে পারে না।

দ্রুত চিত্তে বস্তুর আকার বাসনারূপে থাকলে তার আর ধ্বংস হয় না—চিত্তের কঠিন দশাতেও—

"দ্রবতায়াং প্রবিষ্টং সদ্ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্।
চেতঃ পুনর্দ্রুতৌ সত্যামপি তন্নৈব মুঞ্চতি॥" ৮॥ প্রথম উল্লাস

চিত্তের দ্রুত অবস্থায় প্রবিষ্ট বস্তুর আকার কাঠিন্যদশা প্রাপ্ত হ'লে চিত্তের পুনর্দ্রুতি অবস্থাতেও পরিত্যক্ত হয় না। মনের সঙ্গে বস্তুর সংস্পর্শ ঘটলেই মন বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। এই আকার-গ্রহণকেই বলে বৃত্তি। সত্ত্বগুণের আধিক্যবশত এই বৃত্তি অত্যন্ত স্বচ্ছ। অত্যন্ত স্বচ্ছতাবশত বৃত্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব এসে পড়ে। চৈতন্য-প্রতিবিম্ব-সমন্বিত বিষয়াকার চিত্তবৃত্তিই স্থায়িভাব। বিষয়টি যদি পার্থিব বস্তু হয়—তাহ'লে তার মধ্যে দুঃখাদির মিশ্রণ থাকবেই। বিষয় যদি ভগবান্ হন তাহ'লে সেই স্থায়ী পরমানন্দস্বরূপ হ'য়ে ওঠে।

সুতরাং স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে স্থায়ী ভাব বা বাসনা বলতে মধুসূদন সরস্বতী কি বলতে চাইছেন। তাঁর মত সংক্ষেপে—বিষয়বস্তু তাপক ও অতাপক দ্বিবিধ। তাপক বস্তুর সঙ্গে চিত্তের সংযোগ ঘটলে চিত্ত দ্রুতিভাবাপন্ন হয়। দ্রুতিভাবাপন্ন চিত্ত ঐ বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। এই আকারই বাসনারূপে চিত্তে সংক্রান্ত থাকে এবং চিত্তের দ্রুত বা কঠিন কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হয় না। বিষয় যখন লৌকিক জড় বস্তু তখন ঐ বাসনাতেও ন্যূনাধিক জড়-ভাব থাকে ব'লে ঐগুলিকে লৌকিক বাসনা বলা যায়। বিষয় যদি হন শ্রীভগবান্ স্বয়ং, তখন ঐ বাসনা হয় অলৌকিক। চৈতন্যের স্ফুরণ ব্যতীত চিত্ত বিষয়াকার গ্রহণ করতে পারে না, সুতরাং লৌকিক বাসনাতেও চৈতন্যাংশ আছে। অলৌকিক বাসনায় শুদ্ধচৈতন্য থাকে ব'লে তা পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, লৌকিক বাসনায়—আনন্দাংশের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা মাত্র। এই বাসনাবই অন্যতম স্থায়িভাব ভগবদ্‌রতি বা ভক্তিভাব। টীকায় বলেছেন মধুসূদন সরস্বতী—

"বিম্বমেব হ্যুপাধিনিষ্ঠত্বেন প্রতীয়মানং প্রতিবিম্বমিত্যুচ্যতে। পরমানন্দশ্চ ভগবান্ মনসি প্রতিবিম্বিতঃ স্থায়িভাবতামাসাদ্য রসতামা-পাদয়তীতি ভক্তিরসস্য পরমানন্দরূপত্বং নির্বিবাদম্। নাপ্যালম্বনবিভাব-স্থায়িভাবয়োরৈক্যম্ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবত্বেন ভেদস্য ব্যবহারসিদ্ধত্বাদীশ-জীবয়োরিব॥" ১০॥—প্রথম উল্লাস

—বিম্ব যখন কোনো আধারে প্রতীয়মান হয়, তখন তাকে প্রতিবিম্ব বলে। পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হ'লে সেই প্রতিবিম্বের সংজ্ঞা হয় স্থায়ী ভাব। স্থায়িভাবই রসে পরিণত হয় ব'লে ভক্তিরস নির্বিবাদে পরমানন্দস্বরূপ হয়। অবশ্য এমন একটা সংশয় আসা অসম্ভব নয় যে এক্ষেত্রে আলম্বন-ভগবান্ ও স্থায়িভাবের ঐক্যপ্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু এ সংশয় অমূলক। কেননা বিম্বরূপে ভগবান্ আলম্বন, প্রতিবিম্বরূপে স্থায়িভাব, সুতরাং দুয়ের ঐক্যের অন্তরায় থাকে উপাধি—ঠিক যেমন প্রভেদ ঈশ্বর ও জীবের—

চিৎস্বরূপ ঈশ্বরই অবিদ্যার উপাধিবশত জীবনামে অভিহিত হ'য়ে থাকে।

প্রসঙ্গানুরোধে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের অভেদ সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা যেতে পারে। অদ্বৈত বেদান্তের বিবরণপ্রস্থানে বিম্ব-প্রতিবিম্বের পারমার্থিক অভেদ স্বীকার করা হয়। এই মতে তাই প্রতিবিম্ব সত্য, মিথ্যা নয়। সুরেশ্বরাচার্যের মতে জীব অন্তঃকরণ উপাধিতে আভাস বা প্রতিভাস। এই আভাস স্বরূপতই মিথ্যা। সংক্ষেপশারীরকাচার্য প্রভৃতি বেদান্তিগণ প্রতিবিম্বকে বিম্ব থেকে ভিন্ন এবং মিথ্যা ব'লে মনে করেন। বিবরণমতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন এবং তাদের ভিন্নত্বপ্রতীতি অবিদ্যাকল্পিত ও ঔপাধিক। উভয় মতে প্রতীতিতে উপাধিগত ধর্ম বিম্বে আরোপিত হয়। একেই বিবরণাচার্য বলেন বিম্বের উপাধিপক্ষপাতিত্ব।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের অভেদ

মধুসূদন সরস্বতী বিবরণমতানুসারী। স্থায়ী ভাব ভগবদাকারাকারিত মনোবৃত্তি, অর্থাৎ মন-রূপ উপাধিতে স্থায়িভাব ভগবৎপ্রতিবিম্ব-স্বরূপ হ'য়ে থাকে। অতএব বিম্ব প্রতিবিম্বের অভেদন্যায়ানুসারে প্রতিবিম্বের আনন্দাত্মকত্ব, স্বয়ংপ্রকাশত্ব ইত্যাদি পারমার্থিক হয়। জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব। ঈশ্বর বিম্ব-স্থানীয়। তাদের অভেদ পারমার্থিক। অবিদ্যারূপ উপাধির ধর্ম প্রতিবিম্বে আরোপিত হয় ব'লেই জীবের অপূর্ণতা-প্রতীতি। রসতত্ত্বে সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণের বিশুদ্ধিবশত তৎপ্রতিবিম্বিত ভগবৎস্বরূপই ভক্তির স্থায়িভাব। এই বিম্ব-প্রতিবিম্বের ভেদ প্রাতীতিক, অভেদ পারমার্থিক।

যেহেতু দ্রবীভূত চিত্তে আরূঢ় বিষয়াকারই স্থায়িভাব, সেহেতু লৌকিক তাপকাদিদ্বারা দ্রবীভূতচিত্তে লৌকিক বিষয়াকার স্থায়িভাবগুলির আনন্দের মাত্রার তারতম্য ঘ'টে থাকেই। এইজন্যেই মধুসূদন সরস্বতী সমস্ত স্থায়িভাবের সমান মর্যাদা স্বীকার করেন না।

"বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যমেব দ্রবাবস্থমনোবৃত্ত্যারূঢ়তয়া ভাবত্বং প্রাপ্য

রসতাং প্রাপ্নোতীতি ন লৌকিকরসস্যাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তিঃ। অত এবানবচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য; লৌকিকরসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব। তস্মাদ্ ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ।" ১৩।

—ভক্তিরসায়ন, প্রথম উল্লাস

এর তাৎপর্য—

দ্রবীভূত মনের বিষয়াকার বৃত্তিতে আরূঢ় বিষয়—অর্থাৎ তার আকার স্থায়িভাব শব্দের দ্বারা অভিধেয়। এই বিষয় লৌকিক দুষ্মন্ত-শকুন্তলাদিরূপ হ'লেও, যেহেতু সমস্ত কার্যই ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য এবং কার্য ও উপাদান কারণের অভেদ ন্যায়সিদ্ধ, সেহেতু দুষ্মন্তাদি লৌকিকবিষয়সমূহও ব্রহ্মস্বরূপই বটে। অতএব চিত্তবৃত্তিতে আরূঢ় দুষ্মন্তাদি-লৌকিকবস্তুর আকার চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই আকার হয়। আর পূর্বেই আমরা দেখিয়েছি, বিম্ব এবং প্রতিবিম্ব অভিন্ন, অতএব চিত্তবৃত্তিসমারূঢ় আকার অর্থাৎ বিষয়ের প্রতিবিম্ব বিষয়ের স্বরূপই বটে, এবং সমস্ত বিষয়ই চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মক ব'লে তার প্রতিবিম্বও চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মকই হবে। এবং স্থায়িভাবই প্রকর্ষপ্রাপ্ত হ'য়ে রসত্বপ্রাপ্ত হয় ব'লে লৌকিকরসেও আনন্দের অনুভব যুক্তিসিদ্ধ। ভক্তিরসে স্বয়ং অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দঘন ভগবানের স্ফুরণ হয় ব'লে আনন্দ অপরিচ্ছিন্ন হয়। লৌকিক রসে জড়বিষয়ের সঙ্গে অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয় ব'লে লৌকিক রসের আনন্দ স্বরূপত কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ ও পরিমাণত ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয়।

ভক্তিরসায়নে আছে—

"অতস্তদেব ভাবত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে।
কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্যবিমিশ্রণাৎ॥" ১৩॥

প্রথম উল্লাস

সেই চৈতন্যই চিত্তে স্থায়িভাবরূপে প্রতিপন্ন হন, কিন্তু কান্তাদি-

রতিস্থলে জড়বস্তুর সঙ্গে সেই চৈতন্যের বিমিশ্রণ থাকে ব'লে রসের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা দেখা যায়।

মধুসূদন সরস্বতী বাসনাকে চিত্তের বৃত্তি ব'লে ধরেছেন। নৈয়ায়িকেরা বাসনাকে আত্মার গুণ বলেন। অভিনবগুপ্তাদি প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যেখানে বলেছেন স্থায়িভাব একটি চিত্তবৃত্তিবিশেষ, এবং মাত্র কতকগুলিরই বাসনারূপে অবস্থিতি সম্ভব, পূর্বানুভূত বস্তুই বাসনারূপে চিত্তে থাকে ইত্যাদি, সেখানে মধুসূদন সরস্বতীর স্থায়িভাবের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু যেখানে অভিনবগুপ্তাদি বলেন স্থায়িভাব রসের অবচ্ছেদক মাত্র অর্থাৎ রসানুভূতির একটি প্রধান বিষয়, স্বয়ং স্বরূপত আনন্দাত্মক নয়, কিন্তু আনন্দাত্মক জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ হয় মাত্র, সেখানে এটি স্পষ্টই প্রতীত হয় যে মধুসূদন সরস্বতী ও অভিনবগুপ্তের স্থায়িভাবের স্বরূপই বিভিন্ন। একটির স্বরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক, আর একটির স্বরূপ দিব্য। মধুসূদন সরস্বতীর মতে লৌকিক স্থায়িভাবও আনন্দাত্মক কারণ লৌকিক বস্তুগুলিও চৈতন্যেরই পরিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি, কিছু জড়ের মিশ্রণ থাকে—এই মাত্র। ভক্তিকে শ্রীজীবগোস্বামী বলেন ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির অংশাবতরণ। ভক্তিকে মধুসূদন সরস্বতী বলেন শ্রীভগবানের প্রতিবিম্বন ভক্তচিত্তে। সূর্যের প্রতিবিম্বনে সূর্যের তেজের অংশ আছে, শ্রীভগবানের প্রতিবিম্বনে আনন্দচিন্ময় অংশ থাকে। সুতরাং শ্রীজীবগোস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর ভক্তিরসের স্থায়িভাবলক্ষণের তাৎপর্য একই। দুয়েরই মতে ভক্তিভাবের সত্তা ভাগবতী, দুয়েরই মতে ভক্তি স্থায়িভাবই ভক্তিরসে পরিণত হয়। এই কথাই অলঙ্কারকৌস্তুভকার কবিকর্ণপূরের স্থায়িলক্ষণের ব্যাখ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। কবিকর্ণপূরের লক্ষণসূত্র—

মধুসূদন সরস্বতীর মতের বৈশিষ্ট্য

"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে॥"

—আস্বাদাঙ্কুরকন্দস্বরূপ এই স্থায়িভাবই রস হয়।

কর্ণপূর বলেছেন, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব এই তিনটি মিলে "স্থায়িনং রসীভাবমাপাদয়ন্তি"—স্থায়ীকে রসোত্তীর্ণ করে। রসের নিমিত্তকারণ আলম্বন উদ্দীপন বিভাব, কিন্তু "স্থায়ী সমবায়িকারণম্"। স্থায়ীরই বিকারবিশেষ রসাভিব্যক্তির পক্ষে অসমবায়িকারণ, কিন্তু রসের প্রতি নয়—"স্থায়িনো বিকারবিশেষোঽসমবায়িকারণং রসাভিব্যক্তেরেব, ন তু রসস্য।" এখন প্রশ্ন এই যে স্থায়ীর স্বরূপ কি? কর্ণপূর বলেছেন—

"অথ কোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী ভবতীতি তং নিরূপয়তি—

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ॥
স স্থায়ী কথ্যতে বিজ্ঞৈর্বিভাবস্য পৃথক্তয়া।
পৃথগ্‌বিধত্বং যাত্যেষ সামাজিকতয়া সতাম্॥"

—৫ম কিরণ, অলঙ্কারকৌস্তুভ

—এই স্থায়ী ভাব কি তাই নিরূপিত করা প্রয়োজন—

রজোবিহীন, তমোবিহীন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ চিত্তের এক ধর্ম আছে যা সকল ভাবাস্বাদের মূলস্বরূপ। একেই বিজ্ঞজনেরা বিভাবাদি থেকে পৃথক্ ক'রে স্থায়ী আখ্যা দিয়েছেন। সামাজিকেরা এই স্থায়ীরই আস্বাদন গ্রহণ ক'রে থাকেন।

এর টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন—

"স্থায়ী কথংভূত আস্বাদাঙ্কুরস্য রসাস্বাদরূপকার্যস্য কন্দো বীজরূপঃ। অথ স্থায়িভাবস্য নিত্যত্বেন তৎপরিণামরূপরসস্যাপি নিত্যত্বমতো রসং প্রতি ন বিভাবাদীনাং কারণত্বাদি-সম্ভবতি। কিং ত্বনুভাবাদীন্ প্রতি। কার্যত্ব-কারণত্ব-সহকারিত্বপ্রবাদ-নির্বাহস্তু তেষামেব মধ্যে একং প্রত্যন্যস্য কারণত্বাদিমাদায়ৈব···।

নন্বু স্থায়িনঃ পরিণামত্বে কথং নিত্যত্বং, কথং বা পরিণামাপন্নস্য নিত্যত্বমিতি চেদুচ্যতে। যথা নিত্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরিণামরূপাণাং বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাণাং নিত্যত্বং, কিং তু ভক্তানাং দর্শনোৎকণ্ঠা-

জগদুদ্ধারাদিপ্রয়োজনং নিমিত্তীকৃত্য কদাচিত্তেষাং প্রাকট্যং, সিদ্ধে চ প্রয়োজনে কদাচিত্তেষাং প্রপঞ্চাগোচরত্বরূপমপ্রাকটত্বঞ্চ, তথাত্রাপি বিভাবাদীনাং মিলনে সতি রসস্য ভক্তহৃদয়ে প্রাকট্যং, তেষামন্তর্ধানে সতি রসস্যাপ্রাকট্যং জ্ঞেয়ম্।

পরন্তু প্রাকৃতস্থলে পূর্বদশাং পরিত্যজ্যৈব তৎপরিণামস্যোৎপত্তিঃ। অপ্রাকৃতস্থলে তু অচিন্ত্যশক্ত্যা পূর্বদশাপরিত্যাগং বিনৈব তৎপরিণামস্য প্রাকট্যম্ উভয়োর্নিত্যত্বাদিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ। অসমবায়িকারণম্ ইতি স্থায়িনো হেতুভূতাৎ চিত্তস্য দ্রবীভাবরূপবিকারবিশেষো রসাভিব্যক্তে-রেবাসমবায়িকারণমিত্যর্থঃ। ন তু রসস্যেতি স্থায়িনো নিত্যত্বাৎ তৎ-পরিণামরূপরসস্যাপি নিত্যত্বমিতি ভাবঃ॥" ১॥

—স্থায়ী কি? অঙ্কুরের পক্ষে বীজ যা, রসের পক্ষে স্থায়ী তাই। স্থায়িভাব নিত্য, স্থায়ীর পরিণামরূপ রসও নিত্য, কিন্তু বিভাবাদি অনিত্য তাই বিভাবাদি রসের কারণ হ'তে পারে না। অনুভাব বিভাব ব্যভিচারীর মধ্যে কার্যত্ব কারণত্ব সহকারিত্ব সম্ভব হ'তে পারে, কারণ সেখানে সত্যই একের প্রতি অন্যের কারণত্বাদি হ'য়ে থাকে।

যদি প্রশ্ন ওঠে, স্থায়ী যদি পরিণত হ'য়ে রস হয় তাহ'লে অপরিণত-অবস্থাপন্ন স্থায়ীরই বা নিত্যত্ব আসে কি ক'রে, আর পরিণত-অবস্থাপন্ন রসেরই বা নিত্যত্ব সম্ভব হয় কি ক'রে, তাহ'লে উত্তরে বলা যেতে পারে যে যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি বয়সেরও নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় ঠিক তেমনি। যদি প্রশ্ন ওঠে নিত্য হ'লে সর্বদাই অনুভূত বা দৃষ্ট হয় না কেন, তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে যেমন ভক্তের দর্শনোৎকণ্ঠা বা জগৎ-উদ্ধারাদি প্রয়োজনকে নিমিত্ত ক'রে শ্রীকৃষ্ণের কখনো প্রাকট্য কখনো বা প্রপঞ্চের নিকট অগোচরত্বরূপ অপ্রাকট্য, ঠিক তেমনি বিভাবাদির মিলনে ভক্তের হৃদয়ে রসের প্রাকট্য ঘটে এবং বিভাবাদির তিরোধানে রসের অপ্রাকট্য ঘটে।

লৌকিকরসস্থলে কিন্তু স্থায়ী পূর্বদশা পরিত্যাগ ক'রে রসে পরিণত হয়। অপ্রাকৃতস্থলে পূর্বদশা পরিত্যাগ না ক'রে পরিণত হয়। স্থায়ী স্থায়ীই থাকে অথচ রসে পরিণত হয় শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিবলে। কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট দুটি অবস্থাই নিত্য। অসমবায়িকারণ বলতে হেতুভূত স্থায়ীরই দ্রবীভাবরূপবিকারবিশেষ রসের অভিব্যক্তির প্রতিই অসমবায়িকারণ—এই বোঝা যায়। রসের অসমবায়িকারণ নয়, কেননা স্থায়িভাব নিত্য ব'লে তার পরিণত রূপ রসেরও নিত্যত্ব।

"ধর্ম ইতি রজস্তমোভ্যাং রহিতস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতো বিদ্যমানস্য চেতসঃ কশ্চন ধর্ম এব স্থায়ী। রজস্তমসোরভাবেন সামাজিকানাম্ অবিদ্যারাহিত্যং স্বত এবায়াতম। অতস্তেষাং শুদ্ধসত্ত্বমপি ন মায়া-বৃত্তিরূপমপি তু চিদ্রূপমেব। অতএব তেষাং রসাস্বাদকশ্চিত্তনিষ্ঠ-ধর্মোঽপি হ্লাদিনীশক্তেরানন্দাত্মকবৃত্তিরূপ এব, ন তু জড়াত্মকঃ। তথাহি স্থায়িভাবস্বরূপস্য জড়তাত্মকতাদৃশধর্মস্য বিভাবাদিভিঃ কারণৈরা-নন্দাত্মকরসরূপত্বানুপপত্তেঃ। ন হি জড়পরিণামস্বরূপ আনন্দো ভবতীতি।"

—রজস্তমোবিহীন অবস্থায় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে বিদ্যমান চিত্তের ধর্ম-বিশেষকে স্থায়ী বলা হয়। রজোগুণের ও তমোগুণের অভাববশত সামাজিক যে অবিদ্যারহিত হন—এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অতএব সামাজিকের শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্‌রূপ, মায়াবৃত্তিরূপ নয়। তাই সামাজিকের যে রসাস্বাদ, সে রসাস্বাদ যদিও চিত্তনিষ্ঠ-ধর্ম, তবুও হ্লাদিনী-শক্তির আনন্দাত্মকবৃত্তিরূপ ব'লে জড়াত্মক নয়। স্থায়িভাবের স্বরূপ যদি জড়াত্মক হ'ত, তাহ'লে জড়াত্মক বিভাবাদি কারণের দ্বারা কখনই তার আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হওয়া সম্ভব হ'ত না। আনন্দ কখনো জড়-পরিণামস্বরূপ হ'তে পারে না।

"ননু স্থায়িভাবরূপধর্মস্যৈকত্বে কথমেকস্য স্থায়িনো বীররসে উৎ-সাহত্বং করুণরসে শোকত্বম্ অতরসে বিস্ময়ত্বং সম্ভবতি। পরস্পর-

বিরুদ্ধানামেতেষামুৎসাহত্বাদীনাম্ একস্মিন্ স্থায়িরূপধর্মে বৃত্তিত্বা-ভাবাদিত্যত আহ···স একোঽপি ধর্মঃ উক্তপ্রকারকবিবিধস্য বিভাবস্য ভেদৈরেব ভিন্নো ভবতীত্যর্থঃ। যথা এক এব স্ফটিকো জবাকুসুমাদি-নানাপদার্থানাং সঙ্গাৎ কদাচিদ্রক্তঃ কদাচিৎ পীতঃ কদাচিৎ শ্যাম ইত্যাদিবিবিধাকারো ভবতি, তথৈব এক এব স্থায়িরূপো ধর্মঃ বীররসাদি-পোষকাণাং নানাবিধবিভাবানাং সঙ্গাৎ কদাচিদুৎসাহরূপঃ কদাচিদ্ বিস্ময়রূপঃ কদাচিচ্ছোকরূপ ইত্যাদিবিবিধাকারো ভবতীতি ভাবঃ। এতাদৃশৈকস্থায়িরূপো ধর্মঃ প্রপঞ্চান্তর্গতসামাজিকানাং স্বচ্ছরতিমতামেব রসাস্বাদকঃ, ন তু পার্ষদানাং ন বা তদনুগতানাং সাধকানাঞ্চ, তেষান্তু স্বতঃসিদ্ধা এব যে যে স্থায়িনো বর্ত্তন্তে তে এব রসাস্বাদকা ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥২॥"

—যদি প্রশ্ন ওঠে স্থায়িভাবরূপধর্ম যদি একই হয় তবে কি ক'রে একটি মাত্র স্থায়িভাবের বীররসে উৎসাহত্ব, করুণরসে শোকত্ব, অদ্ভুতরসে বিস্ময়ত্ব সম্ভব হয়? কেননা এই উৎসাহাদি স্থায়িভাব পরস্পরবিরুদ্ধ, সুতরাং একটিমাত্র স্থায়িধর্মে এরা কি ক'রে স্থান পায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে যদিও স্থায়িধর্ম একটি মাত্র, তবুও বিভাবাদির বিবিধভেদবশত নানাত্ব বা বৈচিত্র্য সম্পাদন হয়। যেমন একটি মাত্র স্ফটিক জবাকুসুমাদি নানা পদার্থের সংস্পর্শে এলে কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো সবুজ ইত্যাদি বিবিধাকার হয়, ঠিক তেমনি একটি মাত্র স্থায়িরূপ ধর্ম বীররসাদিপোষক নানাবিধ বিভাবের সংস্পর্শে কখনো উৎসাহরূপে, কখনো বিস্ময়রূপে, কখনো শোকরূপে বিবিধাকার হ'য়ে থাকে। এই একাত্মক স্থায়িরূপ ধর্ম কেবল প্রপঞ্চান্তর্গত স্বচ্ছরতিমান্ সামাজিকেরই রসাস্বাদের কারণ হয়। কিন্তু যাঁরা ভগবানের নিত্য পার্ষদ বা ভগবদনুগত সাধক তাঁদের রসাস্বাদে এরূপ উপাধিকৃত বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। তাঁদের স্বতঃসিদ্ধ যা স্থায়িভাব আছে, তার দ্বারাই তাঁরা নিত্যই রসাস্বাদ করেন। প্রপঞ্চলীলাতেও তাঁদের রসাস্বাদের বৈচিত্র্য অর্থাৎ অন্যথারূপ সম্ভব নয়।

ভক্তির দিব্যরসস্বরূপতার কথা অন্যান্য বৈষ্ণবীয় গ্রন্থেও আছে। নারদকৃত ভক্তি-সূত্রে ভক্তির লক্ষণবাক্যে দিব্যস্বরূপের কথা আছে—

"ওঁ অমৃতস্বরূপা চ" ।৩। —সেই ভক্তি দিব্যস্বরূপা।

—প্রথম অনুবাক

আছে ভক্তির রসস্বরূপতার কথা—

"ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা" ।২।

"ওঁ অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্" ॥৫১॥

—সপ্তম অনুবাক

ভক্তির রসস্বরূপতার কথা আছে শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রে—

"দ্বেষপ্রতিপক্ষাভাবাদ্ রসশব্দাচ্চ রাগঃ" ।৬।

—প্রথম আহ্নিক

"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে"—অলঙ্কার-কৌস্তুভকারের স্থায়িভাবের এই রসায়নের কথা প্রীতিসন্দর্ভেও আছে—

"ততঃ কারণাদিস্ফূর্তিবিশেষব্যক্তস্ফূর্তিবিশেষা তন্মিলিতা ভগ প্রীতিস্তদীয়প্রীতিরসময় উচ্যতে।···যথাহুঃ—'ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসরূপতাম্'।" —প্রীতিসন্দর্ভ

অতএব বিভাবাদিস্ফূর্তিবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত স্ফূর্তিবিশেষ ভগবৎ-প্রীতিরূপ স্থায়ীভাব বিভাবাদিমিলিত হ'য়ে ভগবৎপ্রীতিরসময়রূপে কথিত হ'য়ে থাকে।····· যেমন কথিত হয়েছে—

"অভিসম্পন্ন ভাবগুলিই রসরূপতা পেয়ে থাকে।"

এর পরেই জীবগোস্বামী বলেছেন—

"তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষসুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব।"

—প্রীতিসন্দর্ভ

লৌকিক রসে রত্যাদিস্থায়ীর স্বরূপযোগ্যতা থাকে স্থায়িভাবরূপে এবং সুখের সঙ্গে তাদাত্ম্য থাকে ব'লে। ভগবৎপ্রীতির স্থায়িভাব কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দময় ব'লে অশেষ-সুখ-তরঙ্গসাগর-ব্রহ্মসুখ থেকেও উৎকৃষ্ট।

"লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্বাৎ।" —প্রীতিসন্দর্ভ

—লৌকিক রত্যাদির সুখরূপত্ব কোনো রূপে সামান্য মাত্র, কেননা বস্তুবিচার করলে শেষ পর্যন্ত দুঃখেই পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত দুঃখেই পর্যবসিত হয় কারণ লৌকিক সুখের আত্যন্তিকী বা ঐকান্তিকী স্ফূর্তি নেই। মধুসূদন সরস্বতীর মতে সাত্ত্বিক চিত্তে জড়বিষয় গ্রহণকালেও চিৎপ্রতিবিম্বন থাকে ব'লেই কিছু সুখ পাওয়া যায়—

"কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্ঘনম্।
কার্যাকারতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ" ॥১১॥

—প্রথম উল্লাস- ভক্তিরসায়ন

বিষয় যদি হয় আনন্দচিন্ময়-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্—তাহ'লে সুখ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন—

"ভগবন্তং বিভুং নিত্যং পূর্ণং বোধসুখাত্মকম্।
যদ্ গৃহ্ণাতি দ্রুতং চিত্তং কিমন্যদবশিষ্যতে ॥২৮॥"

—প্রথম উল্লাস

শ্রীজীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে বলেছেন—

"তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি।"—অতএব 'লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব আছে'—এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়। লৌকিক বিভাবাদির দ্বারা রস জন্মায়—একথা যদি কেউ বলে তাহ'লে বলব—সে রস বীভৎসরস।

এখানে বক্তার তাৎপর্য এই যে আনন্দচিন্ময়স্বভাব রসের জনক কখনো লৌকিক কিছু হ'তে পারে না কারণ আনন্দচিন্ময়স্বভাব রসের স্বরূপ অলৌকিক।

"লৌকিক বিভাবাদি সমেত লৌকিক রত্যাদি স্থায়ী ভাব অলৌকিক রসে পরিণত হয়"—এই মতবাদী ভট্টলোল্লটাদি দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রান্তে। আরেক প্রান্তে আছেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি যাঁরা বলেন—"অলৌকিক স্থায়িভাবই অলৌকিক রসে পরিণত হয়—লৌকিক কোনো রসই হ'তে পারে না"। এই দুই প্রান্তের মধ্যস্থলে আছেন মধুসূদন সরস্বতী যিনি চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে মধুসূদন সরস্বতী লৌকিক রসকে স্বীকার করেছেন ব'লে যে বৈষ্ণবের অলৌকিক রসের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়েছেন তা নয়। বরঞ্চ স্পষ্টই বলেছেন সব রসের মর্যাদা সমান নয়। লৌকিক রসের আস্বাদ ও আনন্দ অলৌকিক রসের আস্বাদ ও আনন্দ থেকে বিভিন্ন ও কম। কিন্তু তাহ'লেও লৌকিক রসের সম্ভাবনাকে তিনি একেবারে ছেঁটে ফেলে দেননি। তাঁর মতে চিত্তের বৃত্তিতে জড়বস্তু যত বেশী থাকবে আনন্দ হবে তত কম। লৌকিক জড়বস্তুর মধ্যেও যেগুলি যত বেশী চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করে সেগুলি তত বেশী আনন্দদায়ক হয় কিন্তু তাহ'লেও সে আনন্দের একটা মাত্রা আছে কারণ জড়বস্তুর সংমিশ্রণকে সে ত্যাগ করতে পারে না। জড়বস্তুর আকার-গ্রহণে বিমুখ চিত্তের আনন্দের মাত্রা সর্বাধিক। এইভাবে মাত্রানুযায়ী আনন্দের গভীরতার দিক্ দিয়ে মধুসূদন সরস্বতী লৌকিক রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সুতরাং আনন্দের গভীরতার দিক্ দিয়েই যখন রসাস্বাদের উৎকর্ষ-নিকর্ষ এবং আনন্দের আপেক্ষিক পরিপূর্ণতাই যখন স্থায়িভাবের রসায়ন তখন আনন্দের ন্যূনতম অংশও যে রসের স্থায়ী ভাব এতে কোনো সংশয় নেই। সেই ন্যূনতম অংশই তার সমস্ত রসীভবনযোগ্যতাকে নিয়েই 'আস্বাদাঙ্কুরকন্দ'—স্থায়িভাব আখ্যা নিয়েছে।

চিত্তের এই যে স্বচ্ছতা, একাধারে যা গ্রহণ করতে পারে জড়জগৎ ও চিন্ময়সত্তাকে, এই স্বচ্ছতাকে শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্মার সঙ্গে প্রসঙ্গত তুলনা করা যেতে পারে। জড়বস্তুকর্তৃক অভিভব ও অনভিভব

ব্যাপারে চিৎপ্রতিবিম্বদীপ্ত চিত্তের সঙ্গে চিদ্‌বিম্বের যেমন প্রভেদ, মায়া কর্তৃক অভিভব ও অনভিভব ব্যাপারে তেমনি চিৎকণ জীবের সঙ্গে চিৎস্বরূপ পরমাত্মারও প্রভেদ। শ্রীজীবগোস্বামী বলেছেন—

"শক্তিত্বেঽপি অন্যতমস্য তটস্থত্বাৎ, তটস্থত্বঞ্চ মায়াশক্ত্যতীতত্বাদ্ অস্য অবিদ্যাপরাভবাদিরূপেণ দোষেণ পরমাত্মনো লেপাভাবাচ্চো-ভয়কোটাবপ্রবেশাৎ। তস্য তচ্ছক্তিত্বে সত্যপি পরমাত্মনস্তল্লেপাভাবশ্চ যথা ক্বচিদেকদেশস্থে রশ্মৌ ছায়য়া তিরস্কৃতেঽপি সূর্যস্যাতিরস্কারস্তদ্‌বৎ।"

—পরমাত্মসন্দর্ভ

—যদিও চিৎশক্তি ও জীবশক্তি দুইই শক্তিস্বরূপ তবুও জীবশক্তির তাটস্থ্য স্বীকার্য। তাটস্থ্য কেন? কারণ জীব যেমন মায়াশক্তির অতীত হ'তে পারে তেমনি অবিদ্যার দ্বারা পরাভূতও হ'তে পারে। পরমাত্মাকে কিন্তু অবিদ্যা অভিভূত করতে পারে না। জীবকে অবিদ্যা অভিভূত করতে পারে, পরমাত্মাকে পারে না—এইখানেই প্রভেদ। যেমন ছায়া একটি স্থানের একটুখানি সূর্যরশ্মিকে ঢাকতে পারে, কিন্তু সূর্যকে ঢাকতে পারে না।

চিত্তের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যেতে পারে—তাকে জড়জগৎ অভিভূত করতে পারে, কিন্তু চিত্তে প্রতিবিম্বিত চিদ্‌বিম্বকে অভিভূত করতে পারে না। এই চিদ্‌বিম্ব পরমসুখস্বরূপ, তাই চিৎপ্রতিবিম্বও সুখস্বরূপ। চিত্ত-প্রতিফলিত-চিৎ-প্রতিবিম্বই আস্বাদাঙ্কুরকন্দ স্থায়িভাব।

ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব

অভিনবগুপ্তাদির রসের স্বরূপ কোনোরূপ তার্কিক রীতিতে নিরূপণ করা যায় না। তার্কিক রীতি এইভাবে হয়—যা নিত্য তা নিত্য, যা অনিত্য তা অনিত্য—যা অনিত্য নয় তা নিত্য, যা নিত্য নয় তা অনিত্য। এই তার্কিক রীতি এমন হ'তে পারে না যে এই বস্তু নিত্যও নয়, অনিত্যও নয়, কার্যও নয়, অকার্যও নয়। পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের একতরের নিষেধ (Negation) অন্যতরের বিধিতে (affirmation) পর্যবসিত হয়। যেমন অনিত্যত্বের নিষেধে নিত্যের ও নিত্যের নিষেধে অনিত্যত্বের জ্ঞান হয়। কিন্তু রসস্বরূপের নির্ণয় প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকেরা এই প্রকার উভয় ধর্মের নিষেধ করেছেন।

প্রাচীন রসপ্রস্থানে অলৌকিকত্বের স্বরূপ

তর্কশাস্ত্রের মতে এই প্রকার বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ সম্ভব হয় অলীক বস্তুতে। কেউ বন্ধ্যাপুত্রকে নিত্যও বলে না, অনিত্যও বলে না, কার্যও বলে না, অকার্যও বলে না, উৎপন্নও বলে না, অনুৎপন্নও বলে না। তার্কিক রীতিতে সুতরাং রস অলীক হ'য়ে পড়ে। কিন্তু আলঙ্কারিকেরা একথা মানতে প্রস্তুত নন, কারণ রস প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ ব'লে তার সত্তা অস্বীকার করা যায় না। অলীক বস্তু কোনোকালে প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ হ'তে পারে না।

কিন্তু এমন প্রশ্ন হ'তে পারে যে রস যদি একটি বস্তুই হয় তাহ'লে রসে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের নিষেধ সম্ভব হয় কেন? উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বলবেন এটি তর্কশাস্ত্রের বিষয় নয় কারণ রস alogical বা supralogical। রস non-rational বা suprarational কিন্তু irrational বা illogical নয়। এর জন্যই একে লৌকিক তার্কিক জ্ঞানের বা অনুভবের বিষয় থেকে পৃথক্ করার জন্য অলৌকিক আখ্যা দেওয়া হয়। বস্তুত তার্কিকসম্মত ন্যায়ানুসারে রস লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শব্দের দ্বারাই অভিহিত হ'তে পারে না। এর

অস্তিত্বের প্রমাণ একমাত্র সহৃদয়ের অনুভব। সে অনুভবকে তর্ক-শাস্ত্রের মানদণ্ডে পরিচ্ছিন্ন করা যায় না।

এইজন্যই মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট বলেছেন—

অথবা নেদৃশী চর্চা কবিভিঃ সহ শোভতে।
বিদ্বাংসোঽপি বিমুহ্যন্তি বাক্যার্থগহনেঽধ্বনি॥
পরমগহনস্তর্কজ্ঞানামভূমিরয়ং নয়ঃ।

ন্যায়মঞ্জরী—প্রমাণপ্রকরণ

অভিনবগুপ্তাদির রস এই হিসাবে অলৌকিক। সুতরাং বৈষ্ণবীয় রসপ্রস্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব'লে তার সঙ্গে তুলনা সম্ভব নয়।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে একমাত্র ভোজরাজের সঙ্গে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকদের একটিমাত্র স্থলে কিছু তুলনা সম্ভব। ভোজরাজের মতে শৃঙ্গারই একমাত্র রস, বৈষ্ণবের মতে ভক্তিই একমাত্র রস। ভোজদেবের শৃঙ্গার আত্মরতিরই নামান্তর, বৈষ্ণবের ভক্তি কৃষ্ণরতিরই নামান্তর। ভোজরাজের শৃঙ্গার বা অহঙ্কার বা অভিমান বীরাদি রসের মধ্য দিয়ে চরম প্রকর্ষ পেয়েছে প্রেমরসে, বৈষ্ণবের ভক্তি বা কৃষ্ণরতি শান্তাদি রসের মধ্য দিয়ে চরম প্রকর্ষ পেয়েছে প্রেমরসে। সুতরাং ভোজদেবের কাছে রতি হিসাবে শৃঙ্গার যেমন একমাত্র রস, বৈষ্ণবের কাছে রতি হিসাবে ভক্তি তেমনি একমাত্র রস।

ভোজের রস-প্রস্থান

ভোজদেব বলেছেন শৃঙ্গারপ্রকাশে—

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুতরৌদ্রহাস্য-
বীভৎসবৎসলভয়ানকশান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুঃ দশরসান্ সুধিয়ো বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্ রসমামনামঃ॥"

সুধীজন দশরস বলতে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, হাস্য, বীভৎস, বৎসল, ভয়ানক ও শান্ত এই দশটিকে বুঝেছেন। আমরা কিন্তু একমাত্র শৃঙ্গারকে রস ব'লে থাকি।

রস এবং তার বৈচিত্র্য ও পরিণতি সম্বন্ধে বলেছেন—

"এতেন রূঢ়াহংকারতা রসস্য পূর্বা কোটিঃ। রত্যাদীনামেকোন-পঞ্চাশতোঽপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ পরপ্রকর্ষাধিগমে রসব্যপদেশার্হতা রসস্যৈব মধ্যমাবস্থা। প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানমিতি উপলক্ষণেন যথা রতেঃ প্রেমরূপেণ পরিণতিঃ তথা ভাবান্তরাণামপি পরমপরিপাকে প্রেমরূপেণ পরিণতৌ রসৈকায়নমিতি রসস্য পরমা কাষ্ঠা ইতি প্রতিষ্ঠিতং ভবতি।"

—রূঢ়াহংকারতা রসের পূর্বা কোটি, উনপঞ্চাশসংখ্যক রত্যাদির বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগবশত পরমা কাষ্ঠা প্রাপ্তিতে যে রস-ব্যপদেশের যোগ্যতা আসে, তাকে রসেরই মধ্যমাবস্থা বলা উচিত। "প্রেয়ঃ প্রিয়তরাখ্যানং" এই উপলক্ষণ বাক্যের দ্বারা যেমন জানা যাচ্ছে রতিরই প্রেমরূপে পরিণতি হয় তেমনি এও বোঝা যাচ্ছে যে অন্যান্য ভাবগুলিরও পরমপরিপাক ঘটলে প্রেমরূপে যে পরিণতি ঘটে তাইতেই রসের একত্ব সম্পাদিত হ'য়ে থাকে—একেই রসের পরমা কাষ্ঠা বলা যায়।

অর্থাৎ রসের তিনটি অবস্থা—প্রথম হচ্ছে রূঢ়াহংকারতা বা অহং অভিমান যার জন্য সব কিছুই রসনীয় হ'য়ে ওঠে। দ্বিতীয় হচ্ছে মধ্যাবস্থা, যে অবস্থায় অহং অভিমান বা পূর্বকোটি থেকেই বিভাবানুভাবব্যভিচারিপরিবৃত স্থায়ী উদ্ভূত হয়, এবং তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে রসের উত্তরা কোটি যে অবস্থায় এই সব ভাবাদি আবার প্রেমরসে পরিণত হয়।

সুতরাং রতিপ্রভৃতি ভাবগুলি রসেরই অবস্থা বিশেষ। পূর্বকোটির রসৈকতা ও উত্তরা কোটির রসৈকতার মধ্যে পার্থক্য বীজ ও ফলের পার্থক্যের মত। একটি বীজ থেকে জাত অঙ্কুর যেমন পত্রপুষ্পশোভায় সজ্জিত হ'য়ে রসাল ফলের পরিণমনের মধ্য দিয়ে আবার সেই বীজেই পর্যবসিত হয় তেমনি পূর্বকোটিতে যে অহংকার থাকে একটি জ্যোতি বিন্দুর মত, মধ্যমাবস্থায় সেই স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ করতে করতে

উত্তরা কোটিতে একটি স্থির উজ্জ্বল শিখায় পরিণত হয়। প্রথমা কোটির আত্মাভিমান দ্বিতীয়াবস্থায় বিচিত্রবস্তুর সম্পর্কে এসে বিচিত্র-ভাবের আস্বাদনে প্রকর্ষলাভ করতে করতে তৃতীয় ভূমিতে আত্মপ্রেমে পর্যবসিত হয়। সুতরাং একটি চিত্তবৃত্তির ক্রমপরিণতির সমস্তটা অংশ জুড়ে আছে ভোজদেবের শৃঙ্গাররস। ভোজের শৃঙ্গাররসের আদিতেও রস, পরিণতিতেও রস, মধ্যস্থলেও রস। পূর্বকোটিতে যা ছিল ঐকান্তিক হ'য়ে স্থিত, মধ্যমাবস্থায় বিচিত্র সংঘাতে সেই হ'ল বহুধা বিকীর্ণ, উত্তরকোটিতে সে সমস্তই আবার সংহত হ'য়ে এল আত্যন্তিকী স্থিতিতে। ভোজের শৃঙ্গাররসে তাই রস ও ভাবের স্বরূপত পার্থক্য নাই, কেননা পূর্বকোটিতে আমরা যাকে বীজরূপে দেখি মধ্যমাবস্থায় দেখি তারই বিচিত্র রূপ ও উত্তরকোটিতে দেখি তারই পরিণত রূপ। কিংবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে পূর্বা কোটিতে যার নিত্যস্বরূপে অবস্থান, মধ্যমাবস্থায় তারই রত্যাদি ভান এবং উত্তরা কোটিতে প্রেমরূপে পরিণাম। অহংকার বা শৃঙ্গাররস বিবিধ বস্তুর সংঘাতে বিবিধ স্বতন্ত্র ভাবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। . রতি, বৎসলতা, ক্রোধ ইত্যাদি যে আত্মসুখেরই ছদ্মবেশ মাত্র এ কথা কে জানতে চায়? পুত্রকে ভালবেসে যে নিজেকেই নতুন ক'রে ভালবাসছি—এ কথা কি পুত্রবৎসল পিতার মনে হয়? কাজেই আত্মরতি যখন পুত্ররতি, কান্তারতি প্রভৃতির আভাসে আভাসিত হ'য়ে প্রকাশ পাচ্ছে—তখন তা রসবিবর্ত ছাড়া আর কি হ'তে পারে? কিন্তু এইগুলিরই পরাকাষ্ঠা ঘটলে যখন আত্মরতি ও কান্তারতি প্রভৃতি রতি অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, নিজেকে ও কান্তাকে মনে হয় অভিন্ন, সজাগ সচেতন মন তখন বোঝে জানে যে দুটি রতিই একটি-মাত্র রতিরূপে উদিত হয়েছে, এবং এই নূতন রতির অনুভূতি এত গাঢ়, এত সুদীপ্ত ও এমন একান্ত যে একে আর পূর্ব নামে অভিহিত করতে ইচ্ছা হয় না, তখন একটি নূতন নামকরণে প্রবৃত্তি জন্মায়। সেই নূতন নামকরণই প্রেমরস। বৈষ্ণবের কৃষ্ণরতিও বৈধী ভক্তির স্তর উত্তীর্ণ

হ'য়ে রাগানুগা ভক্তির মধ্য দিয়ে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণগত প্রেমরসে। এই বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের স্বরূপের আলোচনা শেষ অধ্যায়ে আছে ব'লে এস্থলে আলোচিত হ'ল না।

কিন্তু এই সাজাত্য সত্ত্বেও বৈষ্ণবের রতি আর ভোজের রতি অত্যন্ত বিভিন্ন। বৈষ্ণবের রতি বা রস আত্মার ধর্ম হওয়ায় পারমার্থিক স্বরূপে মুক্তজীবের আস্বাদ্য, ভোজদেবের রতি বা রস প্রকৃতির ধর্ম হওয়ায় বদ্ধজীবের আস্বাদ্য। মুক্তিতে রসের প্রসঙ্গই নেই, কারণ রসপ্রস্থানে ভোজরাজ সাংখ্যের মতাবলম্বী।

কথাটা স্পষ্ট ক'রে বলা প্রয়োজন।

ভোজমতে সমস্ত রসের মূল কারণ অহংকার। এই অহংকার সাংখ্য দর্শনের তৃতীয় বিকার। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্য দর্শনের উপর তত্ত্বকৌমুদী টীকায় এর স্বরূপ আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন—"অভি-মানোঽহংকারঃ, যং খল্বালোচিতং মতঞ্চ অত্রাহমধিকৃতঃ, শক্তঃ খল্বহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ, মত্তো নান্যোঽত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্ত্যতোঽহমস্মীতি যোঽভিমানঃ সোঽসাধারণব্যাপারত্বাদহংকারঃ।"

অভিমানই অহংকার। যা কিছু আলোচিত হয়েছে কিংবা অভিমত হয়েছে, সেখানে আমিই আছি। যা কিছু করা হয় তা আমিই করি—সমস্ত বিষয়বস্তু আমারি জন্য। আমি ছাড়া কিছুতে কারো অধিকার নেই। জগৎ আছে কারণ আমিও আছি—এই যে অভিমান বা অসাধারণ ব্যাপার বিশেষ একেই অহংকার বলে।

এই অহংকার বা অভিমানের নাম ভোজদেব শৃঙ্গার দিয়েছেন। বীরাদি সমস্ত রসেই এই অভিমান বা অহংকার মূল উপাদান বা সূত্ররূপে বর্তমান আছে।

'ন রত্যাদিভূমা রসঃ। কিং তর্হি? শৃঙ্গারঃ। শৃঙ্গারো হি নাম ···আত্মনোঽহংকারবিশেষঃ···। রত্যাদীনাময়মেব প্রভব ইতি। শৃঙ্গারিণো (অহংকারিণো) হি রত্যাদয়ো জায়ন্তে, ন অশৃঙ্গারিণঃ। শৃঙ্গারী হি রমতে, স্ময়তে, উৎসহতে, স্নিহ্যতীতি'—রত্যাদি ভূমিতে রস

নেই। রস কি? শৃঙ্গার। শৃঙ্গার আত্মার অহংকার বিশেষ। এই অহংকার থেকেই রত্যাদি জন্মায়। শৃঙ্গারী বা অহঙ্কারী ব্যক্তিরই রত্যাদি সম্ভব হয়। যে অশৃঙ্গারী বা অনহংকারী তার পক্ষে রত্যাদি অনুভব করা সম্ভব নয়। শৃঙ্গারী ব্যক্তিই রমণ করে, হাস্য করে, উৎসাহিত হয়, স্নিগ্ধ হয়।

এই অহংকারের চরম পরিণতি প্রীতিতে বা প্রেমে (self-love)। প্রেমই অভিমানের পরা কাষ্ঠা।—"প্রেমরূপেণ…রসস্য পরমা কাষ্ঠা।"

সুতরাং ভোজের অভিমত অভিমানাত্মক রস পরমার্থদৃষ্টিতে আত্মার ধর্ম হ'তে পারে না। শৃঙ্গারপ্রকাশে ভোজদেব স্পষ্টতই এই অভিমানকে প্রকৃতিবিকার বলেছেন—"স চায়মেক এব এবংবিধোঽভিমানাত্মা প্রকৃতিবিকারঃ"। মুক্তপুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে সমস্ত সংযোগ একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলে রসানুভব হবে না। এই কথাই শৃঙ্গারপ্রকাশে ভোজদেব বলেছেন মোক্ষশৃঙ্গারের আলোচনা-প্রসঙ্গে—

"ময়ি জীবত্যহংকারে পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানোপপন্নোঽপি ন মোক্ষং গন্তুমর্হতি॥"

—যতদিন অহংকার আছে ততদিন তত্ত্বজ্ঞানোপপন্ন পুরুষও মোক্ষলাভ করতে পারে না। সুতরাং রসের যাঁরা পারমার্থিকত্ব স্বীকার করেন তাঁদের মতে ভোজদেবের রসটি বদ্ধাবস্থারই একটি অভিব্যক্তি, অতএব প্রাকৃতিক বা লৌকিক। বদ্ধজীবের অনুভবগম্য ব'লে ভোজের এই রস একটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্থিত (imperfect-state)।

অভিনবগুপ্তাদির মতে আনন্দ আত্মার স্বরূপ। আত্মার সমস্ত প্রকার পরতন্ত্রতা দূর হ'লে আনন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। রসানুভূতিতে এই পারমার্থিক আনন্দেরই অভিব্যক্তি ঘটে, এবং বিভাবাদিসংযুক্ত স্থায়িভাবের উপাধি দ্বারা এই অভিব্যক্তি পরিচ্ছিন্ন

হয় মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অভিব্যক্ত আনন্দ পারমার্থিক। যদিও মুক্ত অবস্থা থেকে রসানুভূতির এই অবস্থা ন্যূনতাপন্ন, তাহ'লেও রসানুভূতির আনন্দ যে আত্মারই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশবিশেষ একথা অপ্রতিবাদ্য। আনন্দ আত্মার স্বরূপ হওয়ায় রসানুভূতিও অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক।

ভোজদেব সাংখ্যমতাবলম্বী। তাঁর আনন্দ সত্ত্বগুণের ধর্ম। সত্ত্বগুণ প্রকৃতির ত্রিগুণের অবান্তর ভেদ। অন্তঃকরণের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ ঘটলে অন্তঃকরণের যে বিষয়াকারপ্রাপ্তি ঘটে সেইটিকেই বুদ্ধির বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি সত্ত্বগুণাপন্ন ব'লে অত্যন্ত স্বচ্ছ। বাচস্পতি মিশ্র বলেন—এই স্বচ্ছতাবশতই বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যরূপ পুরুষ প্রতিবিম্বিত হ'য়ে জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে জ্ঞাত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিমত চৈতন্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বনের কথাই আমরা শৃঙ্গারপ্রকাশে পাই। ভোজদেব বলেছেন—"আত্মনি প্রতিবিম্বতাদ্বারেণ অবস্থিতস্য অহংকার-গুণবিশেষস্য" ইত্যাদি। এই অহংকার সত্ত্বগুণবিকার মাত্র, পারমার্থিক নয়। তাই ভোজের আনন্দ প্রাকৃতিক গুণবিকার মাত্র, পারমার্থিক নয়। তাই ভোজের রসানুভূতিও সর্বদাই প্রাকৃতিক বা লৌকিক।

ভোজের শৃঙ্গার অমুক্তচিত্তে সর্বদাই বর্তমান—"অসাধারণং তু প্রত্যগাত্মগতানাদিবাসনানুবন্ধি···ভবিতুমর্হতি—, তচ্চ আত্মনোঽহং-কারগুণবিশেষং ব্রূমঃ। স শৃঙ্গারঃ সোঽভিমানঃ স রসঃ"—অসাধারণ এই অহংকার প্রত্যেক আত্মায় অনাদিবাসনানুবন্ধি ব'লে আত্মারই গুণবিশেষ মাত্র। একেই শৃঙ্গার বা অভিমান বা রস বলা হয়।

এই অভিমান কখনো সুপ্ত থাকে, কখনো বা জাগ্রত হয় কিন্তু অমুক্তচিত্তে কখনো অবিদ্যমান থাকে না—"সুপ্তপ্রবোধদৃষ্টান্তেন তস্যানাবির্ভাবাবস্থায়ামপি স্তিমিতরূপেণ অবস্থানাদ্ অবিদ্যমানতাং নিরাকরোতি।"

"জাগর্তি কোঽপি হৃদি মানময়ো বিকারঃ"—প্রকৃতির বিকার

মাত্র এই অহংকার, সুতরাং সত্ত্বগুণাশ্রিত অহংকারের যে আনন্দ সে আনন্দ প্রাকৃতিক আনন্দ মাত্র। বলা বাহুল্য সাংখ্যদর্শনমতে আনন্দ চৈতন্যের স্বরূপ নয়, সেটি সত্ত্বগুণের ধর্ম।

বৈষ্ণবীয় রসপ্রস্থানে

বৈষ্ণবীয় রসপ্রস্থানে স্থায়িভাব যে কৃষ্ণরতি সেটি অন্তঃকরণাদি উপাধিতে হ্লাদিনীশক্তিরই প্রতিফলন। ব্রহ্মসংহিতায় আছে—"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃস্বু যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—যাঁর আনন্দচিন্ময়সত্তা প্রাণিগণের চিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে স্মররূপে অবলীলায় অজস্র ভুবন জয় করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই উক্তি থেকে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে যে ভগবৎপ্রকৃতিস্বরূপ প্রেমের বিকৃতিবিশেষই কাম অর্থাৎ লৌকিক কাম অলৌকিক প্রেমেরই প্রতিফলন। বিশুদ্ধসত্ত্বে এই অলৌকিক প্রেমই ভক্তিরূপে উদিত—যার চরম প্রকর্ষ রাধাকৃষ্ণগত প্রেমরসে। কর্ণপূর যে স্থায়িভাবকে আনন্দাঙ্কুরকন্দ বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঙ্গতই হয়েছে কারণ, এই স্থায়িভাব অন্তঃকরণে হ্লাদিনী-শক্তিরই অভিব্যক্তি বিশেষ। কর্ণপূরের এই মত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

অলৌকিক কৃষ্ণরতি সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন—

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব··················

—হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু
দক্ষিণবিভাগ

এর সারার্থ এই যে বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষে আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণরতিই ভক্তিরস নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে।

যে প্রেমের মধ্যে ভোজদেব রসের পরাকাষ্ঠা দেখেছেন, সেই প্রেমের মধ্যেই বৈষ্ণবেরাও রসের পরাকাষ্ঠা বলেছেন, অথচ প্রেমের স্বরূপ বলতে ভোজদেব যা বলেছেন, বৈষ্ণবেরা তা বলেননি। প্রাকৃত আত্মরতির পরাকাষ্ঠা আত্মপ্রেম—ভোজদেব বলেছেন। অপ্রাকৃত কৃষ্ণরতির পরাকাষ্ঠা কৃষ্ণপ্রেম—বৈষ্ণবেরা বলেছেন।

রসের মুখ্য-গৌণ-বিভাগের তাৎপর্য

রসের বিভাগ-অনুভাগ-সম্বন্ধে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁরা রসকে পাত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অর্থাৎ রতির আশ্রয়ানুযায়ী মুখ্য ও গৌণ দু ভাগে ভাগ করেছেন। অনিয়তধারা ভক্তিকে বলা হয় গৌণী ভক্তিরস ও নিয়তধারা ভক্তিকে বলা হয় মুখ্য ভক্তিরস। মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চধা—শান্ত, প্রীত, প্রেয়, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণ ভক্তিরস সপ্তধা—হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও বিস্ময়।

শ্রীরূপগোস্বামীর মত

—"সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ।
বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাদ্ রতিরেষোপগচ্ছতি॥
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু।
শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বৎসলং প্রিয়তেত্যসৌ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

—সেই মুখ্য ভক্তিরস পঞ্চবিধ হয়—পাত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী রতিও বৈশিষ্ট্যলাভ ক'রে থাকে, ঠিক যেমন সূর্য স্ফটিকাদি বস্তুতে বিশিষ্ট প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়। সেই পঞ্চবিধ ভক্তির নাম যথাক্রমে—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা, অর্থাৎ সেই পঞ্চধা ভক্তিরসের নাম যথাক্রমে—শান্তরস, প্রীত বা দাস্যরস, প্রেয়োরস, বাৎসল্যরস, ও মধুররস।

"কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদ্‌ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতাময়ী
রত্যা চাঙ্কুরিতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ॥
তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে।
সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

—হাসাদি সপ্ত গৌণ ভাব কোনো ভক্তে ভগবল্লীলানুসরণক্রমে

ভাগবতী-রতি-স্পর্শে সুচারুরূপে রসরূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসরূপ প্রাপ্ত হ'লেও এই সাতটি রস অনিয়ত আধারে সাময়িক ভাবে থাকে এবং বলবত্তর রসের দ্বারা তিরস্কৃত হ'লে সহজেই লীন হ'য়ে যায়।

মধুসূদন সরস্বতীর মত

রসের মুখ্য ও গৌণ এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ পাওয়া যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে। ভক্তিরসায়নে এ বিভাগ নেই। ভক্তিরসায়নে মধুসূদন সরস্বতী রসের সংখ্যা নিরূপণে বলেছেন—

"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনঃ.........॥৫॥"

—প্রথম উল্লাস

—কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়া প্রভৃতি (প্রভৃতি শব্দ দ্বারা শম ও জুগুপ্সা বোধ্য) চিত্তরূপ জতুর তাপক।

"যাবত্যো দ্রুতয়শ্চিত্তে ভাবাস্তাবন্ত এব হি।
স্থায়িনো রসতাং যান্তি বিভাবাদিসমাশ্রয়াৎ ॥৬২।২৬॥"

—দ্বিতীয় উল্লাস

তাপকবস্তুর সংযোগে চিত্তের যত সংখ্যক দ্রুতি হয় স্থায়িভাব ঠিক তত সংখ্যক হ'য়ে থাকে। সেই স্থায়িভাবগুলি বিভাবাদির সমাশ্রয়বশত রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।

এর পরেই তিনি কতকগুলি ভাবের ভক্তিরসের আনুকূল্য বা প্রাতিকূল্য নির্দেশক শ্লোক বলছেন—যার মোটামুটি অর্থ এই যে ত্রিবিধ জুগুপ্সা (উদ্বেগিনী, ক্ষোভিণী ও ঘৃণা), দয়োৎসাহ ও ধর্মোৎসাহ (দয়া) এবং শম—এই ছটি রতি ভগবদ্‌বিষয়া হয় না।

ক্রোধজ দ্বেষ ও ভয়জ দ্বেষ (ক্রোধ, ভয়) এ দুটি রতি ভগবদ্‌বিষয়া হ'লেও ভক্তিরসের স্থায়িভাব হয় না।

দ্বিবিধ কাম, প্রীতি, ভী, শোক, বিস্ময় ও দানোৎসাহ এই ছটি রতি ভগবদ্‌বিষয়া হয় এবং মিশ্রিত রূপেও ভক্তিরসের স্থায়িভাব হয়।

শুদ্ধা, বৎসল ও প্রেয়—ভগবদ্‌বিষয়া এ তিনটিও অমিশ্ররূপে ভক্তি-রসের স্থায়িভাব হয়। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে শৃঙ্গাররসই সর্বাপেক্ষা বলবত্তর—

"—ধর্মোৎসাহো দয়োৎসাহো জুগুপ্সা ত্রিবিধা শমঃ।
ষড়েতে ন বিষয়া ভগবদ্‌বিষয়া ন হি ॥৬৩॥২৭॥
ধর্মবীরো দয়াবীরো বীভৎসঃ শান্ত ইত্যমী।
অতো ন ভক্তিরসতাং যান্তি ভিন্নাস্পদত্বতঃ ॥৬৪॥২৭॥
ঈর্ষাভ্রভয়জদ্বেষৌ ভগবদ্‌বিষয়াবপি।
ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্ ভক্তিবিরোধতঃ ॥৬৫॥২৯॥
শুদ্ধো রৌদ্ররসস্তত্র তথা রৌদ্রভয়ানকঃ।
নাস্বাদ্যঃ সুধিয়া প্রীতিবিরোধেন মনাগপি ॥৬৬॥৩০॥
কামজে দ্বে রতী শোকঃ প্রীতি-ভী-বিস্ময়াস্তথা।
উৎসাহো যদি দানে চ—ভগবদ্‌বিষয়া অমী ॥৬৭॥৩১॥
ব্যামিশ্রভাবরূপত্বং যান্ত্যেতে ক্ষীরনীরবৎ।
বিভাবাদিসমাযোগে তথা ভক্তিরসা অপি ॥৬৮॥৩২॥
শৃঙ্গারঃ করুণো হাস্যস্তথা প্রীতির্ভয়ানকঃ।
অদ্ভুতো যুদ্ধবীরশ্চ দানবীরশ্চ মিশ্রিতাঃ ॥৬৯॥৩৩॥
শুদ্ধা চ বৎসলরতিঃ প্রেয়োরতিরিতি ত্রয়ী।
ভাবান্তরামিশ্রত্বাদমিশ্রা রতিরুচ্যতে ॥৭০॥৩৪॥
বিশুদ্ধো বৎসলঃ প্রেয়ান্ ইতি ভক্তিরসাস্ত্রয়ঃ।
রসান্তরামিশ্রিতাস্তে ভবন্তি পরিপুষ্কলাঃ ॥৭১॥৩৫॥
শৃঙ্গারো মিশ্রিতত্বেঽপি সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
তীব্র-তীব্রতরত্বং তু রতেস্তত্রৈব বীক্ষ্যতে" ॥৭১॥৩৬॥

এই শ্লোকগুলি থেকে জানা যায় যে অমিশ্র ভক্তিরসগুলিই প্রধান—যথা শুদ্ধা বা শান্তভক্তিরস, বৎসলভক্তিরস ও সখ্যভক্তিরস। শৃঙ্গারের প্রাধান্য পৃথক্ শ্লোকে বলা হয়েছে ব'লে তাকেও এগুলির সঙ্গে যুক্ত ক'রে চারটি ভক্তিরসকে মুখ্য ব'লে ধ'রে নেওয়া উচিত।

বাকীগুলি গৌণ। দাস্য ভক্তিরসের কোনো উল্লেখ ভক্তিরসায়নে নেই। সুতরাং মুখ্য ভক্তিরস চারটি—

(১) শৃঙ্গার বা মধুর
(২) শুদ্ধা বা শান্ত
(৩) বৎসল
(৪) প্রেয়

দাস্য-রস নেই।

ক্রম অনুযায়ী সাজালে হয়—শুদ্ধা, প্রেয়, বৎসল ও মধুর।

গৌণ ভক্তিরস—

(১) রৌদ্র
(২) ভয়ানক
(৩) হাস্য
(৪) বীর (যুদ্ধবীর ও দানবীর)
(৫) করুণ
(৬) অদ্ভুত

বীভৎস-রস নেই।

ক্রম অনুযায়ী সাজালে হয়—হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ও অদ্ভুত।

এখন প্রশ্ন এই, রসকে মুখ্য ও গৌণ—এই দুই ভাগে ভাগ করা সম্বন্ধে কি যুক্তি আছে?

ব্যভিচারিভাব ও গৌণরস

শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন—এই গৌণ রসগুলি অনিয়তাধার এবং মুখ্য রসকে উপকৃত করে। মু[illegible] রসকে ব্যভিচারী ভাবগুলিও উপকৃত করে, কিন্তু ব্যভিচারিভাব ও গৌণরসের মধ্যে প্রভেদ এই যে ব্যভিচারিভাবের আর কোনো উপকারক ভাব নেই কিন্তু গৌণ রস ব্যভিচারিসমন্বিত হ'য়ে মুখ্যকে উপকৃত করে।

একটি রস যখন আরেকটি রসকে উপকৃত করে—প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা তখন তার গুণীভূত ব্যঙ্গ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গুণীভূত ব্যঙ্গ্য পর্যায়ে যে কোনো রসই স্থান পেতে পারে। শৃঙ্গারও গুণীভূত হতে পারে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকের ও প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকের মধ্যে এ স্থলে পার্থক্য এই জায়গায় যে প্রথম পক্ষে রসের গৌণতা স্বরূপ-গত, দ্বিতীয় পক্ষে অবস্থাগত। স্বতরাং স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন আসা অসম্ভব নয় যে স্বরূপত কোনো কোনো রস গৌণ হ'তে পারে কিনা? এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে হাস্যাদি ভাবগুলি সখ্যাদি ভাবের সঙ্গে প্রায়ই অঙ্গাঙ্গিরূপে দৃশ্যমান ও অনুভূত হয়। এই জগতে প্রত্যেক প্রাণীই একটি স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। উপনিষদের বহুধা উদ্‌ঘোষিত অবাঙ্‌মানসগোচর একক সত্তা যখন "বহুঃ স্যাম্" ব'লে স্ব-সৃষ্ট জগতে বহুধা বিভিন্ন হলেন তখনও সেই বহুধা বিভিন্ন পরিদৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে একই সত্তা অনুস্যূত থাকল। সেই সত্তাকে আমরা আহ্লাদস্বরূপ বা প্রেমস্বরূপ বলি। স্নেহের স্বভাব বিচ্ছিন্নকে সংযুক্ত করা। জড়জগতেও স্নেহপদার্থের এই বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষীকৃত হয়। জল, তৈল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি বস্তু বিচ্ছিন্নকে অবিচ্ছিন্ন করে। চিত্তজগতেও বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ভাবসমূহকে একটি বিশেষ সম্পূর্ণ রূপ দান করে স্নেহানুভূতি। স্নেহ বলতে স্নেহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি সজাতীয় ভাবগুলিকে নির্দিষ্ট করা হ'য়ে থাকে। স্নেহাসক্ত ব্যক্তিই প্রসন্ন হয়, ঈর্ষানুভব করে, ক্রোধান্বিত হয়, উৎসাহিত হয়, এবং ভীত হয় স্নেহেরই বিচিত্র পরিণতি-সম্ভাবনায় বা আশঙ্কায়। স্নেহই বিভিন্ন ব্যক্তিকে একত্বাভিমান দান করে এবং এই স্নেহের অভাবেই আসে বিরোধ-বিবাদ। স্বতরাং স্নেহকে ভাব-সম্রাট্ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে —এবং অন্য সমস্ত ভাব এই স্নেহেরই বিভিন্ন বস্তুতে সংযোগজনিত প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলন মাত্র। এই স্নেহই বিভিন্ন ব্যক্তিতে ভাবের গাঢ়তার তারতম্যবশত ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রণয়, দয়া ইত্যাদি নামে

রসের স্বরূপগত গৌণ-প্রধান ভাব

খ্যাত হ'য়ে থাকে। চিত্তের বিকাশে, বিস্তারে, উদ্দীপনে ও প্রকাশনে স্নেহের সমতুল্য আর কোনো ভাবই নেই। পিতৃস্নেহের ও পত্নী-প্রেমের মর্যাদায় আঘাত লেগেছিল ব'লেই রৌদ্ররসের অবতারণা হ'ল বেণীসংহারে। অপমানিত পতিভক্তি রূপ নিল দক্ষযজ্ঞের বীভৎস রসে। বৈরাগ্যশতকে নারী-দেহ-বর্ণনার বীভৎসরসের পিছনে আছে নির্বিকার ব্রহ্মোপাসনার প্রবৃত্ত শান্তরসের রসিকের নারীপ্রেমের প্রতি তুচ্ছতাবোধ। গীতায় মহিমময় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপবর্ণনার অদ্ভুতরসের আস্বাদনা আজও গ্রহণ ক'রে থাকেন ভাগবত-জন, বিশ্বরূপদর্শনে যেমন করেছিলেন কৃষ্ণের সখা অর্জুন। জীবের প্রতি স্বাভাবিক দয়াবশত জীমূতবাহনের আত্মদানের বীররসাশ্রিত কাহিনী নাগানন্দে আছে। সদানন্দ আত্মরতির মর্যাদাক্ষুণ্ণ শিবের ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ মদনের শোকে করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে রতিবিলাপে। অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করে শিশু পুত্র বাৎসল্যরসাশ্রিত মাতৃচিত্তে।

সুতরাং প্রতিক্ষণেই নব-নব বৈচিত্র্যশালী নব-নব ভাবায়মান এক স্নেহপ্রবাহেরই শাখা-উপশাখা অন্যান্য ভাবধারা। রূপবাহুল্যযোগ-বশত এই স্নেহরূপ আস্বাদাঙ্কুরকন্দ একটি স্থায়ী ভাব যখন রসে পরিণত হয় তখন পাত্রবৈশিষ্ট্যযোগে সেই স্নেহই শান্ত, বৎসল, মধুর প্রভৃতি রসের আখ্যা লাভ ক'রে থাকে। তাই স্বচ্ছন্দেই মূল স্নেহ-স্থায়িভাবের বিচিত্র পরিণতিগুলিকে মুখ্য রস আখ্যা দিয়ে তদাশ্রিত বা তদনুকূল ভাবপরিণতিগুলিকে গৌণ রস বলা যেতে পারে। সব ভাবগুলি গৌণ রস হ'তে পাবে না কারণ সব ভাবই যে অন্যভাবের সংস্পর্শে এলে পুষ্ট হয় তা নয়। যে ভাবগুলি অন্যভাবের সংস্পর্শে এলে উপচিত হয় সেইগুলিই গৌণ রস আখ্যা পেতে পারে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা গৌণ রস বলতে প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিক-কথিত হাস্যাদি সপ্তভাবকে বুঝিয়ে থাকেন।

রাগানুগা ভক্তিরস

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও বৈষ্ণব-ভক্তজন-গ্রাহ্য বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্বের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের রসিকজনসমূহকে এক শ্রেণীতে ফেলা যায় না।

বৈষ্ণব পদাবলী ও পাঠক সাধারণ

যিনি বৃন্দাবনলীলার ন্যূনতাকে পূর্ণ করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন ব'লে প্রচারিত, সেই শ্রীচৈতন্যকে যাঁরা ভগবদবতার ব'লে মনে করেন, তাঁরা কিছুতেই তাঁর ও তদারাধ্য দেবতার জীবন-লীলার বাণী-মূর্তিকে শুধুমাত্র সাহিত্য হিসাবে নিতে পারেন না; সে সাহিত্য থেকে যে রসের আস্বাদ তাঁরা গ্রহণ করেন, সে রসও তাই ষোলো আনা সাহিত্যরস হয় না। তাঁদের কাছে বৈষ্ণব-সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, ধর্মগ্রন্থ। এই হৃদয়বৃত্তির আত্যন্তিক বিবৃদ্ধি অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই গ্রন্থ-পঠনের পরিবর্তে গ্রন্থ-পূজনের দিকে চিত্তকে বেশি নিবিষ্ট করেছে।

যে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাবশত ধর্মপিপাসু চিত্ত সাহিত্য থেকেও ধর্মতত্ত্বসুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য-রসিকের সাধনাক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দৃঢ়তর আশ্রয়লাভ করেছে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্য-বোধে।

চৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—একথা ভাগবতে উল্লিখিত আছে। অন্যান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ বা কলা বিশেষ—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" ১।৩।২৮

—অবতারগণ সেই পুরুষেরই অংশ বা কলা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধা। শক্তি ও শক্তিমানের তাদাত্ম্য আছে ব'লে রাধা-কৃষ্ণের একাত্মতা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ, প্রেমের হ্লাদিনী শক্তিই রাধারূপে অবতীর্ণা। বৈষ্ণবেরা বলেন লীলাপ্রকাশের জন্যই একের এই দ্বিধা রূপাশ্রয়। দুই রূপ অপরূপ হয়েছে এক চৈতন্যরূপেই। এই কথাই স্বরূপদামোদরের শ্লোকেও আছে—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

—রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি, তাঁরই হ্লাদিনী শক্তি, সুতরাং একাত্ম। কিন্তু একাত্মতা সত্ত্বেও পূর্বে তাঁরা লীলানিমিত্ত দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা পুনরায় একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

শ্রীচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ প্রেমভক্তি বিতরণের জন্য—এই মর্মে বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরূপগোস্বামীর একটি শ্লোক আছে—

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ ২।১।"

—পূর্বে অদত্তা উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রীকে দান করার জন্য করুণাবশত কলিতে অবতীর্ণ সুন্দরস্বর্ণদ্যুতিসন্দীপিত কৃষ্ণস্বরূপ শচীনন্দন শ্রীচৈতন্য সর্বদাই আপনাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্তিলাভ করুন।

প্রেমভক্তি বিতরণ কিন্তু চৈতন্যাবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—

"প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥ ১৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।......
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সংকীর্তন।

এহো গৌণ হেতু—পূর্বে করিয়াছি সূচন ॥১০১॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥১০২॥…
সেই রস আস্বাদিতে হৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥২২১॥"

—৪র্থ পরিচ্ছেদ, আদিলীলা—চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্য-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য রাধাকৃষ্ণ-লীলারসাস্বাদনের কথা স্বরূপদামোদরের শ্লোকেও আছে—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কি রূপ, শ্রীরাধা কর্তৃক সেই প্রণয় দ্বারা আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মধুরিমাই বা কি রূপ, আমাকে অনুভব ক'রে শ্রীরাধার সুখই বা কি রূপ,—এই তিনটি জানার ঔৎসুক্যে রাধা-ভাবাঢ্য কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—

"এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২৭৬॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥"২৬৫॥

—চৈঃ চঃ—আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

—রাধাভাবে ভাবান্বিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনটি অভীপ্সাপূর্তির জন্য—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা, প্রণয় দ্বারা শ্রীরাধাকর্তৃক আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমা, মধুরিমার আস্বাদজনিত শ্রীরাধার সুখসীমা, এই তিনটির অবধারণা।

"প্রণয়মহিমা"—কথাটিতে প্রণয় শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রণয় শব্দটি একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা। শ্রীরূপগোস্বামী প্রণয়ের যে বিশেষ লক্ষণ দিয়েছেন, এ স্থলে অর্থাৎ

স্বরূপের শ্লোকে সেই বিশেষ অর্থে কবির তাৎপর্য নেই। সুতরাং প্রণয় শব্দটি প্রেম, রতি বা শৃঙ্গারের প্রতিশব্দ হিসাবে নিতে পারি। শৃঙ্গারের দুটি পরা কাষ্ঠা—মাদন ও মোহন—মিলনে মাদন, বিরহে মোহন। মহাভাবাধিরূঢ় প্রেমের বিপ্রলম্ভ-ঘটিত চরম অভিব্যক্তি মোহনে, সম্ভোগ-ঘটিত পরম অভিব্যক্তি মাদনে। দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি ভাব মোহনের অন্তর্গত, ভাবোল্লাস প্রভৃতি ভাব মাদনের অন্তর্ভুক্ত।

এখন দেখা যাক—রাধা-প্রণয়-মহিমা, রাধা-রতিস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ-মধুরিমা, মধুরিমাস্বাদজন্য শ্রীরাধার সুখসীমা—এই তিনটি ভাব পদাবলী সাহিত্যে কি রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথমেই শ্রীরাধা-প্রণয়-মহিমাজ্ঞাপক পদাবলী থেকে দুটি বিপ্রলম্ভের ও দুটি সম্ভোগের উদাহরণ দিচ্ছি; বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের দুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথমটি সাধারণভাবে মোহনের। বিশ্লেষদশায় অধিরূঢ় মহাভাবের প্রকারবিশেষ মোহন—যে সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে—

"স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যু-প্রতিশ্রবাৎ!"—

"মৃত্যুকে স্বীকার ক'রেও আপন পঞ্চভূতের দ্বারা প্রিয়সঙ্গতৃষা"—

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুল চন্দ॥ক॥
যো দরপনে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥

যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥"

—হে সখি! বিরহ-মরণে চিত্ত আমার নির্দ্বন্দ্ব, যদি মৃত্যুর পরে স্বীয় পঞ্চভূতের দ্বারাও প্রিয়তমের সেবাসঙ্গ পাই, যদি আমার অঙ্গ হয় তাঁরই চরণতলের মৃত্তিকা, স্নানসরোবরের সলিল, দর্পণের জ্যোতি, বীজনের মন্দ পবন, ভ্রমণস্থলীর আকাশ।

মোহনেরই অবস্থা বিশেষ দিব্যোন্মাদ—যাকে নির্দিষ্ট করেছেন রূপগোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণিতে—"ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী" ব'লে—ভ্রমাভা কোনো এক বৈচিত্র্য-সম্পন্না—

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরি ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ।
আপন বিরহ আপন তনু জরজর
জিবইতে ভেল সন্দেহ॥ধ্রু॥
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহিঁ
আধ আধ কহু বানি।
রাধা সঞে যব পুন তহিঁ মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা॥

\
দুহু দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥১৬॥১৫৮৭॥"

—পদকল্পতরু

—হে মাধব! তোমার প্রেম অপূর্ব। সে প্রেমে এমন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটে যে স্বীয় সত্তাকে ভুলে সেই রাধা আপনাকে কখনো মাধব কখনো বা রাধারূপে কল্পনা ক'রে অনুরূপ ভাবে ভ্রান্তিবশত কখনো রাধাবিরহে কখনো বা কৃষ্ণবিরহে নিরন্তর দগ্ধ হ'য়ে আছেন।

রাধাপ্রেমের মহত্ত্বায় বিরহ অবস্থায় আছে নিরন্তর প্রিয়সঙ্গতৃষ্ণা ও আত্মবিস্মৃতি।

সম্ভোগ-শৃঙ্গারের দুটি উদাহরণের মধ্যে প্রথমটি সহস্রধা নিত্য-লীলার অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধিমান্-সম্ভোগব্যঞ্জক—

উদসল কুন্তল-ভারা।
মুরতি শিঙ্গার-লখিমি অবতারা॥
অতিশয় প্রেম-বিকারা।
কামিনি করত পুরুখ বিহারা॥
ডোলত মোতিম হারা।
যামুন-জলে যৈছে সুরধুনী ধারা॥
কুচকুম্ভ পালটল বয়না।
রস-অমিয়া জনু ঢারল ময়না॥
প্রিয়তম নয়ন তহিঁ দেবা।
নবসিন্ধু মাহে জনু রহল চকেবা॥
কঙ্কন কিঙ্কিনি বাজে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥
রসিক শিরোমনি কান।
কবিরঞ্জন রস ভান॥ ১৬॥ ১০৭৮॥

—পদকল্পতরু

উদাস-কুন্তলা প্রেম-বিহ্বলা মূর্তিমতী শৃঙ্গারলক্ষ্মীর এ যেন প্রিয়-পূজা। যমুনায় আবক্ষনিমগ্নার পূজোপকরণের কোনো ত্রুটি নাই আছে দুগ্ধধারা, সুধাপাত্র, জয় জয় রোল, সরসিজ ইত্যাদি।

স্বপ্নাবস্থার যে মিলন সে মিলন গৌণ সম্ভোগের অন্তর্গত। নিদ্রিত অবস্থায় যে স্বাপ্নিক মিলন, গৌণ সম্ভোগের সেটি সাধারণ অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় যে স্বাপ্নিক মিলন ঘটে, তাকে ঠিক দিবাস্বপ্ন ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় না; নিবিড় ভাবৌৎকণ্ঠ্যবশত জাগ্রতস্বপ্নে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আসে, যা তাকে অনির্বচনীয় ক'রে তোলে; মুখ্য সম্ভোগের মত এও অতি বাস্তব। জাগ্রত অবস্থায় অনির্বচনীয় এই স্বাপ্নিক মিলনের পারিভাষিক সংজ্ঞা ভাবোল্লাস। ভাবোল্লাসের মিলন ও মিলনসুখ সম্পূর্ণ আন্তর বা স্ব-ভাবস্থ, বাহ্য নয়।

—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অবহ্ ন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥" ৩॥১৯৯৬।

—পদকল্পতরু

—ধন্য সেই প্রেমের নব নব সৌভাগ্য—যার নিত্য নূতনতায় প্রিয়দর্শন সম্ভাবনাতেও মনে হয়—রজনী সুপ্রভাত, জীবন-যৌবন সফল, গৃহ পূত, দেহ সার্থক—মনে হয় এই সুন্দরী ধরণীও যেন সে সৌভাগ্যের সমতুল্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে না।

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা অনুভব করা চৈতন্যাবতারের প্রথম অভীপ্সা। চৈতন্যাবতারের দ্বিতীয় অভীপ্সা রাধাপ্রণয়াস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণ-মধুরিমা অনুভব করা। মধুরের ভাব মধুরিমা। মধুর উজ্জ্বলাখ্য রস-বিশেষের পর্যায়। উজ্জ্বলরস শৃঙ্গাররসেরই নামান্তর, যে রসকে সাধারণভাবে বলা হয় প্রেম। এ ভাবে মধুরিমার অর্থ দাঁড়ায় প্রেমভাব। কিন্তু মধুরিমা শব্দের এ ব্যাখ্যা কবি-বিবক্ষিত নয়। কেন নয়, সে কথা সহৃদয়গ্রাহ্য। রাধাপ্রেমই এস্থলে প্রধান কথা, কৃষ্ণপ্রেম নয়। অতএব অন্য অর্থ অনুসন্ধেয়।

হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণাখ্য দ্বিতীয় বিভাগে শ্রীকৃষ্ণের গুণনির্ণয়-প্রসঙ্গে শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন—

"মাধুর্যে বেণুরূপয়োঃ"—অর্থাৎ বেণু ও রূপের মাধুর্য।

কৃষ্ণের অদ্ভুত গুণাবলীর মধ্যে বেণু-মাধুর্য ও রূপ-মাধুর্য দুটি গুণ। ঐ বিভাগেই আরেক জায়গায় পৌরুষ-সত্ত্ব-ভেদপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"তন্মাধুর্যং ভবেৎ যত্র চেষ্টাদেঃ স্পৃহণীয়তা"—চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা যেস্থলে সেস্থলে মাধুর্য স্বীকর্তব্য।

সুতরাং বেণু-মাধুর্য, রূপমাধুর্য ও চেষ্টামাধুর্য এই ত্রিবিধ অর্থে মাধুর্য শব্দ গ্রহীতব্য। এগুলি মাধুর্যশব্দের বিশেষ অর্থ। মাধুর্য শব্দের সামান্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি-ব্যঞ্জক গুণাবলী।

বেণুমাধুর্যের উদাহরণ—

—"কে না বাঁশী বাএ বডায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বডায়ি এ গোঠ গোকুলে॥

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন্ ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে ॥
অঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতে কি বা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখী নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে ॥
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥"

বংশী খণ্ড—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

"ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলী-কল-কূজিতঃ"—শ্রীভগবানের অসাধারণ গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ নামক দ্বিতীয় বিভাগে। ত্রিভুবনের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে তাঁর বাঁশীর সুর। সে বাঁশীর সুরে দেহে মনে ব্যাকুলতা, নয়নে নির্ঝর, প্রাণে বিস্মৃতি, অণুতে অণুতে দুর্নিবার গতিবেগের অধীর চাঞ্চল্য, হৃদয়ে আকুল তৃষ্ণা।

রূপ-মাধুর্যের উদাহরণ—

"বিকচ সরোজ ভান মুখমণ্ডল
দিঠি ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরি হাস উগারই
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥

বরণি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীলমনিয়া॥
অঙ্গদবলয় হার মনিকুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনি কলনা।
অভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢরঢর
কালিন্দি জলে যৈছে চন্দকি চলনা॥
কুঞ্চিত-কেশ বেশ কুসুমাবলি
শিরপর শোভে শিখি চান্দকি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহুঁ অপরূপ লাবনি
সকল যুবতি মন পড়ি গেও ফান্দে॥
৩। ২৬৮।"

পদকল্পতরু

"অসমানোর্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ"—শ্রীভগবানের অসাধারণ-গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ নামক দ্বিতীয় বিভাগে। সুন্দর রূপ তাঁর, সে রূপের তুলনায় —ফুল্ল পদ্ম, যুগ্ম খঞ্জন, মেঘের পুঞ্জ, কৃষ্ণ কজ্জল, নী-' মাণিক্য, কুমুদকুঞ্জ, কালিন্দীজল, চন্দ্রচলন—সব কিছুরই প্রয়োজন—সব কিছুই তুচ্ছ।

চেষ্টামাধুর্যের উদাহরণ—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গহিল্লোলে
মদন মুরুছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে॥

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে চায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণে
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়॥" ২১।১৫২॥

—পদকল্পতরু

"সর্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোল-বারিধিঃ" — শ্রীভগবানের অসাধারণ গুণ-শালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ নামক দ্বিতীয় বিভাগে। আনন্দময় সুন্দর ক্রীড়াকে বলে লীলা। ক্রিয়াবিশেষের নাম ক্রীড়া। ভগবৎ-সম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রীড়া, কারণ ভগবৎক্রিয়া মাত্রেই আনন্দময় ও সুন্দর। ক্রীড়ার রূপাভিব্যক্তি সূক্ষ্ম থেকে অতি প্রত্যক্ষ, সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত—কটাক্ষ থেকে কামক্রীড়ায়, জন্ম থেকে মৃত্যুতে, ভোগ থেকে ত্যাগে। সুন্দর তনুর লাবণ্যস্পন্দন থেকে সুরু ক'রে হাস্য-নর্তন, অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ প্রভৃতি সমস্তই ক্রিয়ার মধ্যে—ক্রীড়ার মধ্যে—লীলার মধ্যে।

সামান্য অর্থে আকর্ষণী-শক্তি-ব্যঞ্জক মাধুর্যের উদাহরণ—

"মলুঁ মলুঁ শ্যাম অনুরাগে।
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥
জীতে পাসরিতে নারি বল না কি বুদ্ধি করি
কি শেল রহল মোর বুকে।
বাহির হৈয়া নাহি যায় টানিলে না বাহিরায়
অন্তরে জলয়ে ধিকে ধিকে॥
চরণে চরণ থুঞা অধরে মুরলী লৈয়া
দাঁড়াইয়া তেরছ নয়ানে।
অঙ্গুলী লোলাইয়া শ্যাম কি জানি কি দেখাইল
সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥
কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি মরি।
বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি
গোপতে গুমরি মরি মরি॥"

—কীর্তন পদ।

"অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ"—শ্রীভগবানের অসাধারণ গুণশালিতা সম্বন্ধে বলেছেন শ্রীরূপগোস্বামী হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ নামক বিভাগে। অতুলনীয় মধুর প্রেম তাঁর হৃদয়ে একবার অর্পিত হ'লে কখনো বিস্মৃত হয় না। এক নূতন আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। নিবিড় আনন্দ ও নিবিড় বেদনায় এক অননুভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ রসভারে হৃদয় যেন ফেটে যেতে চায়। মাধুর্যের এই অনুভূতি কবিকর্ণপূর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে একটি শ্লোকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধমৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥"

—বিভুর বপু সুন্দর, মধুর ;—বদন মধুর, হাসিও মধুর—সবকিছুই মধুর, মধুর তাঁর দেহসৌরভ, মধুর তাঁর হাসি—মধুর তাঁর রূপ, মধুর তাঁর সুর, মধুর তাঁর লীলা,—মধুর তাঁর প্রেম।

"সর্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত-প্রিয়-মণ্ডলঃ ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ॥"

তাঁর লীলা-কল্লোল-সমুদ্র অদ্ভুত ও চমৎকার। অতুলনীয় ও মধুর প্রেমে তাঁর প্রিয়মণ্ডল মণ্ডিত। তাঁর কলকুঞ্জিত মুরলী ত্রিজগতের মানসকর্ষী। তাঁর অসমোর্ধ্বরূপশ্রীতে চরাচর বিস্মাপিত—

সনাতন কৃষ্ণ মাধুর্য অমৃতের সিন্ধু।
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত জোৎস্নাভর ॥
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হইতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশ দিক ব্যাপে যার পূর ॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর-মধুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পেয়ে পরিণামে ॥

—মধ্যলীলা চৈঃ চঃ, ২১ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যাবতারের তৃতীয় অভীপ্সা—শ্রীকৃষ্ণমধুরিমাস্বাদজনিত

শ্রীরাধাসুখের অনুভব। এ স্থলে 'মধুরিমা' শব্দটি কোনো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। একটি উদাহরণ রূপানুরাগের—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করব উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুনে ধরম লব লেশ।
নাসিকা সো সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণ-গণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম।
গৃহপতি তরজনে গুরুজন গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস।
তহি এক মনোরথ জানি হয়ে অনরথ
পুছত গোবিন্দ দাস॥১৮।৭২৭।

—পদকল্পতরু

প্রেমের একটি বিশেষ পরিপাক-স্বরূপ যে অনুরাগ প্রিয়জনকে প্রতিক্ষণেই নব নব রূপে অনুভব করায়—তারই একটি অবান্তর ভেদ রূপানুরাগ। যে রূপের মধুরিমায় অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তার আবেদন নব নব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে প্রতিক্ষণেই নব নব। রূপানু-রাগিণীর প্রেমসংবেদন এস্থলে অনুকূল বচন-ভঙ্গিতে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অনুরাগের একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। আক্ষেপানুরাগের একটি উদাহরণ—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিত অনু- রাগ বখানিয়ে
তিল তিল নূতন হোয়॥

জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহো মধু বোল শ্রবণহি সুনল
শ্রুতিপথ পরশ না ভেল।
কত মধু-যামিনি রভস গমাওল
ন বুঝল কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয় জুড়ন ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএতে
লাখে ন মিলল এক॥"

প্রিয়জনের প্রতি প্রতিক্ষণেই নব নব রূপে উদীয়মান প্রেমের পরিপাক বিশেষ অনুরাগ। বচনবিন্যাসের মধ্যে প্রিয়জন ইত্যাদির প্রতি প্রাতিকূল্যের যে একটি আভাস কখনো থাকে, তাতে অনুরাগের আর একটি বিশেষ দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। প্রেমে যে কিছুতেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে না, তার কারণ কি? সে কি পরিপূর্ণ তৃপ্তিদানে প্রেমেরই অসামর্থ্য? কিংবা ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, যার ক্ষুদ্রস্বরূপে মহৎ বস্তু পরিপূর্ণ মহত্তায় বিধৃত হ'য়ে থাকতে পারে না? কিংবা এই অতৃপ্তি অনুরাগেরই স্বাদ-মাধুর্যে নব নব বৈচিত্র্যের কারণ?

এই তিনটি অভীপ্সাপূর্তির উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যের অবতার, বৈষ্ণবেরা একথা বলেন—

সেই রাধার ভাব লৈয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম—নাম, প্রেম কৈল পরচার॥২১৮॥
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥২১৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥"

—আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥১৬৪॥
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥২৬৫॥

—আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥১০৫॥"

—আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

অন্যত্র আছে—চৈতন্যের ভাবোন্মত্ততার বর্ণনা—

জল-যন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥১০৬॥
দেহ কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প সম ॥১০৭॥
কভু স্তব্ধ হৈয়া প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠ সম হস্ত পদ না চলয় ॥১০৮॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন ॥
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥১০৯॥
কভু নেত্রে নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা বহে চন্দ্র-বিম্বে যেন ॥১১০॥

—মধ্যলীলা—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবের কথা বিস্তারিতভাবে আছে অন্ত্য-লীলায়—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রস্নান যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে ॥২৮॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥২৯॥
রাসে রাধা লৈয়া কৃষ্ণ অন্তর্ধান কৈল।
পাছে সখীগন যৈছে চাহি বেড়াইল ॥৩০॥
সেই ভাবাবেগে প্রভু পতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথাতথা ॥৩১॥

—অন্ত্যলীলা—পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

চৈতন্যাবতারের এই দার্শনিকতা বৈষ্ণব পদাবলীতে গৌরচন্দ্রিকায় কিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে—তারই কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীরাধা-প্রণয়-মহিমা-অনুভব—

বিপ্রলম্ভে সামান্য ভাবে মোহনের—

কানু কানু করি কাতরে কাঁদই
কত কত করুণা ছাঁদে।
খনে খনে খরতর খেদ বিষাদ করু
থনমিহ থির নাহি বাঁধে॥
গোকুল গোপ-গেহিনী জনু গোরা
ঘন ঘন ঘোর বিঘটন ঘোষয়ে
নব নব ভাবে বিভোরা॥
চঞ্চল চারু লোচনে বিলোচনে
বিরহিনী ভাব পরচার।
ছল ছল আগে ছাড়ত দীঘ নিশাস
জনু হিয়া ভেল ভারপার॥

ঝর ঝর ঝরত ঝলকে ঝলকে লোর
জনু ভেল ঝামর দেহা।
এ রাধামোহন মনে অনুমানিয়ে
গোরা সনে গোপত নেহা ॥৭॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্ছ্বাস

দিব্যোন্মাদের—

গৌরাঙ্গের ভাব কিছু বুঝান না যায়।
ক্ষণে রাধা রাধা বলি ডাকে উভরায় ॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর্তনাদ করে।
কত মন্দাকিনী ধারা নয়নেতে ঝরে ॥
ক্ষণে কৃষ্ণভাবে গোরা বলে রাই রাই।
ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই ॥
অদভূত ভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ।
দেখি সংকর্ষণ মনে লাগি রহু ধন্দ ॥৪৬॥"

—গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, তৃতীয় উচ্ছ্বাস

সম্ভোগ শৃঙ্গারে—

—সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগব্যঞ্জক

শেষ রজনী মাহা শুতল শচীসুত
ততহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে দুহুঁ নাহি সমুঝই
নয়নহি আনন্দলোর ॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল- নায়ক-কোরহি
নাযরী শয়ন বিভঙ্গ ॥
বাম-চরণ ভুজ পুনঃপুনঃ আগোরই
যাতহি দক্ষিণপাশ।
তৈছন বচন কহত পুনঃ আঁখি মুদি
বচন রসাল সহাস ॥

যাকর ভাবহি প্রকট নন্দ সুত
গৌর বরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে সোই বিহরই
কহ রাধামোহন দাস।।১৩॥

গৌরপদতরঙ্গিণী
পঞ্চম তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্ছ্বাস

গৌণসম্ভোগ-অন্তর্গত—ভাবোল্লাসের

নবদ্বীপ চাঁদের আজি আনন দেখিয়া।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শচীসুত উনমত প্রেমসুখে কয়।
মোর আজি যত সুখ কহনে না যায়।
চিরকাল বিরহজনিত যত তাপ।
সে দুখ নবঘনে দূরে আজি
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥

—গৌরপদতরঙ্গিণী
পঞ্চম তরঙ্গ, পঞ্চম উচ্ছ্বাস

শ্রীরাধা-প্রণয়মহিমাদ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী অনুভব—
বেণুমাধুর্যের—

রামানন্দ স্বরূপের সনে।
বসি গোরা ভাবে মনে মনে॥
চমকি কহয়ে আলি আলি।
খেনে খেনে রহিয়া বাঁশীরে দেয় গালি॥
পুন কহে স্বরূপের পাশে।
বাঁশী মোর জাতি কুল নাশে॥
ধ্বনি কানে পশিয়া রহিল।
বধির সমান মোরে কৈল॥
নরহরি মনে মনে হাসে।
দেখি এই গৌরাঙ্গ বিলাসে॥

গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্ছ্বাস

রূপমাধুর্যের—

কানড় কুসুম হেরি শচীনন্দন
করতলে নখশশী ঝাঁপি।
অন্তভাবে বেকত করত কত অনুরাগ
তনু মন ভুজ উঠে কাঁপি॥
অপরূপ গৌরবিলাস।
যো বরভাব বিভাবিত অন্তর
সোই রতিক পরকাশ॥ধ্রু॥
কি ভীগল সকল কলেবর
বিবরণ দীশই কাঁতি।
নয়নক নীরহি সিঁচল ভূতল
শাঙল মেঘক ভাতি॥
গদগদ কণ্ঠ করত হরি কীর্তন
অদ্ভুত সো পুন অঙ্গ।
রাধামোহন কহ কুহুকে নাচায় জনু
না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ॥১২॥

গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, চতুর্থ উচ্ছ্বাস

চেষ্টামাধুর্যের—

সজনি অপরূপ রূপ দেখসিয়া।
পুরুব পরোক্ষভাব পরতেকে দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
সুগন্ধি চন্দন সাব গন্ধ কবরীর মাল
দোলামোল করে সদা তনু।
কত ফুলশর তায় মধুকর হৈয়া ধায়
ভাবে বিভোর গোরাতনু॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রয় মোহন মুরলী বায়
উভ করি চাঁচর চিকুর।

রাধা রাধা বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে
বলে মুঞি সবার ঠাকুর ॥
জাহ্নবী যমুনা ভ্রম তীরে তরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখাসখীবৃন্দ
বরণখানি কার ভাবে গোরা ॥১০॥

গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, তৃতীয় উচ্ছ্বাস

আকর্ষণী শক্তিব্যঞ্জক সাধারণ মাধুর্যের—

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা।
নয়ানে অঞ্জন হৈয়া লাগি রৈল পারা ॥
জলের ভিতরে ডুবি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা ॥
তেঞি বলি গোরারূপ অমিয়া পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে ॥

কীর্তন-পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণমধুরিমা-অনুভবজনিত-শ্রীরাধাসুখের অনুভব—
রূপানুরাগের—

"আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ বিধু।
পুরব প্রেমরস কহই মধু ॥
ভাব ভরে গদগদ আধ আধ বাণী।
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি ॥
পুলকে হরল তনু পিরীতি রসে।
ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে ॥
আনন্দজলে ডুবে নয়ন রাতা।
রাধামোহন দাসের শরণদাতা ॥"

গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, পঞ্চম উল্লাস

আক্ষেপানুরাগের—

স্বরূপের করে ধরি গোরারায়।
গালি কত পাড়ে শ্যাম বন্ধুয়ায় ॥
সে শঠ লম্পট রতিচোর।
কতনা দুর্গতি করে মোর ॥
কুলমান সকলি নাশিল।
পতিগেহে আনল ভেজাইল ॥
শেষে কালা মোহে পরিহরি।
কেলি করে লৈয়া অন্যনারী ॥
মুই কি হইনু তার পর।
ইহা কহি গৌরহরি কান্দিয়া ফাঁফর ॥
বাসু কহে কি বুঝিব আমি।
যার লাগি কাঁদ পহুঁ সেই ধন তুমি ॥৮।

গৌরপদতরঙ্গিণী
চতুর্থ তরঙ্গ, ষষ্ঠ উল্লাস

এবার পূর্বকথায় ফিরে আসা যাক। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা" —ইত্যাদি শ্লোকটির প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে যে বড় কম নয়, উপরে উদ্ধৃত পদগুলিই তার প্রমাণ। শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এ রটনা কবিকাহিনী মাত্র নয়, দর্শন-সম্মতও বটে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্লোক আছে—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥" ১০।৮।১৩

অন্যত্রও পাই—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥"

মহাভারত, দানধর্ম, ১৪৯ অধ্যায়
বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র

"শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥৩৬॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।"

"দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥"

আদিলীলা চৈঃ চঃ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থাৎ আদিলীলায় চারটি নাম—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, ও চন্দনাঙ্গদী। সুবর্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্তনকারী, হেমাঙ্গ অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি অঙ্গ, বরাঙ্গ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অঙ্গ—ভাগবতী যাঁর তনু এবং চন্দনাঙ্গদী অর্থাৎ চন্দন-অঙ্গদ ভূষণ যাঁর।

শেষ লীলায়ও চারটি নাম—সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ও নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ।

ভাগবতে অন্যস্থলে আছে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"১০।৫।৩২

—মুখে যাঁর কৃষ্ণনাম, অঙ্গ যাঁর গৌর, নিত্যানন্দ-অদ্বৈত যাঁর অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁর উপাঙ্গ, হরিনাম যাঁর অস্ত্র এবং গদাধরাদি যাঁর পার্ষদ—সেই সংকীর্তনপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সংকীর্তন-যজ্ঞের দ্বারা সুমেধা ব্যক্তিরা অর্চনা ক'রে থাকেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলেন, দুয়ের তাদাত্ম্য বোঝাবার জন্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ভিত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি বাক্যে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" এইটিকে মহাবাক্যস্বরূপে নিয়ে বিরুদ্ধ ভাগবত বাক্যগুলিকে পরিহার ক'রে কিংবা অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে। রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তজনকে অনুগ্রহ করার জন্য রাধাকৃষ্ণের মর্ত-

লীলা এবং চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন সেই রাধাকৃষ্ণের লীলারসাস্বাদন। শ্রীচৈতন্যের ভগবত্তায় আস্থাবান্ ভক্তজনেরা এই কারণেই বৈষ্ণব সাহিত্যকে শুধু মাত্র সাহিত্য হিসাবে দেখতে পারেন না। স্বরূপ যাঁর ভাগবত, বাণীও তাঁর ভাগবতী এবং লীলায় তাঁর ভগবত্তা সুপ্রতিষ্ঠিতা। সে বাণী সাহিত্যিকী বাণী হয়েছে কিনা, এ স্পৃহা ভক্তের কোথায়? একদিক দিয়ে যা ছিল কান্তাসম্মিত, তা যখন হ'য়ে উঠল প্রভুসম্মিত, তখন কেমন লেখা হয়েছে, এর চাইতে কে লিখেছে বা কি লেখা হয়েছে এইটেই বড় হ'য়ে দেখা দিল। কথা যদি কৃষ্ণসম্বন্ধিনী হয়, ভক্তি যদি তদনুসারিণী হয়, তাহ'লেই ষোলো আনা পাওয়া গেল, আর কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষার অবকাশ কোথায়? এই খাঁটি বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটি পদে বিশেষরূপে প্রকট হয়েছে—

প্রভু কহে—কোন বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার।
রায় কহে—ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥২৭৯॥
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্ত ব'লে যার হয় খ্যাতি ॥২৫০॥
সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী ॥২৫১॥
দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণ-ভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥২৫২॥
মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণ প্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি ॥২৫৩॥
গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম ॥২৫৪॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥২৫৫॥
কাহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥২৫৬॥

ধ্যান মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ॥২৫৭॥
সব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলা রাস ॥২৫৮॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা কর্ণরসায়ন ॥২৫৯॥
উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥২৬০॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে উপজীব্য ক'রে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা কেবল মাত্র ভক্তিরসিকই ছিলেন না, কাব্যরসিকও ছিলেন। অনুকূল মনোবৃত্তির মধ্য দিয়েই শক্তির বিকাশ ঘটে। কবি যদি ভক্ত হয়, কি ভক্ত যদি কবি হয়, তাহ'লে তৎকৃত কাব্যে ভক্তিও লীলায়িত হ'য়ে ওঠে! ভক্ত কবির রচনায় ভক্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃৎস্পন্দনও অনুভূত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু ভক্তিরসিকেরই লীলাভূমি নয়, কাব্যরসিকেরও প্রাণ-ভূমি।

বৈষ্ণবীয় কাব্য-সৃষ্টি-প্রতিভার কথাপ্রসঙ্গে আরেকটি কথা এসে পড়ে। বৈষ্ণবকাব্য ভক্তের হৃদয়বিলাস মাত্র নয়, সাধনার ইতিহাস।

রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত-রসাস্বাদনে বৈষ্ণবের পরম সুখ। এই সুখ বা আনন্দের চরম অভিব্যক্তি সমাধিতে। ভগবদ্‌ভাবে সমাধিস্থ হওয়া সহজ নয়। হৃদয় যখন প্রেমে ভক্তিতে পরিপূর্ণ, তখন সে কোনো বাহ্যবস্তুর অপেক্ষা রাখে না। সমাধির যে আনন্দ, সে আনন্দ একের আনন্দ। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় এর অনেক উল্লেখ আছে—

চন্দ্রকান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥২৭॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥২৮॥

পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গুণে ॥২৯॥
তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥৩০॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লৈয়া যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায় ॥৩১॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥৩২॥

অন্ত্যলীলা—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

হৃদয় যখন সমাধিস্থ নয়, অথচ রসানুকূল, তখন একেবারে বহির্নিরপেক্ষ হ'য়ে থাকা সম্ভব নয়। কথকতায় বা রসকীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিই। অনুকূল সঙ্গী ও প্রীতিকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে অর্ধজাগ্রত বা সুপ্ত হৃদয়-বৃত্তি আকস্মিক উদ্দীপনা ও আপেক্ষিক পরিপূর্ণতা লাভ করে। হৃদয়ের এই অবস্থাকে লক্ষ্য ক'রে রূপগোস্বামী বলেছেন—

"মহোৎসবাদিবৃত্তেষু সদ্‌গোষ্ঠীতাণ্ডবাদিষু।
জ্বলন্ত্যুল্লাসিনঃ ক্বাপি তে রুক্ষা অপি কর্হিচিৎ।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
দক্ষিণ বিভাগ

সঙ্গীতধ্বনির মত কাব্যকথাও হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনের সহায়ক বা পরিপোষক হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য কাব্যরসাস্বাদনে অতুল আনন্দ লাভ করতেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥৭৭॥

মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

এবং কাব্যামৃতরসাস্বাদে ভাবোন্মত্ত হ'তেন—

রাসলীলার গীতশ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥৫॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥৬॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥৭॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্বমত তার অর্থ করয়ে আপনে ॥৮॥
এই মত রাসলীলার হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক ॥৯॥

অন্ত্যলীলা—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
চৈঃ চঃ

এই যে আনন্দ—এ কিন্তু খাঁটি লৌকিক কাব্যরসানন্দ নয়, এ হচ্ছে ভক্তিরসানন্দ। এর প্রেরণা হৃদয়-বিনোদন নয়, ভগবৎসাধন। এর ফলশ্রুতি শুধু প্রেয়ো নয়, শ্রেয়োও, যাকে বলা হয় আত্যন্তিক শ্রেয়ো। দার্শনিক ভাষায় যা নিঃশ্রেয়স—এস্থলে তাই পরিপূর্ণ প্রেয়োরূপে প্রকটিত হয়।

বৈষ্ণব কবিরা ছিলেন বৈষ্ণব সাধক; জীবন তাঁদের ছিল মরণাবধি ভগবৎ-সাধনার ক্ষেত্র, হৃদয়—ভগবৎবিলাসের পুণ্য পরিসর, প্রচেষ্টা—ভগবদ্ভক্তিবিকাশের অনুকূলমার্গানুগামিনী। প্রাকৃত জনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধকে তাঁরা তুলে ধরেছিলেন অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে। উদ্দীপিত হৃদয়-প্রদীপ দিয়ে তাঁরা গৃহ আলোকিত করতে চাননি, চেয়েছিলেন সুন্দরের মন্দিরে প্রেমের আরতি করতে।

পদাবলীর ভণিতা ও মঞ্জরী-সাধন

এই যে বৈষ্ণবের আরাধ্য-আরাধন বা ভগবদ্ভক্তিরসায়ন—এর জন্য একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে, যার নাম সখিভাব বা মঞ্জরীসাধন। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্যসাধনতত্ত্বে সখি-ভাবে সাধনের কথা বিস্তৃতভাবে আছে। মহাজনপদাবলীতে

ভণিতায় কবির নাম থাকে। এই নামোল্লেখগুলি রচয়িতার কর্তৃস্বাভিমানের পরিচায়ক নয়—এগুলিতে আছে সখিসাধনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, ভক্তমনের আরাধ্য দেবতার লীলারসাস্বাদনের প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ॥২০৪॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর ॥২০৫॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥২০৬॥
সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥২০৭॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুন্দর বস্তুতে অনুরাগ স্বাভাবিক। অনবদ্য গোপীপ্রেমের সখিভাব-লাভের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। সখী-ভাবের কথায় আছে—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥২১১॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটী সুখ পায় ॥২১২॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ-প্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥২১৩॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥২১৪॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোপী-প্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আছে—

সহজ গোপীর প্রেম-নহে প্রাকৃত কাম।
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥২১৯॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য গোপীভাব বর্য ॥২২০॥

এস্থলে সহজ শব্দের অর্থ—যা সাধ্য নয়, সিদ্ধ। সহজ প্রেম= স্বারসিকী প্রীতি বা যে প্রেম স্বাভাবিক। উজ্জ্বল-নীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে স্বভাবের লক্ষণ আছে—

"বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্তিতঃ"—বাইরের হেতুকে যা অপেক্ষা করে না তাই স্বভাব।

"অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে"—যে ভাব অজন্য ও স্বতঃসিদ্ধ—তাই স্বরূপ। স্বাভাবিক প্রেমের সংজ্ঞা স্বরূপ—"স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।"

ললনানিষ্ঠ যে স্বরূপ-প্রেম—তা স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়, গুণ-রূপ-শ্রুতির অপেক্ষা রাখে না।

এই গোপীপ্রেমের অনুরূপা রতি লাভ করা সম্ভব নয়। তবে তদনুসারিণী রতি অলভ্যা নয়। গোপীপ্রেমভক্তি রাগাত্মিকা, তদনুসারিণী রতি রাগানুগা—

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"১৩১॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
পূর্ববিভাগ—দ্বিতীয় লহরী

—ব্রজবাসিজনে প্রকটরূপে বিরাজমানা রাগাত্মিকাকে অনুসরণ করে যে রতি—তারই নাম রাগানুগা।

এ বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সর্ব ত্যজি সে কৃষ্ণ ভজয়॥২২৭॥
রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥২২৫॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রজের অনেক ভাবের মধ্যে যে কোনো একটি ভাব গ্রহণ ক'রে তদনুগামিনী রতির অনুশীলন রাগানুগা ভক্তির মার্গ। ভাবের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ ভাব মধুর ভাব। মধুর ভাবের উপাসনায় যে আনন্দ সে আনন্দের সীমা নেই, এ কথা বৈষ্ণবেরা বলেন। আরো বলেন যে—

সখী বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥২০৮॥
রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥২০৯॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাই সখী-সাধনের চরম কথা বলেছেন—

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥২৩২॥
সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥২৩৩॥
. . . .
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে ॥২৩৪॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই কথাই শ্রীরূপগোস্বামী বলেছেন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥"

পূর্ববিভাগ

—কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণের নিকটস্থিত প্রিয়তম জনগণকে স্মরণ ক'রে ও তাঁদের কথারত হ'য়ে সর্বদা ব্রজে বাস করবে।

সখী-সাধনের কথা নরোত্তমঠাকুরের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বৃহদ্-ভক্তিসার প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে আছে। জীবগোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যেরা এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনাও করেছেন। এঁরা দর্শনে যে আলোচনা করেছেন—তারই অভিব্যক্তি আছে বৈষ্ণব কাব্যে। মহাজনপদাবলীতে রচয়িতার যে ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে রচনাকর্তৃত্বের অভিমান নেই, আছে রাধাকৃষ্ণলীলা-মৃতরসাস্বাদনাতুর ভক্তের স্ব-ভাবোক্তি বা ধ্যান-ধারণা।

উদাহরণ—

পদটি খণ্ডিতার, পদকার শশিশেখর—

আওত পরবঞ্চক শঠ নাগর শতঘরিয়া।
রমণীপদ-যাবক পরিসর বক্ষসি ধরিয়া॥
নীলাম্বর পরিহিত কটি লম্বিত পদ আগে।
অরুণাধর দশনক্ষত ভুজ কঙ্কন দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধমুদিত অলসে।
ভালোপরি সিন্দুরবর কজ্জল সহ বিলসে॥
যা যা সখি বারহ মঝু নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখনে উঠি শশিশেখর ধাওয়ে।

পদামৃতমাধুরী,
দ্বিতীয় খণ্ড

পদটি অন্যনারীসম্ভোগচিহ্নদূষিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণকে প্রভাতকালে দেখে সারা নিশি বৃথা প্রতীক্ষমাণা কোপবতী রাধিকার উক্তি। শ্রীরাধা যখন সঙ্গিনীকে ডেকে বললেন—"ছুটে যা সখি! ও যেন আমার কাছে না আসে"—তখন যিনি শোনামাত্র ছুটলেন, তিনিই পদকার শেখর—

যা যা সখি বারহ মঝু নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি তৈখনে উঠি শশিশেখর ধাওয়ে।

আরেকটি উদাহরণ—

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
আলুয়া আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাশরি
পরাণ নাথের কোরে॥
সখি! হের দেখসিয়া যা।
নিন্দ যায় ধনী চাঁদবদনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসনভূষা।

নিশাসে তুলিছে নাশার বেসর
হাসিখানি তাহে মিশা।
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভনে॥

পদামৃতমাধুরী—মহারাস

পদটি একটি সখীকে সম্বোধন ক'রে আরেকটি সখীর উক্তি। কিন্তু পদকার জগন্নাথ দাসও নীরব নন, তিনি বলছেন, "তোমরা কলরব ক'রো না—'ধীরি করি বোল্, না করিহ রোল'—কারণ হয়তো তাতে নিদ্রাভঙ্গ হবে! হয়তো তাহ'লে নাশার বেসর চুরি করা যাবে না। শ্রীরাধিকার নিদ্রালীলা ও শ্রীকৃষ্ণের নাসাভরণহরণলীলা—এ দুটি লীলারই রসিক জগন্নাথ দাস।

নিত্যলীলার অবান্তরভেদ প্রসঙ্গে লীলাচৌর্যের কথা আছে—"লীলয়া চৌর্যম্"—

"তে তু সন্দর্শনং জল্পঃ স্পর্শনং বর্ত্মরোধনম্।
রাসবৃন্দাবনক্রীড়াযমুনাদ্যম্বুকেলয়ঃ॥
নৌখেলা লীলয়া চৌর্যং ঘট্টকুঞ্জাদিলীনতা॥
মধুপানং বধূবেশধৃতিঃ কপটসুপ্ততা॥
দ্যূতক্রীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুম্বাশ্লেষৌ নখার্পণম্।
বিম্বাধরসুধাপানং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ॥"

উজ্জ্বলনীলমণি

সম্প্রয়োগ বলতে বোঝায় সন্দর্শন, জল্প, স্পর্শন, বর্ত্মরোধন, রাস, বৃন্দাবনক্রীড়া, যমুনাদিজলকেলি, নৌখেলা, লীলাচৌর্য, ঘাটে বা কুঞ্জে লুকিয়ে থাকা, মধুপান, স্ত্রীবেশ ধারণ, কপটনিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্রাকর্ষণ, চুম্বন, আশ্লেষ, নখার্পণ, বিম্বাধরসুধাপান ইত্যাদি।

আরেকটি উদাহরণ—

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর।
বাঁশী নিশাসে গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবনক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনু কেহ॥
গুরুজন সমুখই ভাব-তরঙ্গ।
যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।
দৈবে সে বিধি আজু রাখল লাজ॥
তনুমন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ॥
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥

পদকল্পতরু

পদটিতে বাঁশীর দুর্ললিত ব্যবহারের কাহিনীর বিবৃতি আছে। সহসা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে গুরুজনের মধ্যে আসীনা শ্রীরাধার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠল। ভাবতরঙ্গ রোধের প্রচেষ্টার বিবৃতি শুনে বিদ্যাপতি নির্বাক্। শ্রীরাধা বললেন কাকে? সখীকে না বিদ্যাপতিকে? নির্বাক্ কেন—বাঁশীর দুর্লালিত্যে না রাধার ভাবলালিত্যে?

এইভাবে প্রত্যেকটি পদ দেখলেই স্পষ্ট হবে যে মহাজনপদাবলীব মহাজনদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পাঠকসম্প্রদায়ও রসাস্বাদন করতে চান। কাজেই ভক্ত যখন পদাবলীর রসগ্রহণ করেন, তখন ভক্তির কথাটাই বড় হ'য়ে ওঠে, সাহিত্যের কথা নয়, অর্থাৎ সাহিত্য সেখানে গৌণ, ভক্তিই মুখ্য। এটা কিন্তু সাহিত্যরসাস্বাদনের অনুকূল যথার্থ দৃগ্‌ভঙ্গি নয়, কেননা এ শ্রেণীর রসচর্বণা সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষেই সম্ভব, সাহিত্যরসিক সামান্যের পক্ষে নয়।

তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক, যে শ্রেণীর পাঠকসম্প্রদায় বৈষ্ণব

সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে সাধারণ নরনারীঘটিত প্রেমের প্রতীক হিসাবে নিয়ে থাকেন, তাঁরা বৈষ্ণবকাব্যের মাধুর্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অনেকটাই বঞ্চিত হন। কথাটা আরেকটু স্পষ্ট ক'রে বলছি।

বৈষ্ণব কাব্যের মাধুর্য এমন যে অনেক অবৈষ্ণব রসজ্ঞ-জনও সে কাব্য পাঠ ক'রে থাকেন এবং আনন্দ পান। তাঁরা ভক্ত নন, সুতরাং ভক্তিরসের স্ফূর্তিঘটিত আনন্দের কথা ওঠে না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনীকে তাঁরা সাধারণ নরনারীঘটিত প্রেমকাহিনীর প্রতীক ব'লে মনে করেন। রাধাকৃষ্ণ তাঁদের কাছে শাশ্বত নায়ক-নায়িকার প্রতীক কল্পনা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। বর্তমান কালের পাঠকসম্প্রদায়ের অধিকাংশই এই গোষ্ঠীর যদিও এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও যথোচিত নয়।

যুগের রুচি ও ভাবসংস্কার

এক এক যুগের আবহাওয়া ও বৈশিষ্ট্য যেমন সে যুগের সৃষ্টিতেও আনে বৈশিষ্ট্য, তেমনি সে যুগের রুচিতেও আনে বৈশিষ্ট্য। যুগদেবতাই যেন একহাতে সৃষ্টি করেন কাব্য, আরেক হাতে সৃষ্টি করেন রসিক। রসিক-চিত্ত তার প্রাক্তন সংস্কার ও বর্তমান রুচি নিয়ে স্বচ্ছন্দেই সে কাব্যের রসাস্বাদন ক'রে থাকে। অনুকূলা রুচি তার ঔচিত্য নিয়ে বা বাধাকে পীড়া দেয় না। বৈষ্ণব যুগের আবহাওয়ায় যে সব বৈষ্ণব কাব্য গ্রথিত হয়েছিল, সে সব কাব্যে বর্ণিত কোনো বিষয়-বস্তুই সে যুগের পাঠকের চিত্তকে পীড়িত করেনি, সংস্কারকে নিন্দিত বা রুচিকে আহত করেনি। কিন্তু এ যুগের পাঠকসম্প্রদায়কে অনেক সময় তা ক'রে থাকে, কেননা এ যুগের হাওয়া বদলে গেছে।

সংস্কার ও রুচিকে আমি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি, তার কারণ সংস্কার অনেক গভীর। অনুভূতি থেকে সংস্কারের উদ্ভব, রুচির উদ্ভব শিক্ষা থেকে। সংস্কারে বিধৃত থাকে পূর্ব পূর্ব অনুভূতির ছাপ, রুচিতে থাকে শিক্ষার ছাপ। সংস্কারের মূল স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, যা সম্পূর্ণ সহজাত। চিত্তবৃত্তিগুলি ভালোও নয়, মন্দও নয়! স্বরূপত কোনো কিছুই ভালোও নয় মন্দও নয়,—ভালো-মন্দ হয় শুধু

ব্যবহারে বা বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার সম্পূর্ণ-রূপে আপেক্ষিক। সংস্কারের শিকড় আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের মূলে মূলে চারিয়ে গেছে, তাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। দার্শনিকেরা বলেন—জীবন্মুক্ত পুরুষেরও বাসনা সংস্কার থাকে, তবে দগ্ধবীজের মত ফলপ্রসূ হয় না—এইমাত্র, কিন্তু পরব্রহ্মলীন না হওয়া পর্যন্ত সংস্কার থেকে মুক্তি নেই। রুচি সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না, রুচিকে মানুষে সহজেই বদলে ফেলতে পারে, কেননা তা অত্যন্ত উপরের জিনিস, সহজাত নয়। এই রুচিই ঔচিত্যবোধের কারণ। এইজন্য সংস্কারের মূলস্বরূপ অনুভূতি বা চিত্তবৃত্তিগুলিকে যেমন নাম ক'রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ঔচিত্যকে তা যায় না। ঔচিত্যবোধ যুগে যুগে দেশে দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক্। চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা বলা যায় না। সেগুলি সর্বসাধারণ। অনুভূতির বা চিত্তবৃত্তির স্বরূপলক্ষণ আছে, ঔচিত্যের শুধু তটস্থ।

রুচি যে ঔচিত্য-বোধের কারণ—এ কথাই ঠিক। অনেকে অবশ্য বলতে পারেন যে ঔচিত্যই প্রথমে রুচি পরে অর্থাৎ ঔচিত্য থাকলেই রুচি হয়, তাঁদের কথা সম্ভবত ঠিক নাও হ'তে পারে। কেননা শিক্ষা ও মার্জনায় মানুষের মন তৈরি হ'য়ে বিশেষ বিশেষ রুচি জন্মালে তার প্রতিকূল বা অনুকূল বস্তুতে ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধ সম্ভব হয়।

রুচি ও সংস্কার যে এক বস্তু নয়—এ কথা ঠিক। এই কারণেই রসবোধে রুচি ও সংস্কারের স্থান এক নয়, প্রভাবও সমান নয়। বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং ভাবগ্রাহিতার ব্যাপ্তিতে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ রুচিকে উত্তীর্ণ হ'য়ে চিরকালই রসিকচিত্ত পৌঁচেছে উদ্বোধিতসংস্কার রসের ক্ষেত্রে। অন্যথায় এক যুগের লেখা তার সমস্ত ঔচিত্য নিয়ে আরেক যুগের চিত্তবিনোদন করতে পারত না, তার ঔচিত্যবোধকে আঘাত না দিয়ে। বর্তমান যুগের পাঠকসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা তাঁদের রুচি দিয়ে পূর্ণভাবে বৈষ্ণব-কাব্যের রসাস্বাদন করতে চাইবেন—তাঁরা নিশ্চয়ই হতাশ হবেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকে এমন কথাও বলেন যে বৈষ্ণবকাব্যে এমন অনেক পদাবলী আছে যা চিত্তকে বিমুখ করে। বৈমুখ্যের কারণ অশ্লীলতা। অশ্লীলতা-দোষের জন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরও অনেকের কাছে পরিত্যক্ত হয়েছে। বিদ্যাপতির 'বিগলিত-চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল" কিংবা ভারতচন্দ্রের "মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে"—ইত্যাদি পংক্তি তাঁদের কাছে অশ্লীল ব'লে মনে হবে, কারণ দুটিরই বর্ণনীয় বিষয়বস্তু সম্ভোগ-শৃঙ্গারাত্মক বিপরীতবিহার।

উদাহরণ দুটি যথাক্রমে—

বিগলিত-চিকুর- মিলিত-মুখ মণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘন মালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা।
সুন্দরি তুয় মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা।
কিঙ্কিনি কিনি কিনি কঙ্কন কন কন
কলরব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তাহে এক জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক
যামুনে মীলল গঙ্গ তরঙ্গ॥ ১৭ ॥ ১০৯ ॥

পদকল্প—

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িলা প্রেম তরঙ্গে॥
আলু আলু লাজে করবী খসি।
মেঘের আড়ে লুকায় শশী॥

লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥ ইত্যাদি

বিদ্যাসুন্দর

পূর্বেই বলেছি, স্বরূপত কোনো বস্তুই ভালোও নয়, মন্দও নয়, ভালোমন্দ-বিচার সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। স্ত্রীপুরুষের মিলন বা মিলন-বর্ণনা চিরদিনই ঈপ্সিত হ'য়ে আছে, কাব্যেও সমাদৃত হয়েছে। তাতে যে আনন্দ আছে, ভালো লেগেছে—একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। সর্বশ্রেণীর রতি-চেষ্টাই শৃঙ্গার-রসের অনুভাব। অনুভাব স্বরূপত ভালোও নয়, মন্দও নয়। ভালো-মন্দ হয় তখনই যখন সে অন্য কিছুর সূচক হয়। পাখি যে আকাশে ওড়ে, মাছ জলে সাঁতার কাটে, সরীসৃপ বুকে হাটে—এ সবের সম্বন্ধে যেমন ভালো-মন্দ প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি বাহুর আন্দোলন, নয়নের কটাক্ষ-পাত, গুণ্ঠনের উন্মোচন এগুলিও বাহ্যক্রিয়াস্বরূপ মাত্র—এগুলি সম্বন্ধেও ভালো-মন্দ প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। এ প্রশ্ন উঠতে পারে তখনই যখন সে সব অন্য কিছুর সূচক হয়। অনুভাব যখন স্থায়ী বা ব্যভিচারীর ব্যঞ্জক হিসাবে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে, তখন সে সর্বথাই আদরণীয়। বিপরীত বিহার সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গার-রসের অনুভাব বিশেষ। ঐ অনুভাব সম্ভোগশৃঙ্গারকে পরিপূর্ণভাবে ব্যঞ্জিত করছে। এস্থলে রতিটিই প্রধান বস্তু, বিহারক্রিয়া ব্যঞ্জকমাত্র, অর্থাৎ রসই ব্যঙ্গ্য ও প্রধান, অনুভাব ব্যঞ্জক ও গৌণ। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত ঐ কাব্যাংশ দুটির বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো অশ্লীলতাই নেই।

প্রমাণ সহৃদয়সংবেদন। সহৃদয় শব্দটি আলঙ্কারিকেরা পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। "হৃদয় আছে যার, সেই সহৃদয়"—এ অর্থ হ'লে সকলেই সহৃদয় হ'তে পারত, বাচ্য বা লক্ষ্য যে অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হোক না কেন। সহৃদয় শব্দের অর্থ "(সমানং) হৃদয়ং যস্য স

সহৃদয়ঃ”—কাব্য-পুরুষের সঙ্গে যখন রসিক পুরুষের একাত্মতা জন্মায়, তখন সেই রসিকের পর্যায় হয় সহৃদয়। এই সহৃদয়কে লক্ষ্য ক'রেই ভবভূতি বলেছিলেন—“উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা”—ধর্ম সমান না হ'লে ধর্মিদ্বয়ের একাত্মতা আসবে কি ক'রে? আর ধর্ম সমান হবে তখনই যখন চিত্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে সত্ত্বে। সত্ত্ব চিত্তের স্বচ্ছ অবস্থা; রজোগুণের চাঞ্চল্য বা তমোগুণের গুরুত্ব পরিত্যক্ত হ'য়ে সত্ত্বের লঘুত্ব ও প্রকাশকত্ব চিত্তে আবির্ভূত হ'লে চিত্ত অন্যের ধর্ম গ্রহণ করবার পরিপূর্ণ অধিকারী হয়। স্রোতস্বিনীর স্রোতে যতক্ষণ তরঙ্গের চাঞ্চল্য ও পঙ্কের ক্লেদ থাকে, ততক্ষণ তা আকাশের স্বচ্ছ নীলিমাকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে না। আকাশের ধর্ম সে ধারণ করতে পারে না। পঙ্ক ও চাঞ্চল্য তিরোহিত হ'য়ে স্রোত যখন হয় স্থির ও স্বচ্ছ, তখনই তাতে আকাশ তার সূর্য চন্দ্র তারকার সমস্ত আলোকমহিমা নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়। উদ্বুদ্ধসত্ত্ব চিত্তেই রস প্রকাশিত হয় তার বিভাবাদি-উদ্দীপিত স্থায়িভাবের বিচিত্র ঐশ্বর্য নিয়ে। রসের প্রকৃত স্বাদ আনন্দ, বিভাবাদিসহকৃত স্থায়িভাব তাতে কিছু বৈচিত্র্য আনে মাত্র। রস-সমাকুল রসিকচিত্তের কাছে সব এই আনন্দের আবেদন একান্ত হ'য়ে ওঠে তখন, যখন বহির্জ্ঞান তিরোহিত হয়—মম্মটের ভাষায়—“পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন্, অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ, ব্রহ্মাস্বাদমিব অনুভাবয়ন্”—

কাব্যপ্রকাশ—চতুর্থ উল্লাস

বহির্জ্ঞান তিরোহিত হ'লে চিত্ত বিকসিত হ'য়ে ওঠে শতদলের মত। অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিগুলি শত পর্ণের মত র. সূর্যাংশুস্পর্শভাক্ হ'য়ে অভিনব রূপান্তর গ্রহণ করে। রসিকচিত্তের কাছে রসের আত্মপ্রকাশই রসের সহৃদয়সংবেদন অর্থাৎ সহৃদয়ের কাছে রসের স্ব-সংবেদন। আর সহৃদয়ের কাছে রসের সংবেদনটাই বড় কথা, বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারি-ভাবের কথা বড় নয়। তাই রসানুভূতি যেখানে, সেখানে

প্রত্যক্ষ অনুভাবের শ্লীলতা-অশ্লীলতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কেননা অনুভাবের অস্তিত্ব একমাত্র সূচক হিসাবে। সূচিত বস্তু যদি বরণীয় হয়, তবে সূচক বস্তুও হবে গ্রহণীয়।

কেউ কেউ হয়তো এমন কথা বলতে পারেন—উপরে উদ্ধৃত কাব্যাংশ দুটির বিষয়-বস্তু এক নয়—"বিগলিত-চিকুর-মিলিত-মুখ-মণ্ডল"—ইত্যাদি পদের বিষয়বস্তু অপার্থিব ভগবৎপ্রেম, আর "মাতিল বিপা বিপরীত রঙ্গে" ইত্যাদি পদ্যের বিষয়-বস্তু পার্থিব লৌকিক কাম, সুতরাং দুটির আস্বাদ এক নয়। সত্য—কিন্তু আংশিকভাবে। প্রেমে আনন্দ আছে, কামেও আনন্দ আছে, রসের আনন্দাংশে দুটিই এক, উপাধি-অংশে বিভিন্ন। প্রেমের বিভাবাদি অপার্থিব, কামের বিভাবাদি পার্থিব। বিভাবাদির বৈচিত্র্যে রসের স্বাদবৈচিত্র্য আসে বটে, কিন্তু আনন্দের স্বভাব এক। আনন্দ হচ্ছে আনন্দ,—তার কোনো জাত নেই। বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে অতি তুচ্ছ নগণ্য বস্তুর আহরণ, গ্রহণ, পান বা ভোজনেও যে আনন্দ আছে, মাত্র সেই আনন্দ-অংশেই তা অলৌকিক, অপার্থিব। একথা পঞ্চদশীর আনন্দ-পরিচ্ছেদে আছে।

আনন্দ আস্বাদনের ঠিক মুহূর্তটিতে চিত্ত হয় অন্তর্মুখী। কামে যে আনন্দ—সে আনন্দও আনন্দ-মাত্র অংশে অলৌকিক, অপার্থিব। আনন্দের স্বাদ এক—তাতে কোনো ভেজাল চলে না—"ভাবের ঘরে চুরি চলে না।" চাঁদের আলো সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট প্রখর সত্য ও স্বয়ংসিদ্ধ নয়। তার আলো সূর্যের কাছে ধার-করা আলো, তাতে কোনো কিছুর বর্ণ বা রূপ সত্যভাবে উদ্ভাসিত হয় না, একটা মোহময় আবেশের সৃষ্টি করে মাত্র, জীবনীশক্তির তাপ তাতে নেই—ঠিক কথা। চাঁদের আলো চাঁদের নয়, অধিকার তার মিথ্যা, তবু আলো তো মিথ্যা নয়। আলো যতটুকুই হোক না কেন, ততটুকুই সত্য। কামকে যতই পার্থিব বলা হোক না, প্রেমকে যতই অপার্থিব বলা হোক না, তবুও দুটির মধ্যে এক জায়গায়

সাজাত্য আছে, সে সাজাত্য আনন্দের। আনন্দ যদি না থাকত তবে কামকেই বা গ্রহণ করত কে? আনন্দ যদি না থাকত বাঁচতে চাইত কে—"কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"? আনন্দই রসের স্বরূপ—রসানুভূতি ও আনন্দানুভূতি এক বস্তু। রস দিব্যসত্তা। সমস্ত আনন্দের মধ্যেই এই দিব্যসত্তা অনুস্যূত হ'য়ে আছে। দিব্য-সত্তার স্পর্শে চিত্তে আনন্দ হয়—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

কামের মধ্যেও এই দিব্য-সত্তার অস্তিত্ব বৈষ্ণব গ্রন্থেই আছে—

"আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

ব্রহ্মসংহিতা

—যাঁর আনন্দচিন্ময়সত্তা প্রাণিগণের চিত্তে প্রতিফলিত হ'য়ে স্মররূপে অবলীলায় অজস্র ভুবন জয় করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।

সুতরাং কামের মধ্যেও প্রেমের স্পর্শ আছে। কামাচরণের বর্ণনাতেও কিছু অশ্লীলতা নেই, যদি তা রসসৃষ্টির অনুকূল হ'য়ে থাকে।

তাই আবার একথা স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে—আধুনিক পাঠক-গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের বৈষ্ণব-কাব্যকে অনেক স্থলেই অশ্লীল ব'লে মনে হয়, তাঁদের সম্বন্ধে এই কথাই মনে হয়, রুচিকে তাঁরা বড় বেশী সমাদর দিয়েছেন। সহৃদয়তার যে ব্যাপ্তিতে মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠে সে ব্যাপ্তি তাঁদের নেই; সহৃদয়তার যে গভীরতায় ভাবের মণিমুক্তা লুকানো থাকে, সে গভীরে—সে অতলে ডুব দেবার শক্তি বা সাহসও তাঁদের নেই। যিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির দৈন্য নিয়ে সাহিত্য-

ভোজের আসরে রবাহূত হ'য়ে আসেন, সাহিত্যরসরসিকের পানগোষ্ঠীতে সমাদর পেতে পারেন না তিনি।

রাগানুগাভক্তিরসাস্বাদ্য পদাবলীর রসাস্বাদনের এই দিকটি সম্বন্ধে পাঠকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আরও একটি কথা আছে। অনেকে রাধাকৃষ্ণগত-প্রেমকে আত্ম-পরমাত্ম-প্রেমের প্রতীক রূপে দেখে থাকেন। তাঁদের মতে আত্মার অর্থ জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু এঁদের এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুমত নয় কারণ রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রকারবিশেষ। জীবাত্মা তটস্থা শক্তি এবং পরমাত্মা বলতে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বোঝায়। হ্লাদিনী শক্তি ও তটস্থা শক্তি এক নয়।

রাগাত্মিকা ভক্তিরস

বৈষ্ণবীয় অলৌকিক রসের পরা কাষ্ঠা বৈষ্ণবীয় প্রেমরস। প্রেমরস শৃঙ্গাররসের পর্যায় নয়। বৈষ্ণবীয় রস-সিদ্ধান্তে প্রেমরস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে।

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায়রামানন্দ-শ্রীচৈতন্যসংবাদে শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে বলছেন—"রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসজ্ঞানে তুমি সীমা"—এস্থলে প্রেমরস শব্দটি বিশেষ-ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

প্রেমরস রসের পরম পরিপাক। রসের অন্যান্য পরিপাকগুলির কথা না আলোচিত হ'লে প্রেমরসের স্বরূপ স্পষ্ট হবে না ব'লে বিস্তারিতভাবেই সেগুলিরও আলোচনা করা প্রয়োজন।

দক্ষিণ ভ্রমণের সময় রায় রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ গোদাবরীতীরে—

প্রভু মনে জানিলা এই রামানন্দ রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়। ১৭॥
তথাপি ধৈর্য ধরি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ ১৭॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথোপকথন আলাপ-আলোচনার পর একদিন—

সকাম বৈধী ভক্তি

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু-ভক্তি হয়॥ ৫৭॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

শাস্ত্র-শাসন-বশত বৈধী ভক্তির উদ্ভব—"প্রবৃত্তিরুপজায়তে শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য"। ধর্মাচরণ শাস্ত্রের বিধান, ধর্মাচরণের ফলশ্রুতি আছে, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত ধর্মাচরণ সকাম বৈধী ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। সকাম বৈধী ভক্তির দ্বারা ভগবদ্-আরাধনার বিধান আছে—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥" ৩।৮।৯

—সেই পরম পুরুষ বর্ণাশ্রমাচারী জনকর্তৃক উপাসিত হ'য়ে থাকেন,—বিষ্ণুকে তুষ্ট করার আর কোনো পন্থা নাই।

নিষ্কাম বৈধী ভক্তি

বৈধী ভক্তিতে সকাম সাধনের চেয়ে নিষ্কাম সাধন মহত্তর, কারণ সকামে ফলস্পৃহ চিত্ত থাকে বহির্মুখী, নিষ্কামে হয় অন্তর্মুখী। সমস্ত ধর্মাচরণ তখনও থাকে—কিন্তু তার ফলশ্রুতি থাকে না। আত্মসমর্পণ হয় তখন প্রধান কথা। গীতায় আছে—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ৯।২৭।

—যা কর, খাও, আহুতি দাও, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

ধর্মাচরণশূন্য ভক্তি

এই যে সকাম বা নিষ্কাম আরাধনা—এই দুয়েতেই ধর্মপালনের প্রেরণা আছে, ফলাকাঙ্ক্ষা থাক বা না থাক। ধর্ম-পালনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, ভগবদ্-আরাধনার গোড়াতেই চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। চিত্তপ্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী, সেগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে গেলে বহিঃপ্রবণতাকে গোড়াতে বাদ দেয়া যায় না—তাই চিত্তশুদ্ধির প্রথম অবস্থায় ধর্মাচরণের ফলশ্রুতি আছে। দ্বিতীয় অবস্থায় বহির্মুখী চিত্ত হয়েছে অন্তর্মুখী, বাইরের কোনো উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণার কোনো প্রয়োজন নেই তার। সকল ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে সেই একমাত্র দিব্যসত্তার কাছে আত্মসমর্পণই তার একমাত্র লক্ষ্য। ফলনিস্পৃহ চিত্ত যখন এইভাবে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তখন আর ধর্মাচরণের কোনো স্পৃহা বা প্রয়োজন থাকে না। এই সময়েই ঘটে স্বধর্মত্যাগ।

শুদ্ধচিত্ত পুরুষ দিব্যসত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সম্যক অবধারণ হয়। ঈশ্বরের মহত্তা, বিভুত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব, বা

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি

অন্তর্যামিত্ব, সর্বকর্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞান যে ভক্তিতে মিশ্রিত থাকে তাকেই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। এই কথাই বলেছেন চৈতন্যচরিতকার মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদে—

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার ॥ ৬১ ॥
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার। ৬৭।

কিন্তু ঈশ্বরকে জানা এবং ভালবাসা—দুই এক নয়। শুধু জানার চেয়ে আপন ব'লে জানাটাই আরো গভীরভাবে জানা। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তাই ভক্তি সম্বন্ধে শেষ কথা নয়। তিনি বিভু, তিনি প্রভু, তিনি অন্তর্যামী, তিনি জগৎস্রষ্টা, এর চেয়ে তিনি আমার প্রিয়, তিনি আমার আপনজন—এই ভাবই কাম্যতর।

জ্ঞানশূন্যা বা শুদ্ধা ভক্তি

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি থেকে প্রেমভক্তিতে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে চিত্তকে ঐশ্বর্য-জ্ঞান-বিনির্মুক্ত করতে হবে। ঐশ্বর্য-জ্ঞান-বিনির্মুক্তা ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি বলা হয়। শুদ্ধা ভক্তিই প্রেমভক্তির সিংহদ্বার। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে যে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি মহত্তর, তার কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে ভজনা করে তত্ত্বান্বেষী মন, জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে লীলারসেচ্ছু চিত্ত। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নিয়ে আসে মুক্তি, কিন্তু জ্ঞানশূন্যা ভক্তি আনে প্রেম। আর ভক্তির শেষ কথা মুক্তি নয়, প্রেম।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ॥
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ

—আত্যন্তিক ভক্তিযোগের ভক্ত আমার সেবাকে বর্জন ক'রে

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য বা সারূপ্য—কোনো মুক্তিই দিলেও গ্রহণ করে না।

"শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবানির্বৃতচেতসাম্।
এষাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ

—শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মসেবায় চিত্ত যাদের নিষণ্ণ, তাদের মোক্ষে কোনো স্পৃহা থাকে না।

"ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিৎ চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥"

ভাবার্থ-দীপিকা

—কৃতী ব্যক্তিগণ মহানন্দে ভগবৎ-কথামৃতসাগরে বিহার করেন ব'লে চতুর্বর্গকে তৃণের মত জ্ঞান ক'রে থাকেন।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে জ্ঞান-শব্দে পূর্ণজ্ঞান বিবক্ষিত নয়। কারণ পূর্ণজ্ঞান যেখানে, সেখানে ভক্তি নেই। পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বমসি বা সোঽহং জ্ঞান। জীব ও ব্রহ্ম যে স্থলে অভিন্ন, সে স্থলে ভক্তির প্রশ্ন ওঠে না।

প্রেমভক্তি

শুদ্ধা ভক্তির পরেই আসে প্রেমভক্তির কথা। ভক্তিভাব বা কৃষ্ণরতি ভাবের প্রগাঢ়তায় কৃষ্ণপ্রেম বা ভক্তিরসে রূপান্তর গ্রহণ করে,—"স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা"।

রতি দার্ঢ্য প্রাপ্ত না হ'লে প্রেমপদবাচ্য হয় না। প্রেমভক্তিরসের প্রথম তরঙ্গ শান্তরস। প্রেমভক্তির পূর্বে ভক্তির যে বিভিন্ন বিকাশ ঘটে তাকে কৃষ্ণরতি বা ভক্তিভাব মাত্র বলা উচিত। রসের আরম্ভ শান্ত থেকে। ভক্তিরস বা প্রেমভক্তি একই কথা।

রতি ও প্রেমের এই পার্থক্য বৈষ্ণবীয় পরিভাষায়। শ্রীরূপ-গোস্বামীর পূর্বে পারিভাষিক শব্দ-হিসাবে এগুলি সম্ভবত ব্যবহৃত হয়নি। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সাধারণ প্রীতি-অর্থে প্রেমশব্দের ব্যবহার আছে—

"ততো মহীপতিঃ প্রীতঃ সর্বকামদুঘাং পৃথুঃ।
দুহিতৃত্বে চকারেমাং প্রেম্ণা দুহিতৃবৎসলঃ॥"৪।১৮।২৮

—তখন প্রীত মহীপতি পৃথু সেই সর্বকামদুঘাকে দুহিতৃবৎসলতা-প্রযুক্ত প্রেমবশত দুহিতারূপে গ্রহণ করলেন।

এস্থলে প্রেম শব্দের অর্থ কন্যার প্রতি স্নেহ বা প্রীতি।

"ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং
শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণ্যবিমূঢ়ধীর্গৃহান্
প্রেম্ণাত্মনো যোঽর্ধমদাৎ সতাং প্রিয়॥" ৪।৪।৩

—"যঃ প্রীত্যা তস্যৈ আত্মনো দেহস্যার্ধমদাৎ"—শ্রীধরস্বামীর টীকা

—তখন সতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শোকে ও রোষে ভিদ্যমান হৃদয় নিয়ে, সজ্জনপ্রিয় যিনি প্রেমে আপনার অর্ধেক স্ত্রীকে দান করেছিলেন—সেই শিবকে, স্ত্রীজনোচিত বিমূঢ়বুদ্ধিবশত ত্যাগ করে পিতৃগৃহে গমন করলেন।

—যিনি প্রীতিবশত তাঁকে আপন দেহের অর্ধেক দান করেছিলেন। এস্থলে প্রীতি শব্দের অর্থ প্রেম—দাম্পত্য প্রেম।

পরবর্তী কালে প্রৌঢ় রতিভাব প্রেম নামে অভিহিত হয়েছে। রতি একটি স্থায়িভাব এবং প্রেম একটি রস। প্রেমের লক্ষণ দিয়েছেন শ্রীরূপগোস্বামী—'সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে"—ধ্বংসের কারণসত্ত্বেও সর্বথা ধ্বংসরহিত এই প্রেম।

ধ্বংস হবার কারণ আছে, অথচ তার ধ্বংস নেই—এর মধ্যে একটি গভীর ব্যঞ্জনা আছে। এই পৃথিবীতে ভালবাসার যে বন্ধন তার মধ্যে আদানপ্রদানের অংশ ও অভাবপূরণের অভীপ্সা আছেই। তাছাড়া আছে অভিযোগ, সংশয়, ঈর্ষা, ভয় ইত্যাদি। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় আধারানুযায়ী ভাব-বন্ধনের কিছু না কিছু শৈথিল্য এসে পড়েই। পার্থিব সম্পর্কের অভিশাপ এখানেই। অভয় সে দিতে পারে না, তাই মানুষ চিরদিন চেয়েছে

কাম ও প্রেম

অপার্থিবের দিকে, অভয় পেয়েছে সেই দিক থেকেই। পার্থিব-প্রতিক্রিয়াশীল যা নয়—তার তো কোনো ধ্বংস নেই, এই জন্য প্রেম বলতে অপার্থিব হৃদয়ানুভূতির কথাই এসে পড়ে। চৈতন্যচরিতকার বলছেন আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদে—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥১৬৩॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥১৬৪॥
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য—হয় প্রেম মহাবল ॥১৬৫॥
লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম ॥১৬৬॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥১৭০॥

তাই প্রেম বা প্রেমভক্তি অতি দুর্লভ বস্তু। সমস্ত চিত্তটিকে আত্মকেন্দ্রিকতার সঙ্কীর্ণ বিন্দু থেকে তুলে ধরতে হবে 'তৎ সৎ'-এর দিকে। কবি সত্য কথাই বলেন—যখন বলেন—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥"

—পদ্যাবলী

—লৌল্য যার একমাত্র মূল্য, জন্মকোটির সুকৃতিতেও যা লাভ করা যায় না, সেই কৃষ্ণভক্তিরসে চিত্তকে ভাবিত ক'রে তোলো—যেমনভাবেই হোক না কেন।

প্রেমভক্তির আস্বাদ-বৈচিত্র্য

প্রেমভক্তির গাঢ়তানুযায়ী নানান স্তর—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এর প্রত্যেকটিই

উত্তরোত্তর মহত্তর। এই কথাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে পাই—

"যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে ক্বাপি কস্যচিৎ।"

—এগুলি যথোত্তর স্বাদবিশেষের দ্বারা অধিকতর উল্লাসময় হ'লেও ভক্তজনের বাসনাবশত স্বাদুতাপন্ন হ'য়ে অনুভূত হয়। অর্থাৎ যদিও শান্তপ্রভৃতি রস উত্তরোত্তর স্বাদুতর, তবুও বিশেষ বাসনাবশত কোনো কোনো ভক্ত পূর্বের রসটিকেই স্বাদুতররূপে আস্বাদ ক'রে থাকেন। এই কথাই আছে চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা—

—অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম ॥৮৩।

শান্ত প্রেমভক্তির নিষ্ঠা এসে মিলিত হয় দাস্যভক্তির সেবায়, কিন্তু দাস্যভক্তির সেবাতে থাকে সকুণ্ঠ সম্ভ্রম, তাই সখ্যরতির অসঙ্কোচ বুদ্ধি সখ্যভক্তিতে এনে দেয় গাঢ়তর রাগরসায়ন, যা আরো গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে বাৎসল্যপ্রেমে যেখানে আছে স্বতন্ত্র মমত্ববোধ। মধুর রতিতে রাগরসায়ন গাঢ়তম হ'য়ে ওঠে কারণ শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রণয় বা অসঙ্কোচ ও বাৎসল্যের মমতা সমস্তই এসে মিলিত হয় মধুরে। মধুর প্রেমে আছে সর্বরাগরসায়ন। এ সম্বন্ধে গুটি-কতক পদাবলী উদাহৃত করা প্রয়োজন।

প্রথমেই আসে শান্ত ভক্তিরসের কথা। পদাবলীসাহিত্যে শান্ত-রসের সুন্দর পদ পাওয়া কঠিন। সনাতন গোস্বামীর "যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি" ইত্যাদি পদ কিংবা জয়দেবের "প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং" ইত্যাদি পদ সংস্কৃতে লিখিত। বিদ্যাপতির 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' এই বহুখ্যাত পদটিকে শান্তরসের পদ বলা যেতে পারত, কিন্তু আত্মরতি বা ভগবদ্‌রতির আনন্দের চেয়ে তৃষ্ণাই এতে অধিকতর পরিস্ফুট

শান্ত-প্রেম-ভক্তি

হয়েছে। সুতরাং এটিকে শান্তরসের পদ না ব'লে শান্তভাবের পদ বলাই সমীচীন। ভাবের যে গাঢ়ত্বে প্রেম উদ্ভাসিত হয়, সে গাঢ়ত্ব এতে নেই। মতি ও উৎকণ্ঠা—এই দুটি সঞ্চারিভাব পদটিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। বিদ্যাপতির বহুখ্যাত "তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম" ইত্যাদি পদসম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। এ পদটিতে সঞ্চারিভাবের মধ্যে লালসা ও দৈন্য প্রাধান্য পেয়েছে।

ভাগবতে আছে—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ"—ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধিকে শম বলা হয়। ভগবন্নিষ্ঠতা তখনই সম্ভব হয় যখন চিত্তের লৌকিক বিষয়ে নির্বেদ ঘটে। নির্বিঘ্নচেতা পুরুষ শান্তরসের রসিক।

বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যত কিছুই জানি না কেন, সেইটেই সে সম্বন্ধে শেষ জানা নয়। লোকায়ত জানার পেছনে যেখানে আছে লোকোত্তর জানা, সলক্ষণ বস্তু বা বিশেষ জ্ঞান সেখানেই পরম তত্ত্ব হ'য়ে ওঠে। এতকাল যা ছিল ঐতিহাসিক সত্য, তাকে মনে হয় Myth বা মিথ্যা, কেননা লৌকিকবস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানমাত্রেই আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞান সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ জ্ঞান নয়। বাস্তব জগতের সমস্ত বিক্ষোভ উত্তীর্ণ হ'য়ে চিত্ত যখন স্বাধিষ্ঠ—তখন সে শান্ত। আশ্রয়ের গুণ আশ্রিতে বর্তায়। স্থির আকাশে সূর্যালোক স্থির, কিন্তু চঞ্চল জলপ্রবাহে তা শতধা বিভিন্ন। বুদ্ধি যদি বহির্বস্তুগত হয়, তাহ'লে আসে চাঞ্চল্য। যদি হয় ভগবদ্‌গত তাহ'লে আসে স্থৈর্য। স্থিরত্বই নিষ্ঠা, নিষ্ঠা না থাকলে প্রশান্তি আসে না। ভাগবতী নিষ্ঠা শান্তরসের স্থায়িভাব অর্থাৎ শান্তরতি ও ভাগবতী নিষ্ঠা এ দুটি শব্দের তাৎপর্য এক।

কিন্তু রতি মাত্রেই রস নয়। রতি স্থায়িভাব। প্রৌঢ় স্থায়িভাব রসপদবাচ্য। স্থায়িভাব প্রৌঢ় হয় ব্যভিচারিভাবযোগে। ব্যভিচারিভাব যেখানে গৌণ, রতি প্রধান, সেইখানেই স্থায়িভাব প্রৌঢ়িতাবশত রসত্বাপন্ন হয়। যেখানে ব্যভিচারিভাব পরিপুষ্ট হয় স্থায়িভাবের সাহচর্যে, যেখানে স্থায়িভাবের গৌণতাবশত রসাস্বাদন সম্ভবপর

হয় না। এই কারণে প্রার্থনার পদগুলিকে শান্তরসের পদাবলী বলা যায় না, কেননা এগুলিতে তৃপ্তির চেয়ে তৃষ্ণা বেশী, আনন্দের চেয়ে আকাঙ্ক্ষা বেশী। শান্তরসের কাব্যে যে প্রশান্ত আনন্দের আস্বাদ থাকে, তা ভাবের বিক্ষোভ-চঞ্চল আত্মরতির মধ্যে থাকে না।

শান্ত প্রেমভক্তিতে যখন আরেকটি রাগরসায়ন হয়, 'প্রিয়তম শুধু যে মহিমময় তা নয়, তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁর কিঙ্কর'— এমনি একটি অভিমান যখন আসে, তখন তাকে দাস্যপ্রেম বলে। এই দাস্যপ্রেম যদিও পঞ্চস্তরী প্রেমভক্তির দ্বিতীয় স্তর মাত্র, তবু ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দাস্যপ্রেমভক্তির সমতুল্য কোনোটিই নয়। গভীরতার দিক দিয়ে মধুরপ্রেমের যে স্থান, ব্যাপ্তির দিক দিয়ে দাস্যপ্রেমের সেই স্থান। দাস্যপ্রেম অনুস্যূত হ'য়ে আছে সখ্যে, বাৎসল্যে এবং মাধুর্যে। প্রভু ও দাসের সম্পর্ক সেবার সম্পর্ক। সেবাই দাস্যের প্রধান কথা। এই সেবাপ্রবৃত্তি সখ্যে কেমন রূপ গ্রহণ করেছে, তার একটি উদাহরণ—

দাস্য-প্রেম ভক্তি

—আলসে বলাই
শুইলা সুবল কোরে।
কানাই দেখিয়া আকুল হইয়া
পাদ-সম্বাহন করে॥
নবীন পল্লব লইয়া শ্রীদাম
সঘনে করয়ে বায়।
বসন ভিজাঞা যতনে আনিয়া
মোছয়ে বলাই গায়॥২৭০॥ বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি

বাৎসল্যে সেবাপ্রবৃত্তির উদাহরণ—

বদন নিছুই মোছি প্রেমগুল
বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি-অবসানে তুরিতে নাহি আয়সি
তুয়া লাগি বিকল পরাণী॥
নন্দন করে ধরি রাণী।

কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী
মন্দিরে বৈসায়ল আনি ॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজল যতনহি অঙ্গ ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বাঁধল
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপনে
যতনে পিন্ধাইল বাস ।

পদামৃতমাধুরী—তৃতীয় খণ্ড

শৃঙ্গারে সেবাপ্রবৃত্তির উদাহরণ—

ধরিয়া আপন করে বৈসায় আপন কোরে
পুন দেই সিঁথায়ে সিন্দুর ।
তাম্বূল সাজাঞা তোলে খাও খাও কত বোলে
কত গুন কহিব বন্ধুর ॥
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে চুল বেঢ়িয়া মালতী ফুল
বসন পরাই আমা দেখে ।

পদামৃতমাধুরী—দ্বিতীয় খণ্ড

সিনান সময়ে দোপর জানি ।
তপত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি ॥

পদামৃতমাধুরী—দ্বিতীয় খণ্ড

দাস্যপ্রেমের মহিমা চৈতন্যদেবও কীর্তন ক'রে গেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে—

অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তিদান ।
আপনাকে করি সংসারি-জীব-অভিমান ॥৩১॥

অন্ত্যলীলা—বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমবিহ্বল মহাপ্রভু বলছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥"

তোমার নিত্যদাস মুই তোমা পাশরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥ ৩৪ ॥

অন্ত্যলীলা—বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাধার উক্তি চৈতন্যচরিতামৃতে—

হৃদয় উপরে ধরোঁ। সেবা করি সুখী করোঁ।
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥৫৯॥
মোর সুখ-সেবনে কৃষ্ণের সুখ-সঙ্গমে
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে মোরে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান ॥৬০॥
কান্তসেবা সুখপুর সঙ্গম হৈতে সুমধুর
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদে স্থিতি তবু পাদসেবায় মতি
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥৬১॥

অন্ত্যলীলা— বিংশ পরিচ্ছেদ

দাস্য বলতে কি ভাব বোঝায় তার ইঙ্গিত আছে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে দশম অধ্যায়ে—

"প্রত্যুদ্গমাসনবরার্হণপাদশৌচতাম্বূলবিশ্রমণবীজনগন্ধমাল্যৈঃ।
কেশপ্রসারশয়নস্নপনোপহার্যৈর্দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥"

৮৫॥৪৯-॥
৬॥৬১॥

অর্থাৎ দাস্য বলতে বোঝায় প্রত্যুদ্গমন বা অতিথিসজ্জনকে সম্মান দেখাবার জন্য আসন থেকে ওঠা কিংবা একটু এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসা, আসন পাতা, উপহার দেয়া, পূজা করা, পা ধোয়ার জল দেয়া, পান দেয়া, বিশ্রাম দেয়া, পাখা করা, সুগন্ধ ও মালা প্রদান, কেশ-রচনা, শয়ন, স্নান ও আহার ইত্যাদি।

১০।৪৭।১৯। নং শ্লোকে, ১০।৮১।৩৪। নং শ্লোকেও দাস্যভাবের কথা আছে। গোপীরা বলছেন—

"স্মরতি·· ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং"

—আমাদের মত কিঙ্করীদের কথা কি কখনো সে স্মরণ করে।

"তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ"—

—আমরা তাঁর গৃহদাসী।

চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

দাস্যভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥৭৫॥
পরমা প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥৭৬॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি শুক সনাতন ॥৭৭॥···
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥৫৩॥
অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম আর কেহো কৃষ্ণের গুরু নয় ॥৫৫॥
শুদ্ধ বাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেহো প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ॥৫৬॥···
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল সখ্যময় ॥৬২॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ।
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন ॥৬৩॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৬৫॥
যাঁ সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন্।
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী অভিমান ॥৬৬॥
তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥

তেঁহো যাঁর দাসী হৈয়া সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

প্রেমভক্তির তৃতীয় রাগরসায়ন সখ্যপ্রেম। দাস্যে আছে মহত্ত্ব-বোধ, বাৎসল্যে লঘুত্ব, সখ্যে সমতা।

সখ্য-প্রেমভক্তি

সখ্যের উদাহরণ—

"(বলরাম বলে।) আজি খেলায় হারিল কানাই।
(কৃষ্ণচন্দ্র) সুবল করিয়া কান্ধে   বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যায়॥
(সকলে) শ্রীদাম বলাই লইয়া   চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলে ধারা পড়ে অঙ্গে।
(শ্রীদাম বলে) এবার খেলিব যবে   হইব বলাই দিগে
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে।
কানাই না জিতে কভু   জিনিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়ে বলাই সঙ্গে   চড়িব কানাই কান্ধে
নাহি কান্ধে নিব ঘনশ্যাম।
মত্ত বলাই চান্দে   কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে হইতে লাগে ভয়।
গেঁড়ুয়া লইয়া করে   হারিলে সভার মাঝে
ঘনরাম দাসে দেখি কয়॥

পদামৃতমাধুরী—তৃতীয় খণ্ড

—তোর এঁঠো বড় মিঠো লাগে কানাইরে।
খাইতে বড় সুখ পাই   তেঞি তোর এঁঠো খাই
খেতে খেতে বেঁচে হৈতে দিতে হোলো ভাইরে॥…
এই উপহার লহ   খাইয়া আমারে দেহ
গিয়া আমি গোধন চরাইরে॥"

পদামৃতমাধুরী—তৃতীয় খণ্ড

বাৎসল্যে সখ্য—

হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দদুলাল নাচে ভাল।
ছাড়িয়া মথনদণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতাল।

মাধুর্যে সখ্য—

খেলি গোলাল অঙ্গলাল সুন্দর বর দ্যুতি রসাল
রঙ্গিনীগণ সঙ্গিয়া।
ব্রজবধূগণ ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই অঙ্গ অঙ্গিয়া।
হো হো হরি করত ভাষ করতালি ঘন ঘন উল্লাস
জয় জয় বড় ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দগুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধবদাস
হোরি রস তরঙ্গিয়া ॥

পদামৃতমাধুরী—তৃতীয় খণ্ড

ব্রজবধূ না হ'য়ে গোপবালকগণ হ'লেও এরূপ বর্ণনা সম্ভব ব'লে এখানে সখ্যের অনুবৃত্তিই মানতে হবে।

বাৎসল্য-প্রেমভক্তি

সখ্যপ্রেমের পরের সোপান বাৎসল্য-প্রেম। বৎসলের ভাব বাৎসল্য। বৎসল-শব্দের অর্থ কামবান্—

"বৎসাংসাভ্যাং কামবলে"—৫।২।৯৮ সূত্র পাণিনি

কামবান্ শব্দের অর্থ স্নেহবান্—

"বৎসলতা স্নেহঃ"—সাহিত্যদর্পণ—তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাম-শব্দের সাধারণ রতি অর্থে ব্যবহার আছে। স্নেহ রতি-বিশেষ। স্নেহের আলম্বন পুত্রাদি। আদি-শব্দে ভ্রাতৃ প্রভৃতির গ্রহণ—"পুত্রাদীত্যাদিনা ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্"

—রামচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকা।

বাৎসল্যপ্রেমের উদাহরণ—

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী লেহ।
গোধন সঙ্গে বিজই করু নিজসুত
কি করব না পায়ই থেহ॥
মুখ ধরি চুম্বন করতহিঁ পুন পুন
নয়নে গলয়ে জলধাব।
স্তনগত বসন ভীগি পড়য়ে ঘন
খীরধারা বহে অনিবাব।
বিনিহিত নয়ন বদন কমল পরি
যৈছন চাঁদ চকোর।
দিন অবসান পুনহি কিয়ে হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর॥
কো বিহি অদভুত প্রেম ঘটায়ল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
কহ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রস মরিযাদ॥

পদামৃতমাধুরী—তৃতীয়

শৃঙ্গারে বাৎসল্য—

বদন হেরিয়া গদগদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।…
কি আর বলিব মায়।
তিলে দয়া নাই তাহার শরীরে
এ কথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ ধরণ এমন
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন ভানু॥
বিপিনে বেঢ়ত ফণী শত শত
কুশের অঙ্কুশ তায়।

ও রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে
মোর মনে ইহা ভায় ॥
ননীর অধিক শরীর কোমল
বিষম ভাম্বর তাপে।
কি জানি ও অঙ্গ গলি পানী হয়
ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা নন্দঘোষ পিতা
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয় ধরিয়া রৈযাছে
এই মনে আমি ডরি ॥
ছারে থারে যাক এ সব সম্পদ
আনলে পুড়িয়া যাকু।
এ হেন নবীনে পাঠাইয়া বনে
পায় কত সুখ পাকু ॥ ২১৬ ॥

বৈষ্ণব পদাবলী

মধুর প্রেমভক্তি

সর্বশেষে শৃঙ্গাররস। শৃঙ্গারের অপর নাম আদিরস। শৃঙ্গারেব নাম আদিরস কারণ—"কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ"—অর্থাৎ রিরংসা বা রমণেচ্ছা কীটপতঙ্গপক্ষিপশুমনুষ্যাদি-সর্বজাতি-সাধারণ ব'লে তজ্জনিত আনন্দও সর্বসাধারণের আস্বাদ্য—এইজন্যই শৃঙ্গারের উল্লেখ সর্বপ্রথমে। আদি-শব্দের অর্থ প্রাথম্যকে জ্ঞাপন করায় এবং প্রাধান্যকেও জ্ঞাপন করায়।

—"Adirasa....the first or chief of the eight rasas, the principal sentiment or emotion. *i.e.*, sringar, or love."

Monier Williams

সর্বসাধারণ-গ্রাহ্য ব'লে প্রধান, প্রধান ব'লে প্রথমেই উল্লেখ-যোগ্য। শৃঙ্গারের আদি-সংজ্ঞার তাৎপর্য এইখানে। বৈষ্ণব

আলঙ্কারিকেরাও শৃঙ্গারকে প্রধান রস ব'লে ধরেছেন, কিন্তু এ প্রাধান্য ব্যাপ্তির দিক দিয়ে নয়, গভীরতার দিক দিয়ে। এইজন্য সর্বরসের শেষে শৃঙ্গারের উল্লেখ, বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার আদিরস নয়, অন্ত্যরস। সর্বরসের আস্বাদ এসে শৃঙ্গারে মিলিত হয়েছে, তাই শৃঙ্গার সবচেয়ে গভীর। পরস্পরের জীবিতসর্বস্বাভিমানরূপঃ যে অবিযুক্তসংবিৎ তাই তো শৃঙ্গার—প্রাণে যার প্রতিষ্ঠা। আত্মার সঙ্গে আত্মার, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যে মিলন সে মিলনের গভীরতার তুলনা কোথায়? রমণেচ্ছা বা রিরংসার যে সুখ, সে সুখ সর্বসাধারণগ্রাহ্য হ'তে পারে. কিন্তু শৃঙ্গারের যে আনন্দ বা দিব্যচেতনা, তা কি কীট-পতঙ্গ-পক্ষী-পশু-মনুষ্যাদি-সর্বসাধারণ? অভিনবগুপ্ত নিজেও লিখেছেন,—

"অবিযুক্তসংবিৎ প্রাণস্থঃ শৃঙ্গারঃ পরস্পরজীবিতসর্বস্বাভিমানরূপা" —শৃঙ্গারের এই দিব্যানন্দ যেখানে নেই সেখানে তা ব্যভিচারিভাব-মাত্র, রস নয়।

শৃঙ্গার-রসকে আশ্রয় ক'রে বহু কাব্য-কাহিনী গ'ড়ে উঠেছে, মানুষের মন আর কোথাও এতখানি চঞ্চল আর বেগবান্ হ'য়ে ওঠেনি, শিল্প-সৃষ্টিতে প্রাণময়ী প্রেরণা আর কোথাও এতখানি মূর্ত হয়নি। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে এই শৃঙ্গার পঞ্চম রাগ-রসায়ন।

শুদ্ধ শৃঙ্গারের উদাহরণ—

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলসে নয়নে অলপ ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তরে সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলক মুখে॥
মরমে পিরিতি বেকত অঙ্গে।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গে॥

কালাবরন দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম-কলেবর ততহি সাখী॥
জ্ঞানদাস রস ভাবিয়া গায়।
রসের ব্যাভার লুকা না যায়॥

পদামৃতমাধুরী, দ্বিতীয় খণ্ড

শৃঙ্গাররস সম্বন্ধে বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন। আমাদের কাছে প্রেমের চরম সীমা যেখানে, বৈষ্ণবীয় আলঙ্কারিক গ্রন্থে প্রেমের প্রথম সোপান পড়েছে সেখানে। সহস্র অপরাধে অপরাধী প্রিয়তমকে প্রেয়সী নারী যখন বলে—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও—
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ স্রোতে ভাসিয়ো।

গান—রবীন্দ্রনাথ

তখন আমরা বলি—এই তো প্রেমের চরম সীমা। প্রিয়তমের কাছ থেকে প্রতিদান পাবার অভীপ্সাও যেখানে নেই প্রেমের প্রগাঢ়তাও সেইখানে, কারণ প্রেমে আদান-প্রদান বণিক্‌বৃত্তি মাত্র। বহিঃসম্পদ যেখানে যত কম, হৃদয়ের কষ্টিপাথরে অন্তঃসুষমা সেখানে ততই মূর্তিমতী। মানুষের মনের ব্যবসা-বুদ্ধি সুযোগমত সর্বত্রই লাভ-ক্ষতির হিসাব দাখিল করে, দাবী করে তার চাহিদার উদরপূর্তি। কিন্তু হৃদয়-সুষমা যেখানে অধিকতর শক্তিময়ী সেখানে হিসাবের কথা কানে পৌঁছয় না। পঙ্কজাত পদ্মের পর্ণ যেমন পঙ্ককে আবৃত ক'রে ফেলে,

পঙ্ক-গন্ধকে উত্তীর্ণ হ'য়ে পদ্মের সৌরভ যেমন বাতাসকে সুরভি ক'রে তোলে, তেমনি মানুষের মনের প্রেমিক ও হিসাবী এ দুয়ের মধ্যে প্রেমিকেরই হয় চিরন্তন জয়। সহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যেখানে হৃদয়-সুষমা থাকে অপরাজিতা সেখানকার বাণীও হয় জয়-ঘোষণা। হৃদয়বৃত্তির মহত্ত্বা যেখানে নির্ভর করে অন্তঃশক্তির উপর সেখানে তার স্থায়িত্বও বেশী, গাম্ভীর্যও বেশী, ব্যাপ্তিও বেশী। স্বাধিষ্ঠ প্রেমই মহীয়ান্। সীতা শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা হ'য়েও বলেছিলেন, "স এব ভর্তা"। শকুন্তলা রাজসভায় সর্বসমক্ষে কলঙ্কিতা ও প্রত্যাখ্যাতা হ'য়েও দুষ্মন্তের জন্য ছিলেন পরিধূসরবসনা। ডেসডিমোনা ওথেলো কর্তৃক কণ্ঠরোধকালেও জানিয়েছিলেন আপন নিঃসন্দেহ আত্মদান। বহিঃকারণের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করেনি তাঁদের হৃদয়ানুরাগের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য বা ব্যাপ্তি। তাই এইখানেই স্বীকৃত হয়েছে প্রেমের চরম সীমা।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলবেন, সীমা নয়, সুরু মাত্র, কারণ প্রেমের প্রথম সময় বা সর্ত—হানির কারণ সত্ত্বেও হানি না হওয়া—

"সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্-ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥

উজ্জ্বলনীলমণি

ধ্বংসের কারণ সত্ত্বেও সর্বথা ধ্বংসরহিত যে ভাববন্ধন তাই প্রেম নামে পরিকীর্তিত হ'য়ে থাকে। উত্তরোত্তর গাঢ়তায় প্রেমের বৈচিত্র্যও এসেছে, বিভিন্ন নামকরণও হয়েছে।

"স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানো প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥৪৪॥
বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥৪৫॥
অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্।"

উজ্জ্বলনীলমণি

যেমন বীজ থেকে ইক্ষু, ইক্ষু থেকে রস, রস থেকে ক্রমশ গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপলা হ'য়ে থাকে তেমনি এই রতিরই উত্তরোত্তর দার্ঢ্যবশত প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব সংজ্ঞা হ'য়ে থাকে। আস্বাদের গাঢ়ত্বের তারতম্য যাই থাক, সবই এক হৃদয়বৃত্তির বিকাশ ব'লে সাধারণভাবে 'প্রেম'-নামেও অভিহিত হ'য়ে থাকে—

"প্রায়ো বাবত্রিয়স্তেঽমী প্রেমশব্দেন সূরিভিঃ।"

উজ্জ্বলনীলমণি

সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি

আধার-ভেদে প্রেমেরও তারতম্য আছে। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক মধুরা রতির সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা নামে যে তিনটি ভেদ দেখিয়েছেন, তার মধ্যে সমর্থা রতি ব্রজগোপীর।

"সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাঽসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ ॥
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ কৌস্তুভমণিবৎ ত্রিধাভিমতা।
নাতিসুলভেয়মভিতঃ সুদুর্লভা স্যাদনন্যলভ্যা চ" ॥২৯॥

উজ্জ্বলনীলমণি

—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি মণির মত, চিন্তামণির মত ও কৌস্তুভমণির মত নাতিসুলভ, সুদুর্লভ ও অনন্যলভ্যা হ'য়ে যথাক্রমে কুব্জাদিতে, মহিষীগণে ও ব্রজগোপীতে থাকে।

সমর্থা রতিতে স্বীয় সুখের অভিলাষ নেই, আছে প্রিয়জনের সুখ-প্রাপ্তির অভীপ্সা,—তাই সে সান্দ্রতমা—

"ইত্যস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।"

উজ্জ্বলনীলমণি.

এ রতিতে সমস্ত উদ্যম কেবল কৃষ্ণসুখের জন্যই হ'য়ে থাকে।

'প্রিয়জনেরই সুখ হোক, নিজের সুখ চাই না', এ তো প্রেমের গোড়াকার কথা। চৈতন্যচরিতে আছে—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥১৬৭॥

আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য গোপীভাব বর্য ॥

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

তাই এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে সমর্থা রতির বৈশিষ্ট্য কোথায়? এর সমাধান আলঙ্কারিক করেছেন—সমর্থা রতির সমস্ত উদ্যম প্রিয়সুখের জন্য। "কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব"—এস্থলে এব-শব্দটি গোপী-প্রেমে অন্য কোনো কিছুর লেশমাত্র আনতে দেয়নি। আত্মসুখ নয়, কৃষ্ণসুখই গোপীপ্রেমের তাৎপর্য। সাধারণী ও সমঞ্জসাতে স্বীয় সুখের ইচ্ছা বা আভাস থাকতে পারে—

"পূর্বস্যাং স্বসুখায়াপি কদাচিত্তত্র সম্ভবেৎ।"

উজ্জলনীলমণি

কুব্জা চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে স্বীয় সুখের জন্য—

"এহি বীর! গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥১০॥৪২॥১০॥
সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ! দিনানি কতিচিন্ময়া।
রমস্ব নোৎসহে ত্যক্তুং সঙ্গং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ॥"৯॥৪৮॥১০॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত

—এস বীর, ঘরে যাই। তোমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না। আমার চিত্তকে তুমি উন্মথিত করেছ, এখন আমাকে প্রসন্ন কর।

প্রিয়তম, আমার সঙ্গে কিছুদিন থাক ও রমণ কর। হে পদ্মনেত্র, তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চিত্ত চায় না।

সত্যভামা যে কথা ব'লছিলেন পারিজাত হরণকালে সে সময়ে তাঁর ভাষণের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছিল প্রিয়তমকে ভালবাসার চেয়ে প্রিয়তমের ভালবাসার প্রমাণ পাবার আকাঙ্ক্ষা। এতে আত্মোৎসর্গের চেয়ে আত্মাভিমানই প্রকট হয় বেশী। আত্মাভিমান আত্মসুখের নামান্তর—

"যদি তে তদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং প্রিয়েতি মে।
মদ্‌গেহনিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ॥
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।
সত্যে যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎ প্রিয়ম্॥
সত্যং তদ্ যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং বচঃ।
তদস্তু পারিজাতোঽয়ং মম নিষ্কুটভূষণম্॥
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।
সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে॥"

বিষ্ণুপুরাণ

—তুমি যে ব'লে থাক—সত্যা আমার অত্যন্ত প্রিয়, একথা যদি সত্য হয় তবে আমার গৃহের অঙ্গনের জন্য সেই তরু নিয়ে এস। তুমি যে ব'লে থাক—'সত্যা আমার যেমন প্রিয় তেমন জাম্ববতী নয়, রুক্মিণীও নয়',—এ কথা যদি সত্য হয়—তাহ'লে এই পারিজাত আমার অঙ্গনের শোভাবর্ধন করুক। কেশপক্ষে পারিজাতমঞ্জরী ধারণ ক'রে সপত্নীদের মধ্যে আমি শোভা পাব—এই আমার কামনা।

সমর্থা রতি গোপীদের। এই রতির আস্বাদ অন্যান্য রতির আস্বাদ থেকে বিভিন্ন। গোপীপ্রেমের সুন্দর বর্ণনা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে আছে।

এক সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালের মল্লিকাপুষ্পসুরভি রাত্রি দেখে রমণাভিলাষী হ'য়ে যোগমায়া-উপাশ্রিত হ'লেন—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥" ১॥২৯

চাঁদের জ্যোৎস্নায় আকাশ সুন্দর, ফুলের শোভায় কানন সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ ঈষদরুণ প্রথম জ্যোৎস্নায় আনন্দিত হ'য়ে বাঁশীতে সুন্দর সুর দিলেন, গোপিনীরা সেই সুর শুনল।

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুন্তলাঃ॥"৪॥২৯॥

—অনঙ্গবর্ধন সেই গীতধ্বনিতে কৃষ্ণগৃহীতমানসা, জবলোলকুন্তলা ব্রজস্ত্রীগণ অন্যকর্তৃক অলক্ষিতোদ্যমা হ'য়ে যে স্থলে কান্ত আছেন—সে স্থলে উপনীত হ'লেন। ব্রজগোপীরা "গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ", তাঁরা "তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ"। শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে তাঁরা—

"দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ।
পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥৫॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥"৬॥২৯

—দুগ্ধদোহনকারিণী কেউবা সম্যক্ ঔৎসুক্যবশত দোহন-ক্রিয়া পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। কেউবা উনুনে দুধ রেখে, কেউবা পরিবেশন করতে করতে চ'লে গেলেন। যিনি শিশুকে দুগ্ধ-পান করাচ্ছিলেন, যিনি পতিকে শুশ্রূষা করছিলেন, যিনি ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন, যিনি তেল মাখাছিলেন বা অঙ্গ-মার্জনা করছিলেন, অথবা চোখে কাজল দিচ্ছিলেন—তাঁরা সবাই চ'লে গেলেন। স্খলিত-বস্ত্রাভরণা হ'য়েও কেউবা গেলেন।

পিতা-পতি ভ্রাতা-বন্ধু-প্রভৃতি-কর্তৃক বার্যমাণা হ'য়েও তাঁরা—

"কৃষ্ণং তদ্‌ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥" ৮॥২৯॥

—কৃষ্ণভাবনাযুক্তা হ'য়ে নিমীলিত-লোচনে কৃষ্ণকে পেলেন।

কৃষ্ণকর্তৃক (আপাতত) প্রত্যাখ্যাতা হ'য়েও তাঁরা বলেন—

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥" ৩১॥৩৯॥

—তুমি ধর্মবিৎ, তাই বলেছ পতিপুত্রসুহৃদ্-প্রভৃতির সেবা স্ত্রীজনের স্বধর্ম। কিন্তু তুমিই তো শরীরিগণের বন্ধু ও আত্মা, তুমি ঈশ্বর, তোমাতেই সেই সেবাদিধর্মের সাধন হোক, কারণ তুমিই আমাদের প্রিয়তম।

অনুনয় করেন—

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥"

—গৃহমুখী চিত্ত ও গৃহকার্যরত করযুগলকে তুমি অনায়াসেই হরণ করেছ। তোমার পাদযুগ থেকে পা সরে না। ব্রজে কি ক'রেই বা যাব, কিই বা করব?

ব্রজগোপীদের এমন যে অনবদ্য প্রেম তাকেও উপেক্ষা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে অন্তর্হিত হয়েছিলেন অন্য এক ব্রজগোপিনীর সঙ্গে। কৃষ্ণবিরহোন্মত্তা কৃষ্ণানুসন্ধানপরায়ণা ব্রজগোপীরা সেই গোপিনীর সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥" ২৩॥৩০॥

—কৃষ্ণের অংসদেশে ন্যস্তবাহু কৃষ্ণসঙ্গগামিনী কার এই পদচিহ্ন?

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দরহঃ ॥" ২৪॥৩০॥

—ভগবান্ হরিকে ইনি প্রসন্ন করেছেন, যেহেতু প্রীত গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে এঁকে গোপনস্থানে এনেছেন।

"তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥" ২৬॥৩০॥

যে রমণী অন্য সকল গোপীগণের ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধর একা পান করছেন, সেই রমণীর পদপংক্তি আমাদের চিত্তকে ক্ষোভিত করছে।

এই গোপিনী কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধা।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে গোপীরা 'তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ'— সর্ববস্তু ত্যাগ ক'রে তারা কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-জ্ঞান তাঁদের হৃদয়কে অভিভূত করেনি। কৃষ্ণকে তাঁরা পরম-প্রেয়োরূপেই জেনেছিলেন। তাই—

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥" ১০॥২৯॥

সেই পরমাত্মায় জারবুদ্ধিদ্বারা সঙ্গতা হ'য়েও গোপীরা সদ্য প্রক্ষীণ-বন্ধনা হ'য়ে গুণময় দেহ পরিত্যাগ করলেন।

গোপীপ্রেমের বিষয়ে চৈতন্যচরিতকার বলেছেন—

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপী-শোভা দেখি কৃষ্ণ শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপী শোভা বাড়ে তত॥
এই মত পরস্পর করে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহো মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥

অতএব এই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি প্রেম-দোষে॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ মাধুর্যের পুষ্টি।
মাধুর্য বাঢ়ায় প্রেম হইয়া মহাতুষ্টি॥
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ-সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের রীতি॥১৮৯—১৯৯

আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপীপ্রেমের ঋণশোধ না করতে পেরে শ্রীভগবান্ বলছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" ২১॥ ৩২॥

—এই গোপিনীরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ভঙ্গ ক'রে আমাকে ভজনা করেছে। এই নিষ্পাপ অনুরাগিণীদের স্বীয় সাধুকর্ম দেবতার আয়ু পেলেও শোধ করা যাবে না। তাই স্বীয় সাধনাতেই এরা ফললাভ করুক।

গোপীপ্রেমের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখে উদ্ধব বলেছিলেন—

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥" ৫৮॥ ৪৭॥

অখিলাত্ম গোবিন্দে রূঢ়ভাবা পরমতনুধারিণী গোপবধূগণের যে ব্রজভাব মুনিরা ও আমরা কামনা ক'রে থাকি, সেই ব্রজভাবের অনন্ত কথারসের অন্ত শত শত ব্রহ্মজন্ম দ্বারাও পাওয়া যায় না।

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥" ৬০ ॥ ৪৭ ॥

—রাসোৎসবে কৃষ্ণভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন, সে প্রসাদ পরমপ্রীতিসম্পন্না স্বয়ং লক্ষ্মীরও লাভ হয়নি, পদ্মগন্ধা স্বর্গযোষিতের আর কি কথা!

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥৬১ ॥ ৪৭ ॥"

—দুস্ত্যজ্য স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রুতি-সন্ধেয় মুকুন্দ-পদপংক্তির ভজনা যাঁরা করেছিলেন সেই ব্রজদেবীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনলতা-গুল্মাদির কোনো একটি হ'তে ইচ্ছা করি।

শ্রীরূপগোস্বামী গোপীপ্রেমের সংজ্ঞা দিয়েছেন ভাব—

"অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥
মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥"

১০৯, ১১॥

উজ্জ্বলনীলমণি

—অনুরাগের প্রকাশ যখন ঘটে আপনা থেকেই, বাইরের কোনো কারণের উপর নির্ভর করে না, তখন অনুরাগবতীদের সেই রতি ভাব-আখ্যা গ্রহণ করে। এই ভাব শ্রীকৃষ্ণমহিষীদের পক্ষেও অতিদুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজদেবীদের এই রতি মহাভাব আখ্যা গ্রহণ করে।

মহাভাব প্রেমের চরম পরিপাক। গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি শ্রীরাধায়। প্রেমের এই পরম পরিপাক মহাভাব সমর্থা রতিতেই সম্ভব। সমর্থা রতি প্রৌঢ়া হ'লে মহাভাব-দশা প্রাপ্ত হয়—'

"ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ।"

উজ্জ্বলনীলমণি

কৃষ্ণপ্রেম গোপীদের স্বভাবজ ব'লে মহাভাবদশার কোনো উদ্বোধক কারণ নেই। বহির্হেতুর অপেক্ষা না রেখেই যা আবির্ভূত হয়, উদ্দীপিত হয়, তাই স্বভাবজ—

"বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্তিতঃ।"

উজ্জ্বলনীলমণি

স্বভাবজ প্রেমও দু-শ্রেণীর, এক নিসর্গজ, দ্বিতীয় স্বরূপজ। পূর্বপূর্ব জন্মানুভূত সুদৃঢ় অভ্যাসজন্য যে সংস্কার তাই নিসর্গজ প্রেম—

"নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।"

উজ্জ্বলনীলমণি

এই নিসর্গজ প্রেম গোপীপ্রেম নয়। পদ্মপুরাণে আছে দণ্ডকারণ্য-বাসী মহর্ষিরা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমূর্তির অপূর্ব মাধুরী দেখে রমণীর মন নিয়ে তাঁকে কামনা করেছিলেন। তাঁরাই পরে গোকুলে ললনারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও শ্রীকৃষ্ণকে কান্তভাবে লাভ ক'রে মুক্ত হন—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥"

সুতরাং এঁদের সংস্কার বা কৃষ্ণবিষয়িণী রতি নিসর্গজ। কিন্তু যে গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্যে উদ্ধব অভিভূত হয়েছিলেন, সে গোপীপ্রেমের স্বভাব স্বরূপজ। কৃষ্ণরতির রসরূপতায় পরিণতির পক্ষে যে সব উদ্বোধক কারণ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলিকে বিলাসের আধিক্য-

সূচক ব'লে ধ'রে নিতে হবে, কারণ গোপীপ্রেম স্বতঃসিদ্ধ বা অজন্য অর্থাৎ আপনা থেকেই এ প্রেম উদ্বুদ্ধ হয়।

"অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।
স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্যাদ্ দ্রুতং রতিম্॥"

উজ্জ্বলনীলমণি

—অজন্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভাবকে স্বরূপ ভাব বলে। ললনানিষ্ঠ স্বরূপ ভাব স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ যদি অশ্রুত বা অদৃষ্ট থাকেন, তাহ'লেও অতি দ্রুতভাবে রতি জাগ্রত হ'য়ে থাকে।

"অভিযোগাদ্ বিষয়তঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ॥
সা তদীয়বিশেষেভ্য উপমাতঃ স্বভাবতঃ।
রতিরাবির্ভবেদেষামুত্তমঃ যথোত্তরম্॥
প্রোক্তা অত্রাভিযোগাদ্যা বিলাসাধিক্যহেতবে।
রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্॥"

উজ্জ্বলনীলমণি

—কৃষ্ণরতি যথোত্তর অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব থেকে জাত হ'য়ে উত্তম হয়। অভিযোগাদি বিলাসাধিক্যের হেতু মাত্র, কারণ গোকুল-সুভ্রূগণের রতি প্রায়শই স্বভাবজ হ'য়ে থাকে।

'প্রায়শ' কারণ মহর্ষিরা যাঁরা গোকুলে গোপীরূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁদের রতি নিসর্গজ।

পরকীয়া-তত্ত্ব

গোপীপ্রেম পরকীয়া। গোপীপ্রেমের স্বকীয়াত্ব বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের অভিমত। শ্রীজীব-গোস্বামী-প্রমুখ বৈষ্ণবেরা গোপীপ্রেমের স্বকীয়াত্ব স্বীকার করেন—

"শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি"

লোচনরোচনী টীকা

—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের নিত্যদাম্পত্য, পরকীয়াত্ব মায়িক মাত্র।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপ্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা গোপীপ্রেমের পরকীয়াত্ব স্বীকার করেন।

—গোপীনাং পরকীয়াত্বদর্শনাৎ সর্বগোপীশিরোমণিঃ সাপি পরকীয়ৈব।······ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষ্যমস্তীতি।

আনন্দচন্দ্রিকা টীকা

—গোপীগণের পরকীয়াত্ব আছে ব'লে সর্বগোপীশিরোমণি শ্রীরাধারও পরকীয়াত্ব। প্রকট ও অপ্রকট লীলায় কোনো প্রভেদ নাই।

গোপীপ্রেমের শেষ সিদ্ধান্ত পরকীয়া সিদ্ধান্ত। বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন—

"ননু শক্তি-শক্তিমদ্‌ভাবেন বহ্ন্যৌষ্ণ্যবন্নিত্যসিদ্ধয়োরনয়োর্নিত্য-দাম্পত্যং বিহায় কেয়মৌপপত্যেন লীলেতি চেৎ পারমৈশ্বর্যাদিতি গৃহাণ। ন হ্যেতয়োর্নিয়ামকঃ কোঽপ্যস্তি যদ্‌ভীত্যা দাম্পত্যে স্থেয়ম্। ন বা কর্মপারতন্ত্র্যাদৌপপত্যমকর্মতন্ত্রত্বাভিধানাৎ। ন চ জনমনোনিবেশায়ৈতৎ "ন পারয়েঽহম্" ইত্যাদি বাক্যেষু তস্মিন্ স্বেচ্ছায়াঃ প্রত্যয়াৎ তন্নিবেশস্তু সৌন্দর্যহেতুক এব। ন চোৎকণ্ঠায়াঃ পরিপোষায়ৈতৎ তস্যা নিত্য-পুষ্টত্বাৎ তস্মাৎ। পারমৈশ্বর্যাদেবৈতচ্ছক্তিশক্তিমতোস্তয়োর্নি-গীর্ণদাম্পত্যমৌপপত্যমিতি সুধীভিরবধেয়ম্।"

—শক্তি-শক্তিমান্‌-ভাবে বহ্নির উষ্ণতার মত নিত্যসিদ্ধ এঁদের দাম্পত্য। সেই দাম্পত্যকে পরিত্যাগ ক'রে ঔপপত্য ভাবে এই লীলা কেন—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে পরমেশ্বরের স্বভাব-বশতই এই লীলা। এমন কেউ নিয়ামক নেই যার ভয়ে এঁরা দাম্পত্য-বন্ধনে থাকবেন। এঁদের ঔপপত্য-ভাব কর্ম-পরতন্ত্র নয়, কারণ এঁরা কর্মের অধীন নন। জনমননিবেশনের জন্যও ঔপপত্য নয়—"ন পারয়েঽহম্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ থেকে স্বেচ্ছাপ্রত্যয় প্রকট ব'লে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে ঔপপত্যনিবেশ সৌন্দর্যহেতুক। উৎকণ্ঠা-পরিপোষণের জন্য ঔপপত্য

নয় কারণ উৎকণ্ঠা নিত্যপুষ্ট। অতএব পারমৈশ্বর্যবশত শক্তি-শক্তিমানের নিগীর্ণ-দাম্পত্য এই ঔপপত্য সুধীগণের দ্বারা অবধেয়।

"যত্তু কশ্চিত্তাদৃশস্য হরেস্তাভিঃ সহ শৃঙ্গারলীলা তৎ পতিভাবেনাস্তু ন তূপপতিভাবেন তেন তস্মিংস্তাসু চ সৌশীল্য-প্রতীপস্য কৌশীলস্য প্রসঙ্গাদিত্যাহ ধর্মশাস্ত্রাভ্যাসঘাসগ্রাসপুষ্টস্তদসৎ। সর্বেশস্যাত্মারামস্য হরেঃ শৃঙ্গারোৎকর্ষরসিকস্য সত্যসঙ্কল্পস্যানাদিতৎসংকল্পাদনাদিতস্তথাবির্ভূতাভিস্তদন্যাস্পৃষ্টাভিঃ স্বকান্তিসমাভিঃ সহ লীলায়াং স্বাত্মারামত্বানপায়াৎ"।

—যদি কেউ বলেন গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলা পতিভাবেই হোক, উপপতিভাবে নয়, এতে দুঃশীলতার প্রসঙ্গও নেই, তাহ'লে বলব সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বের হানি ঔপপত্যে হয় না, কারণ, শৃঙ্গারোৎকর্ষরসিক শ্রীকৃষ্ণের অনাদি সঙ্কল্পবশত অনাদিকাল থেকে আবির্ভূতা স্বকান্তিসমানা অনন্যস্পৃষ্টা গোপীগণের পরকীয়াত্ব নিত্য।

উদ্ধৃত অংশ দুটির মর্মার্থ—রাধা শক্তি, কৃষ্ণ শক্তিমান্। শক্তি-শক্তিমানের নিত্য-সিদ্ধ-ভাব সর্বদাই স্বীকৃত, যেমন শক্তিমান্ 'হ্নির সঙ্গে শক্তি ঔষ্ণ্যের নিত্যসিদ্ধভাব সর্বদাই প্রত্যক্ষ। যাকে ছেড়ে যা থাকে না, তার সঙ্গে তার নিত্যসিদ্ধভাব। শক্তি বা ধর্ম শক্তিমান্ বা ধর্মীকে ছেড়ে থাকে না ব'লেই তাদের নিত্যসিদ্ধত্ব। "রাধাকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধভাব দাম্পত্য হোক, ঔপপত্যের প্রয়োজন নেই কারণ ঔপপত্যের চেয়ে দাম্পত্য কাম্যতর,"—এ উক্তির যাথার্থ্য নেই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর। তাঁর ভাবও পারমৈশ্বর্য। লৌকিক ভাব নিয়ে তার বিচার করা চলে না। দাম্পত্যের নিয়াম ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ ধমশাস্ত্রে দাম্পত্যের বিধান আছে, প্রশংসা আছে, আছে তজ্জনিত ইহলোকে প্রতিষ্ঠা, পরলোকে পরমা গতি। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ামক কে? তাঁর উপর বিধান চালাবে কে? এই বিশ্বজগৎ তাঁতেই প্রতিষ্ঠিত—তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেবে কে? তিনিই সর্বলোকের পরমা গতি—তাঁকে

গতি দেবে কে? পরমেশ্বর কর্মাধীন নন, সুতরাং অদৃষ্ট বা কর্মপারতন্ত্র্যবশত ঔপপত্য সম্ভব নয়। জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য তাঁদের পরকীয়া লীলা—একথা বলা যায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ "অসমোর্ধ্ব-রূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ।" "ন পারয়েঽহম্" ইত্যাদি শ্লোকে তিনি গোপীদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতে তাঁর ইচ্ছাই প্রকট হয়েছে। পরকীয়া লীলায় যখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছা ছিল তখন আর অন্য কোনো কারণ খোঁজার প্রয়োজন নেই। পরকীয়া লীলা উৎকণ্ঠা পরিপোষণের জন্য নয়। কেন না উৎকণ্ঠা কার? রাধাকৃষ্ণের? তাঁরা তো নিত্যমিলিত! জনমনের? শ্রীকৃষ্ণ তো "ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিত"। ভগবৎ-সম্বন্ধিনী উৎকণ্ঠার পরিপোষণ তাতেই হ'তে পারে। সুতরাং পরমেশ্বরত্বপ্রযুক্ত এই ঔপপত্যভাব, দাম্পত্যভাব নয়—এইটেই স্বীকার্য।

"শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের শৃঙ্গারলীলায় ঔপপত্যে কৌশীল্য, দাম্পত্যে সৌশীল্য"—একথাও যথার্থ নয়। শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর, আত্মারাম, শৃঙ্গার রস তাঁতে চরম উৎকর্ষ পেয়েছে এবং তিনি সত্যসঙ্কল্প। তাঁরই অনাদি সঙ্কল্পনাবশত অ-পরভুক্তা তুল্য-রূপ-গুণ-যুক্তা গোপীদের আবির্ভাবও অনাদি। সুতরাং অনাদি পরকীয়া-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের কিছুমাত্র আত্মারামত্ব-হানি নেই, বরঞ্চ এতেই শৃঙ্গার রস পরমা পরিপুষ্টি লাভ করেছে।

গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য এইখানেই—এই পরকীয়া ভাবে। প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য প্রেমের ভেজাল নির্ণয় করা কঠিন, অর্থাৎ স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালবাসে, তাহ'লে তার মূলে অধর্মের প্রতি ভয় কতখানি, লোকনিন্দার আশঙ্কা কতখানি, শাস্ত্রবিহিত আচরণে নিষ্ঠা কতখানি, পরলোকে গতির আশা কতখানি, ইহজীবনের সুখ ও নিশ্চিন্ত আরাম কতখানি, তা সব ছেঁকে প্রেমের সারীভূত অংশের পরিমাণ পাওয়া কঠিন। কিন্তু পরকীয়া প্রেমে না আছে শাস্ত্র-বিধানের সমর্থন, না আছে লোক-প্রশংসার অনুকূলতা, না আছে পরলোকে স্বর্গসুখের

প্রত্যাশা। এসব কিছু তো নেইই, বরঞ্চ এ সবের বিপরীতই আছে, আর আছে সর্বোপরি যার জন্যে এত ত্যাগ তার কাছ থেকেও অপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা। পরকীয়া প্রেমে তাই বিমিশ্রণ নেই, আর যদি বা বিমিশ্রিত অংশ কিছু থাকে তা'হলে তা এত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে তার স্বরূপ ও সামগ্রী নিবেদনের মধ্যে কোনো মোহ আর থাকে না। লৌকিক পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধেই যখন এত কথা বলা যায়, তখন পরকীয়া প্রেম যেখানে অলৌকিক—সেখানকার চমৎকারিতার সম্বন্ধে কি বলার আছে! এই জন্য শ্রীভগবান্ বলেছিলেন গোপীদের—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা"॥২১॥৩২॥১০॥

মর্মার্থ—নিরবদ্য-সংযুক্তমনা এই গোপীদের সাধুকৃত্যের ঋণশোধ করতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোনোদিনই পারবেন না, কেননা এই সকল গোপীদের চিত্ত ফলবিমুখ, কৃষ্ণপ্রেমে অন্য কোনো প্রত্যাশিত বস্তুর ছায়াপাতও তাঁদের হয়নি;—তাই কৃষ্ণপ্রেমে যে আনন্দ মাত্র সে আনন্দের দ্বারাই তাঁদের প্রেমের ঋণশোধ হওয়া সম্ভব।

প্রেমের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ গোপীপ্রেম, গোপীপ্রেমের মধ্যে আবার তেমনি শ্রেষ্ঠ রাধাপ্রেম—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥১৮॥

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

সর্বশাস্ত্রে যেমন—

"কংসারিরপি সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলাম্
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥১॥৩॥"

গীতগোবিন্দ

—সংসার-বাসনা-বদ্ধ-শৃঙ্খলা রাধাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে কংসারি কৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করলেন।

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

পদ্মপুরাণ

—বিষ্ণুর কাছে রাধা যেমন প্রিয়া,—রাধাকুণ্ডও তেমনি প্রিয়। সর্বগোপীর মধ্যে এক রাধাই বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা।

"বহিরঙ্গৈঃ প্রপঞ্চস্য স্বাংশৈর্মায়াদিশক্তিভিঃ।
অন্তরঙ্গৈস্তথা নিত্যং বিভূতৈস্তৈশ্চিদাদিভিঃ॥
গোপনাদুচ্যতে গোপী রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা॥৫২॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী॥৫৩॥"

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ—উত্তরখণ্ড

পদ্মপুরাণ

—প্রপঞ্চের বহিরঙ্গ স্বাংশ-মায়াদি শক্তি দ্বারা এবং অন্তরঙ্গ বিভূতি চিদাদি শক্তি দ্বারা নিত্যই গোপন ব'লে কৃষ্ণবল্লভা রাধিকা গোপী নামে খ্যাত। কৃষ্ণময়ী রাধিকা পরদেবতা-রূপে কথিতা, তিনি সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা ও কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"২৩॥৩০॥১০॥

শ্রীমদ্ভাগবত

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এঁর দ্বারা আনন্দলাভ করেছেন, কারণ প্রীত গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে এঁকে নির্জন স্থানে এনেছেন।

"কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্যৈ প্রভবতি সদামুষ্য রাধৈব নান্যা ॥১২॥১১॥”

গোবিন্দলীলামৃত

—কৃষ্ণের প্রণয়জনিভূ কে? রাধিকা। কৃষ্ণের প্রেয়সী কে? অনুপমগুণা শ্রীমতী রাধিকা, অন্য কেউ নয়। কেশে কুটিলতা, দৃষ্টিতে তরলতা ও কুচে নিষ্ঠুরতা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্তি করতে পারেন এক রাধিকাই, অন্যে নয়।

“কেলীকলাসু কুশলা নগরে মুরারে-
রাভীরনীরজদৃশঃ কতি বা ন সন্তি।
রাধে ত্বয়া মহদকারি তপো যদেষ
দামোদরস্ত্বয়ি পরং পরমানুরাগঃ ॥”১৯১॥

পদ্যাবলী

—নগরে মুরারির কতই না কেলিকলানিপুণা পদ্মনেত্রা আভীর-রমণী আছে, কিন্তু রাধে, তোমারি মহাতপোবলে দামোদর তোমাতেই প্রগাঢ়ভাবে পরমানুরাগশালী।

রাধার মহত্ত্বা সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য—সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয় ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥ ২৩৯-২৪৬॥

আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাধাপ্রেমের মহত্তা সম্বন্ধে আছে—

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥
পরস্পর বেণু-গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, নেত্রে হয় অন্ধ॥
তাম্বূল-চর্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥ ২৬৮-২৭৮

আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাধাপ্রেমের গাঢ়ত্ব ও ব্যাপ্তির জন্য রাধাকে প্রেমস্বরূপিণী বলা হয়। বৃহদ্‌ভক্তিসারধৃত রঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত প্রেমাম্ভোজমকরন্দ-স্তবাবলম্বনে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রাধা-প্রেমের স্বরূপবর্ণনা আছে—

রাধাপ্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম॥

লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান ।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন ।
প্রণয়মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্যকুঙ্কুম সখী-প্রণয় চন্দন ।
স্মিত-কান্তি-কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর ।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস ।
ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পটবাস ।
রাগ তাম্বুল-রাগে অধর উজ্জ্বল ।
প্রেম-কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল ।
সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক-ভাব হর্ষাদি-সঞ্চারী ।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ।
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব বিংশতি-ভূষিত ।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্বাঙ্গে পূরিত ।
সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ।
প্রেম-বৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ।
মধ্যবয়ঃ স্থিতি সখীস্কন্ধে কর-ন্যাস ।
কৃষ্ণ-লীলা-মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব-পর্যঙ্ক ।
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কানে ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস-মধু-পান ।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সবকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর ।
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর ॥ ১৬৬-১৮১॥

বৈষ্ণবেরা রাধাকে প্রেমস্বরূপিণী ব'লেই জানেন—

প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥১৬২॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহ রূপ ॥১৬৩॥

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধার স্বরূপ প্রেম। প্রেম হ্লাদস্বরূপ। হ্লাদ শক্তি-বিশেষ। হ্লাদশক্তি স্বরূপশক্তির অন্যতম। শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে স্বরূপশক্তি সর্বপ্রধান। স্বরূপশক্তির পর্যায় অন্তরঙ্গা শক্তি, চিৎশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি—"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা।" ৬।৭।৬১। বিষ্ণুপুরাণ

"শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গতয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে।" ভাগবতসন্দর্ভ

—সেই শক্তি ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিতে ভগবান্ পূর্ণস্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদিস্বরূপবৈভবরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন।

সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিও ত্রিরূপা, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী—

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি ॥১৫৪-৫৫॥

চৈঃ চঃ

হ্লাদিনী-শক্তির দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণ সুখানুভব করেন। স্বরূপ-শক্তি ভগবৎস্বরূপ, সুতরাং ভগবান্ স্বয়ং হ্লাদস্বরূপ। হ্লাদ-স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ হ্লাদিনী-শক্তিদ্বারা আহ্লাদিত হন—

সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।—চৈঃ চঃ ১৫৮।৮।২।

·লৌকিক দৃষ্টান্তে এ ব্যাপার অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে পারে। চিনি কি কখনো আপন স্বাদ গ্রহণ করে? কিন্তু অলৌকিক ভগবৎসত্তায় লৌকিক বিচার চলে না। আনন্দ চৈতন্যস্বরূপ ব'লে স্বপ্রকাশ। আনন্দ কখনো অপ্রকাশ বা অজ্ঞাত থাকতে পারে না। লৌকিকে কিন্তু কর্মকর্তৃভাব অবশ্যস্বীকার্য। কর্তা ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ম ক্রিয়াজনিত ফলের আধার। যেমন 'রাম অন্ন পাক করে' এ বাক্যে কর্তা রাম পাক-ক্রিয়ার আশ্রয়, কর্ম অন্ন কিন্তু পাক-ক্রিয়ার ফল যে বিক্লিপ্তি বা নরম হওয়া,—তারই আধার। এইজন্য লৌকিকে কর্তা ও কর্মের বিভিন্নতা অবশ্য স্বীকার্য। অলৌকিকে তা নয়, কারণ অলৌকিক জ্ঞানের যে প্রকাশ তা স্বরূপভূত, লৌকিক বিষয়ের প্রকাশের মত ক্রিয়াজন্য নয়। তাই অলৌকিকে কর্তা ও কর্মের তাদাত্ম্য ব'লে— "সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।"

হ্লাদশক্তি শ্রীভগবানকে যেমন সুখ দেয়, ভক্তকেও তেমনি সুখ দিয়ে থাকে—

"ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"

মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভক্ত জীবশক্তির অন্তর্গত। জীবশক্তির পর্যায় তটস্থা শক্তি। তটস্থা শক্তি অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তিনী। তটস্থার একদিকে বহিরঙ্গা মৃন্ময়ী অন্যদিকে অন্তরঙ্গা চিন্ময়ী। ভক্তহৃদয়ের একদিকে মৃন্ময়, অন্যদিকে চিন্ময়। মৃন্ময়ের ছায়াপাতে তার হৃদয়ভাবে আসে সঞ্চারীর প্রাধান্য, চিন্ময়ের আলোকোদ্ভাসে হয় রসাবেশ। দুঃখ সংশয় দৈন্য আসে ঐ মৃন্ময়ের দিক থেকে, আনন্দ আসে ঐ চিন্ময়ের দিক থেকে। তাই বৈষ্ণব বলেন---

"ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।"

প্রসঙ্গের অনুরোধে এ স্থলে শক্তি-শব্দটির টীকার প্রয়োজন। শক্তি সম্বন্ধী শব্দ—relative term। শক্তি-শব্দের অর্থ সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নয়। অপেক্ষা কিসের? আশ্রয়ের এবং বিষয় বা কার্যের।

শক্তি শুনলেই এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে শক্তি কার অর্থাৎ শক্তি কিসে আশ্রিত? সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়, কি বিষয়ে শক্তি অর্থাৎ এ শক্তিতে কোন্ কার্য সম্পন্ন হয়? সুতরাং শক্তিমান্ বলতে যে বস্তু কিছুর জনক বা কারণ তাই শক্তিমান্ এই কথাই বুঝি। কারণের অর্থাৎ শক্তিমানের ধর্মই শক্তি, শক্তির ফল কার্যের উৎপত্তি।

নৈয়ায়িকেরা শক্তি ব'লে কোনো অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে কারণতা বা কারণস্বভাবই শক্তি। কার্য-কারণ-তত্ত্ব মানতেই হয়; কারণ আছে, কার্য নেই, কিংবা কার্য আছে, কারণ নেই—এমন একটি অবস্থা থাকা সম্ভব নয়। কারণ মানলে কারণের স্বভাবও মানতে হয়। কারণের স্বভাব কারণতা। কারণ স্ব-স্বভাবেই কার্যের জনক হ'তে পারে। সুতরাং কারণতার অতিরিক্ত ধর্মবিশেষ, যাকে কারণতাবচ্ছেদক বলা হয়, এমন কোনো শক্তি স্বীকার করার কোনো হেতু নেই। হেতু নেই ব'লে কারণ-স্বভাবের অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করলে গৌরবপ্রসঙ্গ এসে পড়ে—এই নৈয়ায়িক মত।

মীমাংসকেরা শক্তি স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন কারণকে মানলে কারণতা ও শক্তি দুইই মানতে হয়। না মানলে মণিমন্ত্রাদি-প্রতিবন্ধকস্থলে দাহ্যবস্তুতে অগ্নিসংযোগেও দাহক্রিয়ার অনুৎপত্তির কোনো উপপত্তি (Explanation) হয় না। এ তো বলা যায় না যে অগ্নি আর অগ্নি নেই, অন্য কিছুতে পরিণত হয়েছে, কারণ অগ্নি ও অগ্নিত্ব—দুইই সে স্থলে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ! অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রতিবন্ধ (obstruction) স্বীকার করলে দাহের অনুৎপত্তি অনায়াসেই উপপন্ন হ'তে পারে। সুতরাং শক্তি অবশ্য স্বীকার্য। এ বিষয়ে দার্শনিক বিচার বহুল ও গহন, তার বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ব'লে পরিত্যক্ত হ'ল।

এখন প্রশ্ন—শক্তিবাদীর মতে শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ কি? তাঁরা বলবেন শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধ। অভেদে দুই থাকে

না, এক থাকে। সুতরাং হয় শক্তি নয় শক্তিমান—একটি মানলেই চলে। এর উত্তরে শক্তিবাদীরা যা বলেন তার নিষ্কর্ষ দাঁড়ায় যে, এই সম্বন্ধ অভেদ হ'লেও ভেদসহিষ্ণু। ভেদ ও অভেদ দুইই স্বীকার করলে শক্তিকে শক্তিমান থেকে ভিন্নও বলা যায় অভিন্নও বলা যায়। একই বস্তুর ভিন্নতা ও অভিন্নতা যুক্তিবিরুদ্ধ, এমন দোষারোপ যদি কেউ করেন, তবে তার উত্তরে শক্তিবাদীরা বলেন, যুক্তি দিয়ে বস্তুর স্বরূপ সব ক্ষেত্রেই যে বোঝা যায় তা নয়। যৌক্তিক বোধকে চিন্তা বলা হয়। একই বস্তুর ভিন্নতা-অভিন্নতা অর্থাৎ শক্তি যে শক্তিমান থেকে একই কালে ভিন্ন ও অভিন্ন, যাকে বলা হয় শক্তি-শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ অচিন্ত্য, অর্থাৎ—এই বোধ যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় না। যৌক্তিক বুদ্ধি বা Logical thought সব সময়ে সত্য-নির্ধারক হয় না। বৈষ্ণবেরা শক্তি ও শক্তিমানের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধই স্বীকার ক'রে থাকেন।

অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর এই শক্তি পার্থিবে সকল বস্তুতেই আছে। পার্থিবের সঙ্গে অপার্থিবের প্রভেদ এই যে পার্থিবে বস্তুর শক্তি মণিমন্ত্রাদিদ্বারা প্রতিবদ্ধ হ'তে পারে, অপার্থিবে হ'তে পারে না।

—"সর্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণবন্ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"স বা অয়মস্য সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিরিত্যাদিঃ।"

—ভাগবত সন্দর্ভ

—শ্রুতিতে আছে—ভগবানের পরা শক্তি বিবিধ। এই বিবিধ শক্তি ভগবানের স্বভাবভূত অর্থাৎ স্বরূপ থেকে অভিন্ন। অবশ্য অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর শক্তিসমূহ সকল ভাবেই আছে, যেমন পাবকের উষ্ণতা। কিন্তু মণিমন্ত্রাদিদ্বারা অগ্নির উষ্ণতা যেমন প্রতিবদ্ধ হয়, ভগবৎশক্তি-বিষয়ে সে প্রতিবন্ধ আসা সম্ভব নয়, তাই ভগবানের ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ।

শ্রুতিতেও আছে—'সেই পরম পুমান্ সকলের বশী, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি ইত্যাদি।'

ভগবানের শক্তিসমূহ স্বভাবভূত ও স্বরূপঘটক। এগুলি গুণ নয়, যেহেতু এগুলির কোনো উৎপত্তি নেই, বিচ্ছেদ নেই। অগ্নি-পরমাণুর উষ্ণতার মতন এগুলি নিত্যগুণও নয় কারণ এই সমস্ত শক্তিকে বাদ দিলে ভগবানের স্বরূপই সিদ্ধ হয় না।

হ্লাদিনী শক্তিকে বলা হয় রাধা, সুতরাং রাধা কৃষ্ণের স্বরূপভূতা—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥১৫৯॥১৬০॥

চৈঃ চঃ ৮।১।

—"রাধিকা সর্বথাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং.................. ॥২॥"

উজ্জ্বলনীলমণি

—মহাভাবস্বরূপা রাধা সর্বথাই অধিকা।

শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা প্রেমস্বরূপা রাধা, সুতরাং রাধাপ্রেমের অনাদিত্ব আপনা থেকেই এসে পড়ে। বৈষ্ণবেরা বলেন—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিঃ"

কৃষ্ণ প্রকৃতি, রাধা বিকৃতি। কিসের? প্রেমের বা প্রণয়ের। কৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ, সুতরাং প্রেমের প্রকৃতি। রাধা প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণেরই শক্তিবিশেষ বা শক্তির পরিপাকবিশেষ, সুতরাং বিকৃতি—

প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

চৈঃ চঃ ৮৫।৪।১

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥১৫৯।১৬০॥

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ যে স্বরূপ কারণ-জলধি, ইচ্ছার অনুকূল পবনে তাতে উঠছে সহস্র লীলাময় তরঙ্গচাঞ্চল্য। প্রতিক্ষণে বিচিত্রায়মাণ লীলা-চাঞ্চল্যের মূলে আছে যে আহ্লাদিনী শ্রী, তাই হ্লাদিনী শক্তি বা রাধা। মাটি যে রস ফুলে মধু হ'য়ে ওঠে—সেই রস শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই মধু শ্রীরাধা। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের প্রকৃতি, আর রাধা প্রেমের বিকৃতি।

কৃতি-শব্দের করণ অর্থে বিকৃতি শব্দের অর্থ বিশেষ করণ। শ্রীকৃষ্ণে যা নির্বিশেষ, শ্রীরাধায় তাই সবিশেষ। তাই শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রেমের প্রকৃতি, শ্রীরাধা তেমনি প্রেমের বিকৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, শ্রীরাধা শক্তি, সুতরাং তাঁরা একাত্ম।

"একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতং তৌ"

• যদিও তাঁরা এক তবু একদা দেহভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ধর্মী ও ধর্ম যেমন একাত্ম, তেমনি রাধা-কৃষ্ণও একাত্ম।

কৃষ্ণ প্রকৃতি, রাধা বিকৃতি। প্রকৃতি থেকে বিকৃতি আসে। বিকৃতি প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ। যার আদি আছে, সে অনাদি নয় এই হিসাবে রাধাপ্রেমের অনাদিত্বে সংশয়ের কোনো হেতু নেই কারণ প্রকৃতি যেখানে অনাদি বিকৃতিও সেখানে অনাদি। বিজ্ঞানে বলে অনাদি থেকে কিছু বিয়োগ করলে, কিংবা অনাদির সঙ্গে কিছু যোগ করলে, বিয়োগফল বা যোগফল অনাদিই হ'য়ে থাকে। সুতরাং শক্তিমান্ যেখানে অনাদি ও অনন্ত, শক্তিও সেখানে অনাদি অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি অনন্ত, শ্রীরাধাও তেমনি অনাদি অনন্ত, তাঁদের লীলাও তাই অনাদি অনন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমস্বরূপ, শ্রীরাধা প্রেমস্বরূপ, তাঁদের লীলাও প্রেমস্বরূপ, যেমন সূর্য আলোক-স্বরূপ, সূর্যকিরণ আলোক-স্বরূপ, সূর্যোদয়ও

আলোক-স্বরূপ। যেমন বহ্নি, বহ্নির দীপ্তি ও অভিজ্বলন বিভিন্ন নয় অথচ বিভিন্ন, ঠিক তেমনি। পুষ্প থেকে গন্ধ যেমন বিভিন্ন নয়, আর হাওয়ায় যে গন্ধ চঞ্চল, রমণী থেকে রমণী-লাবণ্য যেমন ভিন্ন নয় আর যে লাবণ্য ভাবাবেগে প্রতিক্ষণেই স্ফুরণশীল, রাগ যেমন সুর থেকে ভিন্ন নয় আর বিচিত্র তানমালায় যা মুহুর্মুহু আন্দোলিত, মধু থেকে স্নেহ যেমন ভিন্ন নয় আর তাপে যার তারল্য ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীরাধা ভিন্ন নয় আর যোগমায়ায় তাঁদের লীলাময় চাঞ্চল্য।

এই অসাধারণত্বের কথা মনে ক'রেই অলঙ্কারকৌস্তুভকার কবি কর্ণপূর রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সাধারণ শৃঙ্গাররস থেকে বিভিন্ন করার জন্য 'প্রেমরস' আখ্যা দিয়েছেন—

"কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃঙ্গার এব রসঃ। তন্মতেঽপি এতদুদাহরণং নাসঙ্গতং শৃঙ্গারোঽঙ্গী প্রেমাঙ্গমঙ্গস্যাপি কচিদুদ্রিক্ততা। বয়ন্তু প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ।

তথাচ— উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥"

—কারো কারো মতে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার রস। এ মতে যদিও শৃঙ্গার অঙ্গী ও প্রেম অঙ্গ, তবুও একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, অঙ্গের উদ্রিক্ততা কোনো কোনো সময় ঘটে। আমাদের মতে কিন্তু প্রেম অঙ্গী শৃঙ্গার অঙ্গ, পূর্বমতের সঙ্গে এই স্থলেই পার্থক্য। সমুদ্রে তরঙ্গের মত অখণ্ডরসস্বরূপ প্রেমে সমস্ত রস ও ভাব উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হয়।

সাধারণ-নর-নারী-গত শৃঙ্গাররস থেকে রাধাকৃষ্ণগত প্রেমরস বিভিন্ন কেন তার কারণ লোকগত রস লৌকিক, অলোকগত রস অলৌকিক। রাধাকৃষ্ণ লোকোত্তর, তাই তাঁদের প্রেমও লোকোত্তর। মাটি থেকে রত্নদ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় না, সুধার স্বাদ জলে পাওয়া যায় না, লৌকিক আলম্বনকে আঁকড়ে ধ'রে জ্যোতির্ময় অনুভূতি আবির্ভূত

হয় না। তাই অলঙ্কারকৌস্তুভকার রসের লৌকিকত্ব অলৌকিকত্ব—দুই ভেদের উল্লেখ করেছেন—"প্রাকৃতাপ্রাকৃতাভাসভেদাদেষ ত্রিধা মতঃ।" রসাভাসটি রস-পদ-বাচ্য কিনা, সে অন্য কথা। রস মাত্রেই যে অলৌকিক নয়—এইটেই কৌস্তুভকারের বক্তব্য। অলঙ্কার-কৌস্তুভের উপর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সুবোধনী' নামে যে টীকা আছে, তাতে রসের লৌকিকত্বভেদ স্বীকৃত হয়নি—

"প্রাকৃতে রস এব নাস্তি তদপি যৎ ত্রৈবিধ্যম্ উক্তং তৎ পরমতানুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। প্রাকৃতে যে রসং মন্যন্তে তে ভ্রান্তাঃ প্রাকৃতা এব। যতোঽত্র কৃমিবিড়্ভস্মান্তনিষ্ঠেষু প্রাকৃতনায়কেষ্বতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি, বিচারতো বিভাববৈরূপ্যাৎ। তদ্বিপরীতং ঘৃণাময়ং বৈরস্যমেবোৎপদ্যতে ন তত্রৈব রসং বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ। অতএব গ্রন্থকারেণাপি প্রাকৃতবিষয়ে একমপি পদ্যং নোদাহৃতম্।"

প্রাকৃতে রস নেই। অলঙ্কারকৌস্তুভকার প্রাকৃত রসকে স্বীকার করেছেন পর-মতের প্রতি শ্রদ্ধা বশত। ভ্রান্তমতি প্রাকৃতজনেরাই বলেন যে প্রাকৃতে রস আছে। কৃমিবিড়্ভস্মান্তনিষ্ঠ প্রাকৃতনায়ক অতি নশ্বর। বিচারে বিভাববৈরূপ্যবশত রসের বিপরীত ঘৃণাময় বৈরস্যেরই উদয় হয়, সুতরাং সে স্থলে রসের উদয় সম্ভব নয়। এই কারণে গ্রন্থকারও প্রাকৃতবিষয়ে একটি পদ্যেরও উদাহরণ দেন নি।

লৌকিক রস সম্বন্ধে বৈষ্ণব মনের এ একটি চরম অভিব্যক্তি। রাধাকৃষ্ণগত এই প্রেমরস কি? চৈতন্যচরিতামৃতে আছে— রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-শ্রবণের পর শ্রীচৈতন্য বললেন—

শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস মহত্ত্ব।

তখন রামানন্দ রায় বললেন

—কৃষ্ণ হয়েন ধীর-ললিত।
নিরন্তর কাম-ক্রীড়া তাঁহার চরিত॥

কিন্তু এ তো প্রেমের সাধারণ দিক, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সত্তায় এ স্থলে প্রভেদ কি? ধীরললিত নায়ক-শ্রেণী-বিশেষ—

"মৃদুলঃ কলাকলাপো নিশ্চিন্তো মধুরবৈদগ্ধ্যঃ।
প্রথমরসপ্রধানো ললিতকথো ধীরললিতঃ স্যাৎ ॥"

অলঙ্কারকৌস্তুভ—পঞ্চম কিরণ

—মৃদুস্বভাব, কলাবিদ্, নিশ্চিন্ত, বৈদগ্ধ্যমধুর, শৃঙ্গার-রস-প্রধান ও ললিতকথাপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তিকে ধীরললিত বলে।

"বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু,
দক্ষিণ বিভাগ

—বিদগ্ধ, নবতারুণ্য, পরিহাসবিশারদ, নিশ্চিন্ত ও ধীরললিত প্রায়শই প্রেয়সীবশ হ'য়ে থাকে।

তাই শ্রীচৈতন্য বললেন—

এহো হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর ॥

সত্যই বুদ্ধির দৌড় কতটুকু? তাই রামানন্দ রায় শরণ নিলেন হৃদয়ের। বুদ্ধির ভাষা তর্ক, হৃদয়ের ভাষা অনুভূতি। অনুভূতিকে তর্কের মাধ্যমে অন্যে সঞ্চারিত করা যায় না। দুটি হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা থাকলে একের সুরে অন্যে ওঠে গুনগুনিয়ে। দুটি হৃদয়ের ভাষা এক হ'লে একের ডাকে অন্যে দেয় সাড়া। তাই রামানন্দ বললেন—

যে বা প্রেম-বিলাস-বিবর্তন এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয় ॥১৯২॥

চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা—অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই কথা ব'লে তিনি একটি গান শোনালেন; গান শুনে মহাপ্রভু ভাবোদ্বেল হ'য়ে আবেগে হাত দিয়ে তাঁর মুখ আচ্ছাদিত করলেন। গানটি বহুখ্যাত—

পহিলহিঁ রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥

না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি সে সব প্রেম কহানী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
ন খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন।
দুহুঁকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সোই বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥ ১৯৪—১৯৮।

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ

সর্বশেষে শ্রীচৈতন্য বললেন—

সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।

—অর্থাৎ প্রেমবিলাস-বিবর্ত সাধ্যবস্তুর সীমা।

প্রেমবিলাসবিবর্ত কি? বিবর্ত-শব্দ-ব্যবহারের তাৎপর্য এ স্থলে কি? বিবর্ত ও পরিণাম দুটি পারিভাষিক শব্দ। উভয়ের অর্থ রূপান্তরপ্রাপ্তি। রূপান্তর যে স্থলে উপাদানভূত দ্রব্যের অন্যথাভাস বা বিকার না ঘটিয়েই উদ্ভূত হয়, যেমন রজ্জুসর্প—রজ্জুর বিকার না ঘটিয়েই যেখানে রজ্জুর সর্প-রূপাপত্তি—সেখানে বিবর্তের উদাহরণ। যে স্থলে উপাদানভূত দ্রব্যের বিকার ঘটিয়ে রূপান্তর—যেমন দুগ্ধের দধিরূপাপত্তি—সেখানে পরিণামের উদাহরণ। বিবর্তকে প্রাতিভাসিক সত্য বলা হয়। যতক্ষণ সর্পের প্রতিভাস বা প্রতীতি থাকে ততক্ষণ এও থাকে ব'লে একে প্রাতিভাসিক সত্য বলে। ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চও বিবর্ত, কারণ ব্রহ্ম অবিকৃত থেকেই প্রপঞ্চরূপে প্রতীত হন। জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্যাবহারিক সত্য বলে যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জগৎপ্রপঞ্চ থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যার বাধক নেই তা ব্যাবহারিক, শুক্তিজ্ঞান দ্বারা বাধ্য ব'লে রজ্জু প্রাতিভাসিক।

এখন প্রশ্ন প্রেমবিলাস-বিবর্ত শব্দটিতে বিবর্ত কথাটি কি এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

যদি তা হ'য়ে থাকে তাহ'লে প্রেমবিলাসবিবর্তের অর্থ দাঁড়ায়

প্রেমের বিচিত্র বিলাসের এমন একটি প্রতিভাস কিংবা প্রেমের বিলাসই এমন একটি প্রতিভাস—যা প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ থেকে বিভিন্ন। কথাটা আর একটু স্পষ্ট ক'রে বলা প্রয়োজন।

উজ্জ্বলনীলমণিতে লীলার একটি বিশেষ অর্থ আছে—

"প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ।"

—রমণীয় বেশ-ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণের নাম লীলা।

ঐ গ্রন্থে বিলাসেরও একটি বিশেষ অর্থ আছে—

"গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥"

—গতি স্থান আসনাদি ও মুখনেত্রাদিকর্মের প্রিয়সঙ্গজ তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে।

বিশেষ অর্থে বা পারিভাষিক অর্থে অনুভাবেরই প্রকারবিশেষ লীলা ও বিলাস। কিন্তু লীলা ও বিলাসের সাধারণভাবে একই অর্থেও ব্যবহার আছে। নৌকাবিলাস ও নৌকালীলা একই অর্থে ব্যবহৃত। লীলা বা বিলাসের প্রয়োগক্ষেত্রও বিচিত্র। লীলা বলতে বোঝা যায় জীবনের এক একটি অধ্যায়—যেমন বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ইত্যাদি, অধ্যায়ের বিশেষ অংশ—যেমন বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা ইত্যাদি, অংশের বিশেষ বিশেষ কর্ম—যেমন রাসলীলা, দানলীলা ইত্যাদি, কর্মের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি—যেমন লীলাবিলাস (পারিভাষিক অর্থে) ইত্যাদি।

অনুভাব যেমন রসের পুষ্টিসাধন করে মাত্র, নিজে রস হ'তে পারে না, তেমনি লীলা বা বিলাস প্রেম বা রসের পুষ্টিসাধন করে মাত্র, স্বয়ং রস হ'তে পারে না, অর্থাৎ প্রেমরস বা প্রেমবিলাস এক বস্তু নয়। একটি স্থির আর একটি চঞ্চল, একটি সিদ্ধ আর একটি সাধ্য, একটি স্বয়ংপ্রকাশ অন্যটি প্রকাশ্য, একটি বর্তমান অন্যটি ভবিতব্য, একটি নিত্য অন্যটি অনিত্য।

নিত্য এবং ব্যাপ্ত ব'লে রসসত্তা ও ভগবৎসত্তা অভিন্ন। ভগবান্ প্রেমস্বরূপ, তিনিই রসস্বরূপ, প্রেমরস ও ভগবৎসত্তা তাই এক। অন্য সমস্ত ভাবই জাত হয়েছে প্রেমরস থেকে, নিবিষ্ট হয়েছে প্রেমরসে—

"উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ণ্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥"

প্রেমরস অখণ্ড রস। পূর্বরাগ, মান, বিরহ, করুণবিপ্রলম্ভ ইত্যাদি শৃঙ্গারের বিভিন্ন বিভাগ প্রেমরসের স্বরূপ-শ্রী নয়, এক একটি বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি মাত্র।

এই বিশেষ ভঙ্গিগুলি দার্শনিক পরিভাষার উপাধির সঙ্গে তুলনীয়। মহাকাশ যেমন কর্ণশষ্কুলিকে আশ্রয় ক'রে হয় কর্ণেন্দ্রিয়, পরমাত্মা যেমন জীবদেহকে আশ্রয় ক'রে হন জীবাত্মা, তেমনি প্রেমরস একেকটি স্থায়িভাবের চরমতম পরিণতিকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন শৃঙ্গারাদি রসরূপে আবির্ভূত হয়। কর্ণশষ্কুলি না থাকলে যেমন কর্ণেন্দ্রিয় হ'তে পারে না, জীবদেহ না থাকলে যেমন জীবাত্মা থাকে না, তেমনি রত্যাদি না থাকলে শৃঙ্গারাদি রসও থাকে না। কিন্তু শৃঙ্গারাদি রস না থাকলেও প্রেমরস থাকে, কারণ প্রেমরস অখণ্ড, অব্যয়, নিত্য; শৃঙ্গারাদি রস ব্যয়শীল, খণ্ড ও অনিত্য। প্রেমরস সর্বরসের মূল প্রস্রবণ, প্রেমবিলাস তারই বিচিত্র গতিভঙ্গি।

লৌকিক জীবনে প্রেমের বিচিত্র পরিণতি তার আসল স্বরূপ। কাশীরাজের প্রতি অম্বার অনুরাগের বিরাগে পরিণতি—প্রেমের দ্বেষে রূপান্তর। ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর প্রেমের সন্দেহে রূপান্তর। শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের প্রেমের আত্মবিস্মৃতি। আরো বহু উদাহরণ আছে—কাব্যে, লৌকিক জীবনে। মানবীয় প্রেম স্বাধিষ্ঠিত নয়। নিজের সূর্যবিন্দুকে ঘিরে তার সৌরচক্রাবর্তন নয়। মানবীয় প্রেমের সৌরচক্র ছুটে চলেছে কালপুরুষের উজ্জ্বল দীপ্তির দিকে। মানবীয় প্রেম সেই মানবোত্তর প্রেমের ভূমিকা মাত্র। মানবীয় প্রেমে আছে চিরন্তন বিরহ—

ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চির বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি
ঝরে অশ্রুরাশি।

চিত্রা

ক্ষণিকের বেদনা—

হোক ফুল হোকনা গলার হার
তার ভার
কেনই বা সবে
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে!

বলাকা—১০

অগ্রগতির অশক্তি—

যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে।

বলাকা—৭

অভিযোগ—

সে সব কোথায় ছি ছি কেবল কথায়
প্রেম রে এখন তুমি উঠেছ কোথায়?
কোথা সেই সোহাগের সুখ উপবন
চকিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন?
বিষম বিকট এ যে বিপর্যয় স্থান
অহো কি কঠোর কষ্ট ওষ্ঠাগত প্রাণ।

প্রেম-প্রবাহিনী—
বিহারীলাল

অনুযোগ—

প্রাণ ভোরে ভালবাসি
সদাই দেখিতে আসি,

কেন তোর দেখা নাহি পাই
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই।…
হায় কেন ব্যথা আমি পাই…
মনে রাখ নাহি রাখ
থাক থাক সুখে থাক
ছেড়ে দাও কেঁদে চলে যাই।

কবিতা ও সঙ্গীত—
বিহারীলাল

আছে নানান ব্যর্থতা ক্ষুদ্রতা ও গ্লানি, যার দংশনে মর্মমূল বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের মহত্ত্বা তার প্রেমকে কিছুতেই জর্জরিত হ'তে দেয় না, তুলে ধরে তাকে দিব্যপ্রেমের দিকে, সে জানায় চিরন্তন আকূতি—

আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅরবিন্দ বলেন—

"Human love is made up of emotion, passio , and desire,—all of them vital movements, therefore bound to the disabilities of the human vital nature.....Divine Love is not merely a sublimation of human emotions ; it is a different consciousness, with a different quality, movement and substance." Beyond Emotion—

Letters of Sri A robindo.

—মানবীয় প্রেম হৃদয়ের ভাব, সংরাগ ও কামনার সামগ্রী, যার প্রত্যেকটিই প্রাণকেন্দ্র থেকে উৎসারিত, সুতরাং মানবিক প্রাণ-প্রকৃতির সর্ববিধ বন্ধনে স্বরূপতই সঙ্কোচনশীল।…দিব্যপ্রেম মানবীয় ভাবাবলীর মহতী অনুবৃত্তি মাত্র নয় ; এ এক স্বতন্ত্র চেতনা যার প্রকৃতি, প্রগতি ও উপাদান—সমস্তই বিভিন্ন।

"There is usually a hope of return, of benefit or advantage of some kind, or of certain pleasures and gratifications, mental, vital or physical that the person loved can give. Remove these things and the love very soon sinks, diminishes or disappears or turns into anger, reproach, indifference or even hatred. But there is also an element of habit something that makes the presence of the person loved a sort of necessity."

Love in Human Relationships
Letters of Sri Aurobindo.

—যাকে ভালবাসা যায়, তার কাছে সাধারণত একটা আশা থাকেই,—সে আশা প্রেম-প্রত্যর্পণ, উপকার বা কোনো কিছু সুবিধার, অথবা কতকগুলি সুখ ও আত্মতৃপ্তির—তা সে মনের কিংবা প্রাণের কিংবা দেহের যারই হোক না কেন। এই আশাগুলি সরিয়ে ফেল, দেখবে, প্রেম ডুবে গেছে কি ক্ষ'য়ে গেছে কিংবা লুপ্ত হয়েছে অথবা পরিবর্তিত হয়েছে ক্রোধে, ভর্ৎসনায়, উপেক্ষায়—এমন কি ঘৃণায়। তাছাড়া অভ্যাস ব'লে একটা বস্তু আছে যা প্রিয়জনের উপস্থিতিকে ক'রে তোলে প্রয়োজনীয়।

সুতরাং মানবীয় প্রেমের অনুভূতিতে যে পরিবর্তন দেখা যায়, সে পরিবর্তন তার স্বরূপেরই রূপান্তর। অনুকূল বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপের পরিণাম।

দিব্যপ্রেমের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। দিব্যপ্রেম স্বাধিষ্ঠিত, তার বিচ্যুতি নেই, নেই পরিবর্তন। উপলব্ধির এক একটি উত্তোলিত যবনিকায় প্রকাশিত হয় তার উজ্জ্বল স্বরূপ। এই দিব্যানুভূতি বা দিব্যপ্রেম বা দিব্যচেতনাই ভগবৎ-চেতনা। চেতনা বা চিৎসত্তা ভগবানের স্বরূপসত্তা। স্বরূপ-সত্তার অন্যতম সত্তা হ্লাদিনী শক্তি বা প্রেম। তাই দিব্যপ্রেম ভগবানের দিব্য-স্বরূপ, দিব্যস্বরূপ নিত্য স্থির, স্বাধিষ্ঠিত এবং নিত্যই আনন্দময়।

অবতারী যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন কতকগুলি বিশেষ লীলা প্রকাশিত হয়। এগুলি যেন স্থির সমুদ্রের অস্থির তরঙ্গ, প্রবাহের ক্ষণিক বিদ্যুৎ। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—শ্রীকৃষ্ণের মাথুর বিজয়। কাতরা শ্রীরাধা দূতী পাঠাচ্ছেন মথুরায়, বলছেন—

এ সখি সে সব প্রেম কহানী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥
ন খোঁজলু দূতী ন খোঁজলু আন।
তুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবান॥
অব সোই বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

অর্থ স্পষ্ট। বিরহিণী নায়িকার উক্তি—'যে মিলনে কোনো তৃতীয়জনের সহায়তা ছিল না সে মিলনের আশায় কেন তৃতীয় জনকে পাঠাতে হয়!'—শেষে একটু শ্লেষ আছে, সুপুরুষের রীত কি এই?

উদ্ধৃতাংশ প্রাকৃত-নায়িকা-জনোচিত উক্তি, এর থেকে দিব্যপ্রেম ব্যঞ্জিত হয় না। নিত্যমিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের এই যে প্রাকৃতজনোচিত প্রেমের বিরহাভাস বা বিরহবিলাস একে সৎস্বরূপের অসৎবিবর্ত বলা যেতে পারে। শ্রীজীবগোস্বামী এইজন্য প্রকটলীলার পরকীয়াদি প্রেমবিলাসকে 'ভ্রম' বলেছেন।

রাধাকৃষ্ণ "একাত্মানৌ"—রাধা কৃষ্ণের শক্তিভেদ, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির রূপময়ী প্রতিমা শ্রীরাধা। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সর্বত্র। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি, জল ও তার তৃষ্ণানিবারণী শক্তি, বায়ু ও তার শোষণী শক্তি, ব্যোম ও তার শব্দধারিণী শক্তি, পৃথ্বী ও তার ধারণী শক্তি পৃথক্ হ'য়ে থাকে না। কিন্তু এই শক্তি কার্যকরী হয় না যখন অন্য কোনো শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যেমন ফুটন্ত জলে তৃষ্ণা যায় না। ভগবৎস্বরূপা সুতরাং নিত্যা এই হ্লাদিনী শক্তি চিত্তে নিত্য অনুভূত হয় না তার কারণ রজঃ ও তমোগুণে চিত্ত আচ্ছাদিত

থাকে। শক্তি ও শক্তিমানের একাত্ম অবস্থায় রাধাও নেই কৃষ্ণও নেই অর্থাৎ নায়িকারূপেও কেউ নেই, নায়করূপেও কেউ নেই—

"না সো রমণ না হাম রমণী ॥"

একক সত্তা থেকে দুটি মন জাগ্রত হ'ল কবে? মনোভব অর্থাৎ কাম বা লীলার ইচ্ছাই দুটি মনের প্রেষক। রাধাকৃষ্ণ 'একাত্মানৌ', —লীলাবশত বিভেদ তাঁদের। 'কৃষ্ণ' প্রেমের প্রকৃতি, 'রাধা' বিকৃতি, 'কারণ' লীলাভিলাষ। দুধে যেমন দুধের সার নবনীত থাকে মিশ্রিত হ'য়ে, বিশেষ কারণে যেমন সে নবনীতের উদ্ভব ঘটে, তেমনি কৃষ্ণস্বরূপে রাধা থাকেন লীনা হ'য়ে, বিশেষ কারণে (লীলা ছাড়া যা আর কিছু হ'তে পারে না, কারণ শ্রীভগবানের কোনো অভাব বা অভীপ্সাপূরণেচ্ছা নেই) হ্লাদিনী শক্তি হ'য়ে ওঠেন রূপময়ী শ্রীরাধা, প্রেমের প্রতিমা।

তাই রাধাপ্রেমের চরিত্রই আলাদা। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক এ প্রেমের নাম দিয়েছেন সমর্থা রতি। সমর্থা রতি সাধারণী বা সমঞ্জসা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সমর্থা রতির দীপ্তি যেখানে ওঠে সেখানে পৌঁছতে পারে না সাধারণী ও সমঞ্জসা রতির দীপ্তি। সাধারণী রতিতে থাকে ভোগেচ্ছা প্রধান হ'য়ে। সমঞ্জসা রতিতে আছে প্রতিষ্ঠাকামনা, ভোগস্পৃহাও আছে মিশ্রিত হ'য়ে। আধারবিশেষে এই রতির বিকাশের সুন্দর সম্ভাবনা আছে। রুক্মিণী কৃষ্ণগতপ্রাণা, সামান্য পরিহাসের ছলেও কৃষ্ণবিরহের সম্ভাবনায় মূর্ছিতা হন, তবু এই সুন্দর প্রেমপুষ্পটির সকল শোভা সৌকুমার্য ধৃত হ'য়ে আছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠার বৃন্তে যার মধ্যে গোপনে ভোগস্পৃহার রস সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু সমথা রতির প্রকৃতিই ভিন্ন।

সমর্থা রতিকে বলেছেন রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে সর্ব-বিস্মারিগন্ধা ও সান্দ্রতমা। সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে যে প্রেম সে প্রেম নিবিড়তম। আত্মসুখ-স্পৃহাহীন এই প্রেমের সমস্ত উদ্যম প্রিয়ের সুখের জন্য। সর্বদাই অন্তর্ভূত, সহজাত এবং স্বভাবে স্থিত

এই প্রেমের উদ্দীপ্তি বা আবির্ভাব, অতি সামান্যতম বহিরন্বয়েই ঘ'টে থাকে—

"স্বস্বরূপাৎ তদীয়াদ্বা জাতা যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ"।

সমর্থা রতির অপর নাম গোপীপ্রেম। গোপীপ্রেমের পরমা কাষ্ঠা বা চরমতম অভিব্যক্তি রাধাপ্রেম। পরম বস্তু দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন। দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বস্তু অনাদি, অনন্ত ও অসীম। শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অনাদি অসীম অনন্ত। শক্তি শ্রীরাধাও অনাদি অসীম অনন্ত। রাধাপ্রেমও অনাদি অসীম অনন্ত। রাধাপ্রেম অজন্য, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বরূপে স্থিত, অর্থাৎ এই প্রেম কোনো কিছুর জন্য জাত নয়, কোনো কিছুর দ্বারা সৃষ্ট নয় এবং কোনো কিছুর উপর এর স্থায়িত্ব বা অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই প্রেম স্বভাবের প্রেম—প্রকাশ করা যেমন আলোর স্বভাব, প্রবাহিত হ'য়ে যাওয়া যেন জলের স্বভাব তেমনি। এইজন্য কবি বলেছেন—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥

কৃষ্ণকে ভালবাসা রাধার স্বভাব। নয়নভঙ্গ প্রেমপ্রকাশ-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অন্বয় মাত্র। অন্বয়টুকু না থাকলেও ক্ষতি ছিল না—কারণ—

"স্বরূপং ললনা-নিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।
অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্যাৎ দ্রুতং রতিম্ ॥"

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ প্রেম স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ অদৃষ্ট বা অশ্রুত থাকলেও তদ্বিষয়া রতির উদ্দীপ্তিতে কোনো বিলম্ব ঘটে না।

ফুল ফুটে উঠলে মধু যেমন আপনা থেকেই সঞ্চারিত হয়, ফল পেকে উঠলে আপনা থেকেই যেমন মিষ্টতা সঞ্জাত হয়, ললনানিষ্ঠ স্বভাবজ প্রেমও তেমনি আপনা থেকেই কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়, এবং দিন দিন বেড়ে চলে—

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।

প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর প্রকট ও অপ্রকটলীলার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ উল্লেখ করা প্রয়োজন। উজ্জ্বলনীলমণির উপরে শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা লোচনরোচনীতে এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা আনন্দচন্দ্রিকায় এই দুই মতের উল্লেখ আছে। শ্রীজীবপ্রমুখ বৃন্দাবনগোষ্ঠীর বৈষ্ণবেরা অপ্রকটলীলার স্বকীয়াত্বকে নিত্য ও প্রকটলীলার পরকীয়াত্বকে অনিত্য বা মায়া বা ভ্রম বলেন—

"শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি।"

—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের নিত্য দাম্পত্য, পরকীয়াত্ব মায়িক মাত্র।

"তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সংগচ্ছতে। তদসঙ্গতেশ্চাবতারে তথাপ্রতীতির্মায়িক্যেব।"

—গোপীদের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ আছে ব'লে পরকীয়াত্ব সমীচীন হয় না। এই অসঙ্গতির জন্য অবতারে পরকীয়াত্বপ্রতীতি মায়িকী।

"ঔপপত্যে ভ্রমস্য"—'উপপতিবিষয়ে ভ্রমের' ইত্যাদি।

লোচন-রোচনী টীকা

"প্রকটলীলাতঃ কিঞ্চিদ্ বিলক্ষণত্বেন দৃষ্টা, প্রাপঞ্চিকলোকৈর্বস্তুভিশ্চামিশ্রা।...প্রকটরূপা তু...প্রাপঞ্চিকাপ্রাপঞ্চিকলোকবস্তু-সংবলিতা তদীয়জন্মাদিলক্ষণা।"

—প্রাপঞ্চিক লোক ও বস্তু দ্বারা মিশ্রিত নয় ব'লে অপ্রকটলীলা প্রকটলীলা থেকে কিছু বিলক্ষণ। প্রকটলীলা প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক লোকবস্তুসংবলিত ও জন্মাদিবিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী-প্রমুখ গৌড়গোষ্ঠীয় বৈষ্ণবেরা প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলাকেই নিত্য বলেছেন—